

দেবদাস

শ্রুতি ছন্দ চর্চাপত্র

—ঃ প্রাঞ্জিতানঃ—

সরকার এ্যাণ্ড কোং

১১৮, অধিল মিস্ট্রি লেন,

কলকাতা-৭০০০০১

একাশক :

প্রদীপরূমাৰ সৱকাৰ
১১৯ অধিল খিত্তি লেন,
কলিকাতা-১০০০০৯

অথবা একাশ :

মাঘ—১৩৫৪

প্রচ্ছদ :

শার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রাকর :

বসন্ত ঘোষ

অঙ্গু মাঝা প্রেস,
২৯, বাহড় বাগান স্ট্রিট
কলিকাতা-১০০০০৯

ঃ লেখকের অন্যান্য বই ৳

- শ্রীকান্ত (১ম)
- শ্রীকান্ত (২য়)
- শ্রীকান্ত (৩য়)
- শ্রীকান্ত (৪থ)
- পথের দাবী
- বড়দিদি
- মেজদিদি
- বিন্দুর ছেলে
- অরক্ষণীয়া
- পণ্ডিতমশায়
- পল্লীসমাজ
- চরিত্রহীন
- দত্ত।
- দেবদাস
- গৃহদাহ
- চন্দনাথ
- বৈকুঞ্জের উইল
- পরিনীতা
- ছবি
- বামনের মেঘে

এক

একদিন বৈশাখের দ্বিপ্রথমে বোঁদ্রেও অস্ত ছিল না উত্তাপেরও সৌমা ছিল না। ঠিক সেই সময়টিতে মুখযোদের দেবদাস পাঠশালা-ঘরের এক কোণে হেঁড়া মাড়রের উপর বসিয়া, শ্লেষ্ট হাতে লইয়া, চক্ষ' চাহিয়া, বুজিয়া, পা ছড়াইয়া, হাই তুলিয়া, অবশেষে হস্তাং খুব চিন্তাশীল হইয়া উঠিল ; এবং নিমিয়ে স্থির করিয়া ফেলিল যে, এই পরম বগনীয় সময়টিতে মাঠে মাঠে যুডি উড়াইয়া বেড়ানোর পরিবর্তে পাঠশালায় আবদ্ধ থাকাটা কিছু নয়। উর্বর মস্তিষ্কে একটা উপায়ও গজাইয়া উঠিল। সে শ্লেষ্ট-হাতে উঠিয়া দাঢ়াইল।

পাঠশালায় এখন টিফিনের ছুটি হইয়াছিল। বালকের দল নানাকপ ভাব-ভঙ্গী ও শব্দ-সাড়া করিয়া অনতিদূরের বটবৃক্ষতলে ডাঙগুলি খেলিতেছিল। দেবদাস সেদিকে একবার চাহিল। টিফিনের ছুটি সে পায় না—কেননা গোবিন্দ পঞ্জিত অনেকবার দেখিয়াছেন যে, একবার পাঠশালা হইতে বাহিন হইয়া পুনরায় প্রবেশ করাটা দেবদাস নিতান্ত অপচল করে। তাহার পিতাবও নিষেধ ছিল। নানা কারণে তাহা স্থির হইয়াছিল যে, এই সময়টিতে সে সর্দার-পোড়ো ভুলোৰ জিম্মায় থাকিবে। *

এখন ঘরের মধ্যে শুধু পঞ্জিত মহাশয় দ্বিপ্রাথ'রিক আলগে চক্ষ মুদিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, এবং সর্দার-পোড়ো ভুলো, এক কোণে হাত-পা-ভাঙ্গা একখণ্ড বেঝের উপর ছোট-থাটো পঞ্জিত সাজিয়া বসিয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে নিতান্ত তাঁচিলোর সহিত কখনও বা খেলা দেখিতেছিল, কখনও বা দেবদাস এবং পার্বতীর প্রতি আলঙ্গ-কটাক্ষ নিষ্কেপ করিতেছিল। পার্বতী এই মাসগানেক হইল পঞ্জিত মহাশয়ের আশ্রয়ে এবং তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে। পঞ্জিত মহাশয় সম্ভবতঃ এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার একান্ত মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, তাই সে নিবিষ্ট মনে, নিরতিশয় ধৈর্যের সহিত স্বপ্ন পঞ্জিতের প্রতিকৃতি বোধেদয়ের শেষ পাতাটির উপর কালি দিয়া লিখিতেছিল এবং দক্ষ চিত্রকরেব আয় নানাভাবে দেখিতেছিল যে, তাহার বহু যজ্ঞের চিত্রিত আদর্শের মহিত কতখানি মিলিয়াছে। বেশী যে যিল ছিল তাহা নয় ; কিন্তু পার্বতী ইহাতেই যথেষ্ট আনন্দ ও আন্ত-প্রসাদ উপভোগ করিতেছিল।

এই সময় দেবদাস শ্লেষ্ট-হাতে উঠিয়া দাঢ়াইল এবং ভুলোর উদ্দেশে ডাকিয়া বলিল, অঞ্চ হয় না।

তুলো শান্ত-গন্তীর মধ্যে কহিল, কি আঁক ?

অণকষ্টা—

শ্বেলেটা দেখি—

ডাঁবটা এই যে তাহার নিকট এমন কাজে রেটেখার্নি হাতে পাওয়ার অপেক্ষা
মাত্র। দেবদাস তাহার হাতে শ্বেল দিয়া নিকটে দাঁড়াইল। তুলো ডাকিয়া
লিখিতে লাগিল যে, এক মধ্য তেলের দাম যদি চৌদ্দ টাকা ন আন তিন গঙ্গা
হয়, তাহা হইলে—

এমনি সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল।—হাত-পা-ভাঙ্গা বেঞ্চিখানার উপর সদর্দাৰ-
পোড়ো তাহার পদমর্যাদার উপযুক্ত আসন বিৰীচন কৱিয়া যথানিয়মে আজু তিন
বৎসৰ ধৰিয়া প্রতিদিন বসিয়া আনিতেছে। তাহার পশ্চাতে একবাণ চুন গাদা
কণা ছিল। এটি পশ্চিত মহাশয় কবে কোন ঘূণা নাকি সজ্জা-দৰে কিনিয়া রাখিয়া-
ছিলেন; যানস ছিল, সময় ভাল হইলে ইহাতে কোঠা-দালান দিবেন। কবে যে
মে শুভদিন ধাসিবে তাহা জানি না, কিন্তু এই খেত-চৰ্চেৰ প্রতি তাহার সতর্কতা
এবং যত্নেৰ অবধি ছিল না। সংসারানভিজ অপরিগামদৰ্শী কোন অসম্ভী-
অশ্রুত বালক ইহার রেণুমাত্ নষ্ট না কৱিতে পারে। সেইজন্য প্ৰিয়পাত্ৰ
এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ভোলানাথ এই সঘন্ত-সঞ্চিত বস্তি সাবধানে রক্ষা
কৱিবার ভাৱ পাইয়াছিল এবং সে বেঞ্চে উপৰ বসিয়া ইহাকে আগুলিয়া
থাকিত।

তোলনাথ লিখিতেছিল,—এক মধ্য তেলের দাম যদি চৌদ্দ টাকা নয় আন
তিন গঙ্গা হয়, তাহা হইলে—ও গো বাবা গো—তাহার পৰ খুব শৰ্ক-সাড়া হইল।
পাৰ্বতী ভজানক উচ্চকঠো চেঁচাইয়া হাতভালি দিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।
সংজ্ঞনিৰ্বোধিত গোবিন্দ পশ্চিত বক্তনেত্রে একেবাবে। উঠিয়া দাঁড়াইলেন;
দেখিলেন, গাছতলাৰ ছেলেৰ দল একেবাবে সাব দাখিয়া হৈ হৈ শবে ছুটিয়া
চলিতেছে এবং তখনি চক্ষে পঢ়িল যে, তগ বেঞ্চেৰ উপৰ একঙ্গোড়া পা নাচিয়া
বেড়াইতেছে এবং চুনেৰ মধ্যে আগেয়গিৰিৰ অঞ্চেপুত হইতেছে। চীৎকাৰ
কৱিলেন, কি—কি—কি রে।

বলিবাৰ মধ্যে শুনু পাৰ্বতী ছিল। কিন্তু সে ভথন ভূমিতলে ঝুঁটাইতেছে
এবং কৱতালি দিতেছে। পশ্চিত মহাশয়েৰ বিফল প্ৰশং কুৰুভাৰে ফিৱিয়া গেল,
কি, কি—কি রে।

ତାହାର ପର ଶେଷ୍ୟୁଷି ଭୋଲାନାଥ ଚନ୍ ଠେଲିଆ ଉଠିଆ ଦୀଡାଇଲ । ପଣ୍ଡିତ
ରହଶ୍ୟ ଆବାର ଚୀରକାର କରିଲେନ, ଗୁଯୋଟୀ ତୁହି ।—ତୁହି ଓର ଭେତର !

ଝ୍ୟ—ଝ୍ୟ—ଝ୍ୟ—

ଆବାର !—

ଦେବା ଶାଳା—ଠେଲେ—ଝ୍ୟ—ଝ୍ୟ—ମନକର୍ଷା—
ଆବାର ଗୁଯୋଟା !

କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣେଇ ସମ୍ମତ ବ୍ୟାପାରଟା ବୁଝିଆ ଲଇଆ, ମାତ୍ରରେ ଉପବେଶନ
କରିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେନ. ଦେବା ଠେଲେ ଫେଲେ ଦିମ୍ବେ ପାଲିଯେଛେ ?

ଭୁଲୋ ଆରୋ କୀନିତେ ଲାଗିଲ—ଝ୍ୟ—ଝ୍ୟ—ଝ୍ୟ—

ତାହାର ପର କିଛିକଣ ଧରିଆ ଚନ୍ ଝାଡାଖାଡ଼ି ହଇଲ—କିନ୍ତୁ ମାଦା ଏବଂ କାଳେ
ରଙ୍ଗେ-ମନ୍ଦିବ-ପୋଡ଼ୋକେ କତକଟା ଭୁତେର ମତ ଦେଖାଇତେ ଲାଗିଲ, ଏବଂ ତଥନେ ତାହାର
ଜନ୍ମନେର ନିର୍ମତି ହଇଲ ନା ।

ପଣ୍ଡିତ ବଲିଲେନ, ଦେବା ଠେଲେ ଫେଲେ ପାଲିଯେଛେ ? ବଟେ ?

ଭୁଲୋ ବଲିଲ—ଝ୍ୟ—ଝ୍ୟ—

ପଣ୍ଡିତ ବଲିଲେନ, ଏବ ଶୋଧ ନେବୋ ।

ଭୁଲୋ କହିଲ—ଝ୍ୟ—ଝ୍ୟ—ଝ୍ୟ—

ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେନ, ହୋଡ଼ାଟୀ କୋଥାଯ ?—

ତାହାର ପର ଛେଲେଦେର ଦଳ ବକ୍ତୁମ୍ବେ ହିପାଇତେ ହିପାଇତେ କିବିଆ ଆସିଆ
ଜାନାଇଲ. ଦେବାକେ ଧରା ଗେଲ ନା । ଉଃ—ସେ ଇଟ ହୋଡ଼େ—।

ଧରା ଗେଲ ନା ?

ଆର ଏକଜନ ବାଲକ ପୂର୍ବକର୍ତ୍ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଦି କରିଲ—ଉଃ—ସ—

ଥାମ ବେଟା—

ଦେ ଢୋକ ଗିଲିଆ ଏକପାଶେ ସରିଆ ଗେଲ । ନିଷ୍ଠନ-କ୍ରୋଧେ ପଣ୍ଡିତମାହି
ଅପ୍ରଥେ ପାର୍ବତୀକେ ଖୁବ ଧରକାଇଆ ଉଠିଲେନ; ତାହାର ପର ଭୋଲାନାଥେର ହାତ
ଧରିଆ କହିଲେନ ଚଲ. ଏକବାର କାହାରୀ-ବାଡ଼ୀତେ କର୍ତ୍ତାକେ ବଲେ ଆସି ।

ଇହାର ଅର୍ଥ ଏହି ସେ ଅମିଦାର ନାରାୟଣ ମୁଖ୍ୟୋର ନିକଟ ତାହାର ପୁତ୍ରେର ଆଚରଣେ
ନାଲିଶ କରିବେନ ।

ତଥନ ବେଳା ତିନଟା ଅଞ୍ଜିକ ହିଯାଛିଲ: ନାରାୟଣ ମୁଖ୍ୟୋମଧାଇ ବାହିରେ
ଶମ୍ଭିଵା ଗଡ଼ଗଡ଼ାୟ ତାମାକ ଖାଇତେଛିଲେନ ଏବଂ ଏକବନ ତୃତୀ ହାତ-ପାଥା ଲଇଆ

ধাতাস কারিতেছিল। সহাত্ত পশ্চিমের অসম আগমনে কিছু বিস্তৃত হইয়া, কহিলেন, গোবিন্দ যে !

গোবিন্দ জাতিতে কায়স্ত—ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ভুলোকে দেখাইয়া সমস্ত কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। মুখযোষশাই দিবর্ক হইলেন ; বলিলেন, তাই ত দেবদাস যে শাসনের বাইরে গেছে দেখেছি !

কি করিয়া, আপনি ততুম করুন !

জমিদারি নলটা বাখিয়া দিয়া কহিলেন, কোথা গেল সে ?

তা কি জানি ? যারা ধরতে গিয়েছিল, তাদের ইট মেরে তাড়িয়েছে।

তাহারা দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। নারায়ণবাবু বলিলেন. বাড়ী এলে যা হয় করব।

গোবিন্দ ছাত্রের হাত ধরিয়া পাঠশালায় ফিরিয়া গিয়া মুখ ও চোখের ভাব-ভঙ্গীতে সমস্ত পাঠশালা সন্তুষ্টি করিয়া তুলিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দেবদাসের পিতা সে অঞ্চলের জমিদার হইলেও তাহাকে আর পাঠশালায় ঢুকিতে দিবেন না। সেদিন পাঠশালার ছুটি কিছু পূর্বেই হইল, যাইবার পথ ছেলেরা অনেক কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

একজন কহিল. উঃ ! দেবা কি ষণ্ঠা দেখেছিস !

আর একজন কহিল, ভুলোকে আচ্ছা জৰু করেচে।

উঃ—কি চিল ছাঁড়ে !

আর একজন ভুলোর তরফ হইতে কহিল, ভুলো শোধ নেবে, দেখিস !

ইস—সে ত আর পাঠশালায় আসবে না যে শোধ নেবে।

এই ক্ষেত্র দলটির একপাশে পার্বতীও বই-শ্লেষ্ট লইয়া বাড়ী আসিতেছিল ; সে নিকটবর্তী একজন ছেলের হাত ধরিয়া, জ্ঞানা করিল, মণি, দেবদাসাকে আর পাঠশালায় সত্ত্ব আসতে দেবে না ?

মণি বলিল, না—কিছুতেই না !

পার্বতী সরিয়া গেণ—কথাটা তার বরাবরই ভাল লাগে নাই।

পার্বতীর পিতার নাম নীলকণ্ঠ চত্বর্তী। চত্বর্তী মহাশয় জমিদারদের প্রতিবেশী, অর্থাৎ মুখ্যে মহাশয়ের খুব বড় বাড়ীর পার্শ্বে তাহার ছোট এবং পুরুতন সেকেলে ইটের বাড়ী। তাহার দু দশ বিঘা জমি-জমা আছে. ছ-চার

সব যজমান আছে, জমিদার-বাড়ীর আশা-প্রতাশাটি আছে—বেশ ষষ্ঠে
পরিবার—বেশ দিন কাটে।

প্রথমে ধৰ্মদাসের সহিত পার্বতীৰ সাক্ষাৎ হইল। সে দেবদাসের বাটীৰ ভূতা।
এক বৎসর অয়স হইতে আজ ছানশ বৰ্ষ বয়স পৰ্যন্ত তাহাকে লইয়াই আছে,—
পাঠশালায় পৌছিয়া দিয়া আসে এবং ছুটিৰ সময় সঙ্গে করিয়া বাটী ফিরাইয়া
আনে। এ কাজটি সে যথানিয়মে প্ৰত্যাহ কৰিয়াচো এবং আজিও সেইজন্যটি
পাঠশালায় যাইতেছিল। পার্বতীকে দেখিয়া কহিল, কই পাকু, তোৱ দেবদাসী
কোথায় ?

পালিয়ে গেচে—

ধৰ্মদাস ভয়ানক আশৰ্য্য হইয়া বলিল, পালিয়ে গেচে কি রে ?

তখন পার্বতী ভোলানাথেৰ দুর্শার কথা মনে কৰিয়া আবাৰ নৃতন কৰিয়া
হাসিতে শুক কৱিল,—দেখ ধৰ্ম, দেবদা—চি হি—একেবাৰে চুনেৰ গাদায়—
হি হি—হ হ—একেবাৰে ধৰ্ম, চি ক'বে—

ধৰ্মদাস সব কথা বুঝিতে না পাৱিলেও হাসি দেখিয়া খানিকটা হাসিয়া
লইল; পৱে হাস্ত সংবৰণ কৱিয়া জিন কৱিয়া কহিল, বল না পাকু, কি
হয়েচে ?

দেবদা ঠেলে ফেলে দিয়ে—হলোকে—চুনেৰ গাদায়—হি হি হি—

ধৰ্মদাস এবাৰ বাকোটা বুঝিয়াও লইল, এবং অতিশয় চিঞ্চিত হইল; বলিল,
পাকু, সে এখন কোথায় আছে জানিস ?

আমি কি জানি !

তুই জানিস—ব'লে দে। আহা তাৰ বোধ হয় খুব ক্ষিদে পেয়েচে !

তা ত পেয়েচে—আমি কিঙ্ক বলব না।

কেন বলবি নে ?

বললৈ আমাকে বড় মাৰবে। আমি খাবাৰ দিয়ে আসবো।

ধৰ্মদাস কতকটা সন্তুষ্ট হইল—কহিল, তা দিয়ে আসিস আব সঙ্গেৰ আগে
ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ী ডেকে আনিস।

আনব।

বাটাতে আসিয়া পার্বতী দেখিল, তাহাৰ মা এবং দেবদাসেৰ মা উভয়েই
সব কথা শুনিয়াছেন। তাহাকেও এ-কথা জিজ্ঞাসা কৱা হইল। হাসিয়া,

গঙ্গীর হইয়া সে যতটা পারিল কহিল। তাহার পর আঁচলে মুড়ি বাঁধিয়া জমিদারদের একটা আমবাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। বাগানটা তাহাদেরই বাটীর নিকটে, এবং ইহারই একান্তে একটা বাঁশবাড়ি ছিল। সে আনিত, লুকাইয়া তামাক খাইবাব জন্য দেবদাস এই বাঁশবাড়ীর মধ্যে কতকটা স্থান খরিষ্কার করিয়া বাঞ্চিয়াছিল। পঁলাইয়া লুকাইয়া ধাকিতে হইলে ইহাই তাহার গুপ্তস্থান। ভিতরে প্রবেশ করিয়া পার্বতী দেখিল, বাঁশবাড়ীর মধ্যে দেবদাস ছোট একটা ছুঁকা-হাতে বসিয়া আছে এবং বিজ্ঞের মত ধূমপান করিতেছে। মৃথগানা বড় গঙ্গী—যথেষ্ট দুর্ভাবনার চিহ্ন তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে। পার্বতীকে দেখিতে পাইয়া সে খুব খৃশি হইল, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করিল না। তামাক টানিতে টানিতে গঙ্গীবতাবেই কহিল, আয়।

পার্বতী কাছে আসিয়া বসিল আঁচলে যাহা বাঁধা ছিল, তৎক্ষণাত দেবদাসের চক্ষে পড়িল। কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কহিল, পাক, পশ্চিমশাই কি বললে রে?

অ্যাঠামশাইয়ের কাছে ব'লে দিয়েচে।

দেবদাস ছুঁকা নামাইয়া চক্ষু বিশ্ফারিত করিয়া কহিল, বাবাকে ব'লে দিয়েচে?

ইঠ।

তাৰপৰ?

তোমাকে আৱ পাঠশালায় যেতে দেবে না।

আমি পড়তেও চাই না।

এই সময় তাহার খাত্তজ্বব্য প্রায় ফুয়াইয়া আসিল—দেবদাস পার্বতীর মৃথপানে চাহিয়া বলিল, সন্দেশ দে।

সন্দেশ ত আনিনি।

তবে জল দে।

জল কোথায় পাব?

বিবৰ্জন হইয়া দেবদাস কহিল, কিছুই নেই ত ওমেচিসু কেন? ঘা, অস নিয়ে আৱ।

তাহার কল্পন্তৰ পার্বতীৰ ভাল লাগিল না; কহিল, আমি আৰাৰ যেতে,

পারিনে—তুমি খেঁয়ে আসবে চল ।

আমি কি এখন যেতে পারি ?

তবে কি এইখানে থাকবে ?

এইখানে থাকব, তারপর চলে যাব—

পার্বতীর মনটা খারাপ হইয়া গেল । দেবদাসের আপাত-বৈরাগ্য দেখিয়া
এবং কথাবার্তা শুনিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছিল—কহিল দেবদা, আমিও
যাব—

কোথায় ? আগাম সঙ্গে ? দূর—তা কি থয় !

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি যাবই—

না,—যেতে হবে না—তুই আগে জল নিয়ে আয় ।

পার্বতী আবাব মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি যাবই—

আগে জল নিয়ে আয়—

আমি যাব না—তুমি তা হ'লে পালিয়ে যাবে ।

না—যাব না ।

কিঞ্চ পার্বতী কথাটা বিশাস করিতে পারিন না, তাই বসিয়া রহিল ।

দেবদাস পুনবায় হৃষি করিল, যা বলচি—

আমি যেতে পারব না ।

বাগ করিয়া দেবদাস পার্বতীর চুল ধরিয়া টান দিয়া ধমক দিল—যা
বলচি ।

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল । তারপর তাহার পিঠে একটা কিল পড়িল—
যা বিনে ?

পার্বতী কান্দিয়া ফেলিল—আমি কিছুতেই যাব না ।

দেবদাস একদিকে চলিয়া গেল । পার্বতীও কান্দিতে কান্দিতে একেবাবে
দেবদাসের পিতার স্মরণে আসিয়া উপস্থিত হইল । মুখ্যোষ শাই পার্বতীকে বড়
ভালবাসিতেন । বলিলেন, পার্ব, কান্দিচিস্ কেন মা ।

দেবদা মেরেচে ।

কোথায় সে ?

ঝঁ ঝঁশবাগানে ব'সে তামাক খাচ্ছিল ।

একে পওত মহাশ্বের আগমন হইতেই তিনি চট্টী বসিয়াছিলেন—এখন

এই সংবাদটা তাহাকে একেবাবে অশ্রিয়তি করিয়া দিল। বলিগেন.—দেবা বুঝি
আবার তামাক থায় ?

ইয়া থায়, রোজ থায় ! দাঁশবাগানে তার ছ'কো ছুকোন আছে—

এতদিন আমাকে বলিসনি কেন ?

দেবদাস। মাঁরবে ব'লে।

কথাটা কিন্তু ঠিক তাই নহে। প্রকাশ কবিলে দেবদাস পচে শাস্তি ভোগ
করে, এই ভয়ে সে কোন কথা বলে নাই। আজ কথাটা শুধু রাগের মাথায়
বলিয়া দিয়াছে। এই তাহার সবে আট বৎসর গাত্র বয়স—রাগ গ্রন্থ বড়
বেশী ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা নিষ্ঠাত কম ছিল না। বাঁটী
গিয়া বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ কাঁচিয়া-কাঁচিয়া ঘুমাইয়া পড়িল—সে বাত্রে তাঁ
পর্যন্ত থাইল না।

তুই

দেবদাসকে পরদিন খুব মারধর কবা চটল,—সমস্ত দিন হ'বে কক্ষ কবিয়া
রাখা হইল। তাহাব পৰ, তাহার জননী যখন ভারি কান্নাকাটি কবিতে
লাগিলেন, তখন দেবদাসকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পরদিন ভোরবেলায় সে
পলাইয়া আসিয়া পার্কভৌম ঘরের জানালার নিকটে দাঢ়াইয়া—ডাকিল, পাক !
আবার ডাকিল, পাক !

পার্কভৌম জানালা খুলিয়া বলিল, দেবদা !

দেবদাস ইসারা কবিয়া বলিল, শীগুগির আয়। তুইনে একত্র হইলে দেবদাস
বলিল, তামাক থাওয়ার কথা ব'লে দিলি কেন ?

তুমি মারলে কেন ?

তুই জল আনতে গেলিনে কেন ?

পার্কভৌম চুপ করিয়া বলিল। দেবদাস কহিল, তুই বড় গাধা—আব ফেন
ব'লে দিস্বনে !

পার্কভৌম মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

তবে চল, ছিপ কেটে আনি। আজ দাঁধে মাছ ধরতে হবে।

বাশৰাড়ের নিকট নোনা-গাছ ছিল, দেবদাস তাহাতে উঠিয়া পাঁড়িল। বহুকষ্টে একটা বাশের ডগা নোয়াইয়া পার্বতীকে ধরিতে দিয়া কহিল, দেখিস, যেন ছেড়ে দিস্তেন, তা হ'লে পড়ে থাব ।

পার্বতী প্রাণপীঁপে টানিয়া ধরিয়া রাখিল। দেবদাস সেইটা ধরিয়া একটা নোনা-ভালে পা রাখিয়া ছিপ কাটিতে লাগিল। পার্বতী নৌচ হইতে কহিল, দেবদা, পাঠশালায় যাবে না ?

না ।

জ্যাঠামশাই তোমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

বাবা আপনি বলেচেন, আমি আর ওগানে পড়ব না। বাঢ়ীতে পণ্ডিত আসবে।

পার্বতী একটু চিন্তিত হইয়া উঠিল। পরে বলিল, কাল থেকে গরমের দ্রষ্টা আমাদেব সকালবেলা পাঠশালা বসে, আমি এখুনি যাব ।

দেবদাস উপর থাইতে চক্ষু রাঙাইয়া বলিল, না, যেতে হবে না।

এই সময়ে পার্বতী একটু অগ্রমনক্ষ হইয়া পাঁড়িল—অমনি বাশের ডগা উপরে উঠিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবদাস নোনা-ভাল থাইতে নৌচে পড়িয়া গেল। বেশী উচু ছিল না বলিয়া তেমন লাগিল না, কিন্তু গায়ে অনেক স্থানে ছাড়িয়া গেল। নৌচে আসিয়া ক্রুক্র দেবদাস একটা ঝক কঞ্চি তুলিয়া লইয়া পার্বতীর পিঠের উপর, গালের উপর, যেখানে সেখানে সজোরে ধা কতক বসাইয়া দিয়া কহিল, যা, দূর হয়ে থা ।

প্রথমে পার্বতী নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু যখন ছড়ির পর ছড়ি ক্রমাগত পড়িতে লাগিল, তখন সে ক্রোধে ও অভিযানে চক্ষু-দৃষ্টি আগুনের মত করিয়া কাদিতে কাদিতে বলিল, এই আমি জ্যাঠামশাইয়ের কাছে যাচ্ছি—

দেবদাস রাগিয়া আর এক ঘা বসাইয়া দিয়া বলিল, যা, এখন ব'লে দিগে যা—ব'য়ে গেল ।

পার্বতী চলিয়া গেল। যখন অনেকটা গিয়াছে, তখন দেবদাস ডাকিল পাক !

পার্বতী শুনিয়াও শুনিল না—আরও ক্রত চলিতে লাগিল। দেবদাস আবার ডাকিল ও পাক, তবে যা না ।

পার্বতী জ্বাব দিল না। দেবদাস বিরস্ত হইয়া, কতকটা চীৎকার করিয়া, কতকটা আগনার মনে বলিল, যাক—মৃক্ষ খে।

পার্বতী চলিয়া গেলে, দেবদাস যেমন-তেমন করিয়া ছই একটা ছিপ কাটিয়া লইল। তাহার মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছিল। কান্দিতে কান্দিতে পার্বতী বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তাহার গালের উপর ছড়ির দাগ নীল হইয়া ফুলিয়া রহিয়াছে। প্রথমে ঠাকুরম্বার চক্ষে পড়িল। তিনি চেচাইয়া উঠিলেন—ও গো, মী গো, কে এখন ক'রে মারলে পাক ?

চোখ মুছিতে মুছিতে পার্বতী বলিল, পণ্ডিতমশাই !

ঠাকুরম্বা তাহাকে কোলে লইয়া ভয়ানক কুকু হইয়া কহিলেন, চন্ত, এক বার মারায়ণের কাছে যাই, দেখি সে কেমন পণ্ডিত ! আহা—বাছাকে একেবারে থেরে ফেলেছে !

পার্বতী পিতামহীর গলা জড়াইয়া কহিল, চল ।

মুখ্যে মহাশয়ের নিকট আসিয়া পিতামহী পণ্ডিত মশাইয়ের অনেকগুলি পুরুষের উল্লেখ করিয়া তাহাদের পারলৌকিক অশুভ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবং খাতজ্বরেরও তেমন ভাল ব্যবস্থা করিলেন না। শেষে স্বয়ং গোবিন্দকে নামামতে গালি পাড়িয়া বলিলেন, মারায়ণ, দেখ ত মিন্দের আশ্রদ্ধা। শুন্দুর হয়ে বামুনের মেঘের গায়ে হাত তোলে ! কি ক'রে মেঘেচে একবার দেখ !—বলিয়া গালের উপর নীল দাগগুলা বৃক্ষ অত্যন্ত বেদনার সহিত দেখাইতে লাগিলেন ।

মারায়ণবাবু তখন পার্বতীকে প্রশ্ন করিলেন—কে মেঘেছ পাক ?

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল। তখন ঠাকুরম্বাই আর একবার চীৎকার করিয়া কহিলেন, আবার কে ? ঐ গোঘার পণ্ডিতটা ।

কেন মারলে ?

পার্বতী এবারও কথা কহিল না। মুখ্যে মশাই বুঝিলেন, কোন দোষ করার অভ্য মার খাইয়াছে—কিন্ত একগ আৰাত করা উচিত হয় নাই। প্রকাশ করিয়া তাহাই বলিলেন। শুনিয়া পার্বতী পিঠ খুলিয়া বলিল, এখানেও মেঘেচে ।

পঞ্চের দাগগুলো আরও স্পষ্ট, আর শুরুতর। তাই দুইজনেই নিতান্ত কুকু হইয়া গেলেন। পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকিয়া কৈফিয়ৎ তলব করিবেন, মুখ্যে

ମହାଶୟ ଏକପ ଅଭିସନ୍ଧିଓ ପ୍ରକାଶ କରିଲେନ; ଏବଂ ସ୍ଥିର ହଇଲ ଯେ, ଏକପ ପଣ୍ଡିତେର ନିକଟ ଛେଳେ-ମେଘେ ପାଠାନେ ଉଚିତ ନହେ ।

ରାୟ ଶୁଣିଯା ପାର୍ବତୀ ଖୁଲୀ ହଇୟା ଠାକୁରମାର କୋଳେ ଚଢିଯା ବାଡ଼ୀ ଫିରିଯା ଆସିଲ । ବାଟିତେ ପୌଛାଇୟା ପାର୍ବତୀର ଅନନ୍ତିର ଜେରାୟ ପରିଜଳ । ତିନି ଧରିଯା ବଲିଲେନ, କେବ ମେରେତେ ବଳ ।

ପାର୍ବତୀ ବଲିଲ, ଯିଛାମିଛି ମେରେତେ ।

ଅନନ୍ତି କଣ୍ଠାୟ ଥିବ କରିଯା କାନ ମଲିଯା ଦିଯା ବଲିଲେନ, ଯିଛାମିଛି କେଟେ କଥନୋ ମାରେ ?

ଦାଲାନ ଦିଯା ସେଇ ସମୟେ ଶାଙ୍କୁଡ଼ି ଧାଇତେଛିଲେନ, ତିନି ଘରେ ଚୌକାଟୀର କାଛେ ଆସିଯା ବଲିଲେନ, ବୌମା, ମା ହୟେ ତୁମି ଯିଛାମିଛି ମାରତେ ପାର, ଆର ସେ ମୁଖପୋଡ଼ା ପାରେ ନା ।

ବୌମା କହିଲ, ଶୁଣ ଶୁଣ କଥନୋ ମାରେ ନି । ସେ ଶାନ୍ତ ମେଘେ—କି କରେତେ, ତାଇ ମାର ଖେରେତେ ।

ଶାଙ୍କୁଡ଼ି ବିବଞ୍ଚ ହଇୟା ବଲିଲେନ, ଆଚ୍ଛା, ତାଇ ନା ହୟ ହ'ଲୋ, ବିଷ ଓକେ ଆର ଆୟି ପାଠଶାଲାଯ ଯେତେ ଦେବ ନା ।

ଏକଟୁ ଲେଖାପଦା ଶିଖବେ ନା ?

କି ହବେ ବୌମା ! ଏକଟା-ଆଧଟା ଚିଟିପତ୍ର ଲିଖିତେ ପାରଲେ, ଦୁ'ଛତ୍ର ରାମାଯଣ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିତେ ଶିଖଲେଇ ଦେବ । ପାଞ୍ଚ କି ତୋମାର ଜଜ୍ଯାତି କରବେ, ନା ଉକିଲ ହେ ।

ବୌମା ଅଗତ୍ୟା ଚଢ଼ କରିଯା ରହିଲ । ସେଦିନ ଦେବଦାସ ବଡ ଭୟେ-ଭୟେଇ ବାଡ଼ୀତେ ପ୍ରବେଶ କରିଲ । ପାର୍ବତୀ ସେ ଇତିମଧ୍ୟେଇ ସମନ୍ତର ବଲିଯା ଦିଯାଇଛେ, ତାହାତେ ତାହାର ଆର କିଛୁମାତ୍ର ସଂଶୟ ଛିଲ ନା । କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ୀ ଆସିଯା ସଥନ ତାହାର ଅହୁମାତ୍ର ଆହୁତା-ସନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲ ନା, ବରଙ୍ଗ ମାରେର କାଛେ ଶୁଣିତେ ପାଇଲ—ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ପାର୍ବତୀକେଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରହାର କରିଯାଇଛେ, ତାଇ ଆର ସେ ପାଠଶାଲାଯ ଧାଇବେ ନା—ତଥନ ଆନନ୍ଦେର ଆତିଶ୍ୟେ ତାହାର ଭାଲ କରିଯା ଆହାର କରା ହେଲ ନା ; କୋନମତେ ନାକେ-ମୁଖେ ଗୁ ଜିଯା ପାର୍ବତୀର କାଛେ ଛୁଟିଯା ଆସିଯା ହାପାଇତେ ହାପାଇତେ ବଲିଲ, ତୁଇ ଆର ପାଠଶାଲେ ଧାବିନେ ।

ନା ।

কি ক'রে হ'ল রে ?

আমি বল্লুম, পণ্ডিতমশাই মেরেচে ।

দেবদাস খ'ব একগাল হাসিয়া, তাহার পিঠ টুকিয়া দিয়া, মত প্রকাশ করিল
যে, তাহার মত বুদ্ধিমতী এ পথিবীতে আর নাই । তাহার পর ধীরে ধীরে সে
পার্বতীর গালের নীল দাগগুলো সংস্কারে পরীক্ষ করিয়া নিঃখাস ফেলিয়া কহিল,
আহা ! ।

পার্বতী একটু হাসিয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি ?

বড় লেগেচে, না রে পাকু ?

পার্বতী বাড় নাড়িয়া বলিল, হঁ ।

আহা, কেন অমন করিস, তাই ত রাগ—তাই ত মারি ।

পার্বতীর চোখে জল আসিল, মনে ভাবিল, জিজ্ঞাসা করে, কি ফরি ?
কিন্তু পারিল না ।

দেবদাস তাহার মাথায় হাত রাখিয়া, বলিল, আর অমন ক'রো না, —
কেমন ?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না ।

দেবদাস আর একবার তাহার পিঠে টুকিয়া দিয়া কহিল, আছা, আব
কখনও তোক আমি মারব না ।

তিনি

দিমের পর দিন ঘায়—এ-চুটি বালক-বালিকার আশোদের সীমা নাই—সমস্ত
দিন ধূবিয়া রোদে রোদে ধূবিয়া বেড়ায়, সঙ্ক্ষ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া মারধর খায়,
আবার সকালবেলায় ছুটিয়া পলাইয়া যায়—আবার তিরঙ্গার-প্রহার ভোগ করে ।
রাত্রে নিশ্চিন্ত নিঝুন্দেগে নিজা যায় ; আবার সকাল হয়, আবার পলাইয়া খেলা
করিয়া বেড়ায় । অন্ত সঙ্গী-সাথী বড় কেহ নাই, প্রয়োজনও হয় না । পাড়াময়
অভ্যাচার উপন্থৰ করিয়া বেড়াইতে দুইজনেই যথেষ্ট । সেদিন শৰ্ষেয়াদয়ের কিছু
পরেই দুইজনে বাঁধে গিয়া নামিয়াছিল । বেলা শ্রীপ্রহরে চক্র বৃক্ষবর্ণ করিয়া,
সমস্ত জল বোলা করিয়া, পনেরটা পুঁটি মাছ ধরিয়া শোগ্যতা অনুসারে ভাগ

করিয়া শইয়ে। বাটা ফিরিয়া আসিল। পার্বতীর অনন্ত কষাকে রৌপ্যমত প্রহার করিয়া ঘরে আবক্ষ করিয়া রাখিলেন। দেবদাসের কথা ঠিক জানি না; কেননা এসব কাহিনী সে কিছুতেই প্রকাশ করে না; তবে পার্বতী যখন ঘরে বসিয়া থেব কান্দিতেছিল, তখন—বেলা দুইটা-আড়াইটাৰ সময়, একবাব আনালার মৈচে আসিয়া অতি মৃদুকষ্টে ডাকিয়াছিল, পাক, ও পাক! পার্বতী বোধ হয় শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু রাগ করিয়া কোন উত্তর দেয় নাই। তাহার পৰ সমস্ত দিনটা সে অদূরবর্তী একটা টাপা গাছে বসিয়া কাঁটাইয়া দিয়াছিল, এবং সক্ষ্যার পৰ বহু পরিশ্রমে ধৰ্মৰাজ তাহাকে নামাইয়া আনিতে পারিয়াছিল।

তবে শুধু সেই দিনটা মাত্র। পার্বতী সকালবেলা হইতে দেবদাসার প্রতীক্ষার উন্মুখ হইয়া রহিল, কিন্তু দেবদাস আসিল না—সে পিতার সহিত নিকটবর্তী গ্রামে নিমজ্জন রাখিতে গিয়াছিল। দেবদাস যখন আসিল না, পার্বতী তখন কৃষ্ণমনে একাকী বাটার বাহির হইয়া পড়িল। কাল বাঁধে নামিবাব সময় দেবদাস তিনটা টাকা পার্বতীকে রাখিতে দিয়াছিল—পাছে হারাইয়া থাম। আঁচলে সে টাকা তিনটে বাঁধা ছিল। সে আঁচল ঘুঁটাইয়া, নিজে ঘূরিয়া বহুক্ষণ এক। কাটাইয়া দিল। সঙ্গী-সাথী কেহ মিলিল না, কেননা তখন সকালবেলায় পাঠশালা বসে। পার্বতী তখন ও-পাড়াগ চলিল। সেখানে মনোরমাদের বাড়ী। মনোরমা পাঠশালে পড়ে, বয়লে কিছু বড়, কিন্তু পাঁকির বক্ষ। অনেকদিন দ্রেখা-কুন্না হয় নাই। আজ সময় পাইয়া পার্বতী ও-পাড়াগ তাহাদের বাটাতে প্রবেশ করিয়া ডাঁকিল, মনে,—বাড়ী আছিস?

মনোরমার পিসীমা বাহিরে আসিলেন।

পাক?

ইয়া—মনো কোথায় পিসীমা?

সে ত পাঠশালায় গেছে—তুমি ধাও নি?

আমি পাঠশালায় ধাই না—দেবদাসও ধাই না।

মনোরমার পিসীমাতা হাসিয়া কহিলেন,—তবে ত ভাল! তুমিও ধাও না, দেবদাসও ধাই না?

না। আমরা কেউ ধাইলে!

সে ভাল কথা; কিন্তু মনো পাঠশালায় গেছে।

গিসীয়া বসিতে বলিলেন, কিন্তু পার্বতী ফিরিয়া আসিল। পরে রসিক
পালের দোকানের কাছে তিনজন বৈকল্পী রসকলি পরিয়া খঙ্গনী হাতে তিক্ষণ
চলিয়াছিল, পার্বতী তাহাদিগকে ডাঁকিয়া বালল, ও বোঝী ! তেমাবা গান
করতে আন ?

একজন ফিরিয়া চাহিল—ঝানি বৈ কি বাছা !

তবে গাও না ।

তখন তিনজনেই ফিরিয়া দাঢ়াইল। একজন কহিল, অমনি কি গান হয়
মা, ভিক্ষে দিতে হয়। চল. তোমাদের বাড়ী গিয়ে গাব।

না, এইখানে গাও না ।

পয়সা দিতে হয় বে মা !

পার্বতী আচল দেখাইয়া কহিল, পয়সা নেই,—টাকা আছে।

আচলে-বাঁধা টাকা দেখিয়া তাহারা দোকান হইতে একটু দূরে গিয়া বাসল।
তাহার পর খঙ্গনী বাজাইয়া তিনজনে গলা মিলাইয়া গান ধরিল। কি গান হইল,
কি তাহার অর্থ—পার্বতী এসব কিছুই বুঝিল না। ইচ্ছা কবিলেও হ্যত
বুঝিতে পারিত না। কিন্তু মনটা তাহার সেই নিমিষে দেবদান্ডার কাছে ছুটিয়া
গিয়াছিল।

গান শেষ করিয়া তাহারা কহিল, কৈ, কি ভিক্ষে দেবে দ্বাও ত মা !

পার্বতী আচলের গ্রন্থি খুলিয়া টা টা তিনটা তাহাদের হাতে দিস।
তিনজনেই অবাক হইয়া তাহাব মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিল।

একজন বলিল, কার টাকা বাছা ?

দেবদান্ডার ।

সে তোমাকে মারবে না ?

পার্বতী একটু ভাবিয়া কহিল, না।

একজন কহিল, বেঁচে থাক মা ।

পার্বতী হাসিয়া কহিল, তোমাদের তিনজনের বেশ ভাগে ঘিলেছে,
না গো ?

তিনজনেই মাথা নাড়িয়া বলিল, তা ঘিলেছে। রাধারাণী তোমার ভাল
কৃতন।—বলিয়া তাহারা আন্তরিক আশীর্বাদ করিয়া গেল, যেন এই দানশীলা
ছোট মেঝেটি শান্তি তোপ না করে। পার্বতী সেদিন সকা঳-সন্ধান বাড়ী

ফিরিয়া আসিল । পরদিন সকালবেলাই দেবদামের সহিত তাহার দেখা হইল । তার হাতে একটা জাটাই ছিল—তবে শুড়ি নাই. সেইটাই কিনিতে হইবে । পার্বতীকে কাছে পাইয়া চুহিল, পার্ব টাকা দে ।

পার্বতীৰ মূখ শুকাইল, বলিল, টাকা নেই ।

কি হ'ল ?

বোষ্ঠমীদের দিয়ে দিয়েছি । তারা গান গেয়েছিল ।

সব । তিনটি টাকা ত ছিল ।

দূর গাধা, সব বুধি দিতে হয় ?

বাঃ ! তারায়ে তিনজন ছিল । তিন টাকা না দিলে তিনজনের কি ভাগে মেঁলে ?

দেবদাস গঙ্গৌর হটয়া বলিল, আমি হ'লে দু-টাকা দিতুম, বলিয়া সে লাটাইয়ের বাট দিয়া মাটিতে আঁচড় কাটিয়া কহিল, তা হ'লে তারা দশ আনা তের গঙ্গা এক কড়া এক ক্রাণ্তি ক'রে ভাগে পেত ।

পার্বতী ভাবিয়া কর্হন তারা কি তোমার মত আঁক কঢ়তে জানে ?

দেবদাস মণকষা পর্যন্ত শিখিয়াছিল, পার্বতীৰ কথাটায় খুশী হইয়া কহিল, তা বটে !

পার্বতী দেবদাসের হাত ধরিয়া ঝলিল. আমি তবেছিলুম তুমি আমাকে মারবে, দেবদা ।

দেবদাস বিশ্বিত হইল—মারব কেন ?

বোষ্ঠমীরা বলেছিল, তুমি আমাকে মারবে ।

কথা শনিয়া দেবদাস মহা খুসী হইয়া পার্বতীৰ কাথের উপর ভর দিয়া কহিল, দূর—না দোষ করিলে কি আমি মারি ?

দেবদাস বোধ হয় মনে করিয়াছিল যে পার্বতীৰ এ কাঞ্জটা তাহার পেনাল-কোডের ভিতরে পড়ে না ; কেননা, তিন টাকা তিনজনে বেশ ভাগ করিয়া দিইতে পারিয়াছে । বিশেষতঃ যে বোষ্ঠমীরা পাঠশালায় মণকষা পর্যন্ত পড়ে নাই, তাহাদিগকে তিন টাকার বদলে দুই টাকা দিলে, তাহাদের অতি ক্ষতকটা অস্যাচার করা হইত । তাহার পর সে পার্বতীৰ হাত ধরিয়া শুড়ি কিনিবার অস্তু হোট বাজারের দিকে চলিল—জাটাইটা সেইখানেই একটা ঝোপের মধ্যে শূকাইয়া রাখিয়া দিল ।

চার

এমনি করিয়া এক বৎসর কাটিল বটে, কিঞ্চ আর কাটিতে চাহে না।
দেবদাসেরঁ জননী বড় গোলযোগ করিতে লাগিলেন। স্থামীকে ডাকিয়া বলিলেন,
মেঝে যে মৃত্য চাষা হয়ে গেল—একটা যা হয় উপায় কর।

তিনি ভাবিয়া বলিলেন, দেবা কলকাতায় থাক। নগেনের বাসায় থেকে
বেশ পড়াশুনা করতে পারবে।

নগেনবাবু সম্পর্কে দেবদাসের মাতুল হইতেন। কথাটা সবাই শনিল।
পার্বতী শনিয়া ভীত হইয়া উঠিল। দেবদাসকে একা পাইয়া তাহার হাত
ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে বলিল দেবদা, তৃষ্ণি বুঝি কলকাতা যাবে ?

কে বললে ?

জ্যাঠামশাই বলেছেন।

দূর—আমি কিছুতে যাব না।

আর যদি জোর ক'রে পাঠিয়ে দেন ?

জোর ?

দেবদাস এই সময় এমন একটা মুখের ভাব করিল, খাহাতে পার্বতী
বেশ বুঝিল যে, কোর করিয়া কোন কাজ তাহাকে দিয়া করাইবার জন্য এ
পৃথিবীতে কেহ নাই। সেওত তাহাই চায়। অতএব, নিরতিশয় আনন্দে
আর একবার তাহার হাত ধরিয়া, আর একবার ঝুলিয়া এ-পাশ ও-পাশ করিয়া
মুখপানে চাহিয়া, হাসিয়া কহিল, দেখো, যেন ষেঁয়ো না দেবদা !

০ কথ্যন না—

এ প্রতিজ্ঞা কিঞ্চ তাহার রহিল না। তাহার পিতা রীতিযত বঁকা-বকা
করিয়া এমনকি তিরঙ্গার ও প্রহার করিয়া ধর্মদাসকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে
কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। যাইবার দিন দেবদাস মনের মধ্যে বড় ক্লেশ
অভ্যন্তর করিল, নৃতন ষানে যাইতেছে বলিয়া তাহার কিছুমাত্র কৌতুহল বা
আনন্দ হইল না। পার্বতী সেদিন তাহাকে একিছুতে ছাড়িতেই চাহে না।
কত কাঁকাকাটি করিল, কিঞ্চ কে তাহার কথা শনিবে ? অথবে জে অভিবানে

କିଛକଣ ଦେବଦାସେର ସହିତ କଥା କହିଲନା ; କିନ୍ତୁ ଶେଷେ ସଥନ ଦେବଦାସ ଡାକିଯା ବଲିଲ, ପାକ୍ଷ, ଆବାର ଶିଗ୍‌ଗରି ଆସବ ; ସମ୍ଭାବିତ ନା ପାଠିଯେ ଦେଇ ତ ପାଲିଯେ ଆସବ ।

ତଥନ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରକୃତିଷ୍ଠା ହଇଯା ନିଜେବ କୃତ୍ରିମ ହନ୍ଦୟେର ଅନେକ କଥା କହିଯା ଗଲାଇଲ । ତାହାର ପର ଦୈତ୍ୟାର ଗାଡ଼ୀ ଚଢ଼ିଯା, ପୋର୍ଟମାର୍ଟୋ ଲଇଯା, ଝନନୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଚକ୍ରର ଜଳେର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁଟି କପାଳେ ଟିପେର ସତ ପରିଯା ଦେବଦାସ ଚଲିଯା ଗେଲ ।

ତଥନ ପାର୍ବତୀର କତ କଟ ହଇଲ ; କତ ଚୋଥେର ଜଳେର ଧାବା ଗାଲ ବାହିଯା ନୌଚେ ପରିତ୍ୱାଳିତ ଲାଗିଲ ; କତ ଅଭିମାନେ ତାହାର ବୁକ ଫାଟିତେ ଲାଗିଲ । ପ୍ରଥମ କଥେକ ଦିନ ତାହାର ଏଇକଟେ କାଟିଲ । ତାହାର ପର ହଠାତ୍ ଏକଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳେ ଉଠିଯା ଦେଖିତେ ପାଇଲ । ସମସ୍ତ ଦିନେର ଜନ୍ମ ତାହାର ହିଂସା କରିବାର ନାହିଁ । ଇତିପୂର୍ବେ ପାଠଶାଳା ଛାଡ଼ିଯା ଅଧି ପ୍ରାତଃକାଳ ହଟିତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରସ୍ତ ଶୁଶ୍ରୁ ଗୋଲମେଲେ, ଭଜୁଗେ କାଟିଯା ଯାଇତ ; କତ କି ସେନ ତାହାର କରିବାର ଆଛେ—ଶୁଦ୍ଧ ସମୟେ କୁଳାଇଯା ଉଠେ ନା । ଏଥନ ଅନେକ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଏତୁକୁ କାଙ୍ଗ ଖୁଁଜିଯା ପାଇ ନା । ସକାଳବେଳୋ ଉଠିଯା କୋନ ଦିନ ଚିଠି ଲିଖିତେ ବସେ । ବେଳା ଦଶଟା ବାଜିଯା ଯାଏ, ଜନନୀ ବିରକ୍ତ ହଇଯା ଉଠେନ ; ପିତାମହୀ ଶୁନିଯା ବଲେନ, ଆହା, ତା ଲିଖୁକ । ସକାଳବେଳୋ ଛୁଟୋଛୁଟି ନା କ'ରେ ଲେଖାପଡ଼ା କରା ଭାଲ ।

ଆବାର ସେଦିନ ଦେବଦାସେର ପତ୍ର ଆଇବେ, ସେଦିନଟି ପାର୍ବତୀର ବଡ ଶୁଖେର ଦିନ । ସିଡ଼ିର ଦ୍ୱାରେ ଚୌକାଟେର ଉପର କାଗଞ୍ଜିଖାନି ହାତେ ଲଇଯା ସାବାଦିନ ତାହାଇ ପରିତ୍ୱାଳିତ ଥାକେ । ଶେଷେ ମାସ-ହୁଇ ଅଭିବାହିତ ହଇଯା ଗେଲ । ପତ୍ର-ଲେଖା କିଂବା ପତ୍ର-ପାଓଯା ଆର ତତ ବନ ଘନ ହୟ ନା, ଉଦ୍ଦ୍ସାହଟୀ ସେନ କିଛୁ କିଛୁ କମିଯା ଆସିଯାଇଛେ ।

ଏକଦିନ ପାର୍ବତୀ ସକାଳବେଳୋଯେ ଜନନୀକେ ବଲିଲ, ମା, ଆମି ଆବାର ପାଠଶାଳାର ସାଥ ।

କେନ ରେ ? ତିନି କିଛୁ ବିଶ୍ଵିତ ହଇଯାଛିଲେନ ।

ପାର୍ବତୀ ଘାଡ଼ ନାଡିଯା ବଲିଲ, ଆମି ନିଶ୍ଚଯ ଯାବ ।

ତା ଯାଏ । ପାଠଶାଳା ଯେତେ ଆମି ଆର କବେ ତୋକେ ମାନା କରେଟି, ମା ।

ମେହେଦିନ ବିପରୀତେ ପାର୍ବତୀ ଦାସୀର ହାତ ଧରିଯା, ସହଦିନ-ପରିଭ୍ୟାକୁ ଝେଟ ଓ ବିଦ୍ୟାର ଖୁଁଜିଯା ବାହିର କରିଯା, ମେହେଦିନ ପୁରାତନ ସ୍ଥାନେ ଗିଯା ଶାସ୍ତ ଧୀର ଭାବେ ଉପବେଶନ କରିଲ ।

ଦାସୀ କହିଲ, ଶୁରୁମଧ୍ୟାହି, ପାକ୍ଷକେ ଆର ମାରଧର କ'ରୋ ନା ; ଆପନାର ଇଚ୍ଛାର

পড়তে এসেছে। যথন তার ইচ্ছা হবে পড়বে, যথন ইচ্ছা হবে না, বাড়ী চলে গবে।

পঙ্কতি মহাশয় মনে মনে কহিলেন, তথাপি। মুখে বলিলেন . তাই হবে।

একবার তাহার এমন ইচ্ছাও হইয়াছিল যে জিজ্ঞাসা করেন, পার্বতীকেও কেন কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল না? কিন্তু সে কথা কহিলেন না। পার্বতী দেখিল, সেইখানেই সেই বেঁকের উপরেই চন্দির-পোড়ো ভূলো বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া প্রথমে একবার হাসি আসিবার মত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই চোখে জল আসিল। তাহার পর তাহাব ভূলোর উপর বড় রাগ হইল। মনে হইল, যেন সেই শুধু দেবদাসকে গৃহচাড়া কবিয়াছে। এমন কবিয়াও অনেক ছিল কাটিয়া গেল।

অনেক দিনের পর দেবদাস বাটি ফিরিয়া আসিল। পার্বতী কাছে ছুটিয়া আসিল—অনেক কথাবার্তা হইল। তাহার বেশী কিছু বলিবাব ছিল না—পাকিলেও বলিতে পারিল না; কিন্তু দেবদাস অনেক কথা কহিল। সমস্তই প্রায় কলিকাতার কথা। তাহার পর, একদিন গৌৱের ছুটি ফুরাইল। দেবদাস আবার কলিকাতায় চলিয়া গেল। এব রঙ কাঙ্গাকাটি হইল বটে, কিন্তু সেবারের মত তাহাতে তেমন গভীরতা রহিল না। এমনি করিয়া চারি গৎসর কাটিয়া গেল। এই কয় বৎসরে দেবদাসের স্বত্বাবের এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, দেখিয়া পার্বতী গোপনে কান্দিয়া অনেকবার চক্ষ মুছিল। ‘ততিপূর্বে’ দেবদাসের ষে-সমস্ত প্রাম্যতা দোষ ছিল, সহরে বাস করিয়া সে-সব আর একেবারেই নাই। এখন তাহার বিনাতী জুতা, ভাস আমা, ভাল কাপড়, ছড়ি, সোনার বড়ি চেন, বোতাম—এ-সব না হইলে বড় লজ্জা করে। গ্রামের নদীতীরে বেড়াইতে আর সাধ যায় না; বরং তাহার পরিবর্তে বন্দুক হাতে শিকারে বাহির হইতেই আনন্দ পায়। কৃত্রি পুঁটিয়াছ ধরার বদলে বড় মাছ খেলাইতেই ইচ্ছা হয়। শুধু কি তাই? সমাজের কথা, রাজনীতির চর্চা, সভা-সমিতি—ক্রিকেট, ফুটবলের আলোচনা। হায় রে! কোথায় সেই পার্বতী, আর তাহাদের সেই তাল-সোনাপুর গ্রাম। বাল্যস্মিন্দিত দুই-একটা স্থানের কথা যে এখন আর মনে পড়ে না, তাহা নয়—কিন্তু নানা কাজের উৎসাহে সে-সকল আর বেশীক্ষণ স্থানে ছান পায় না।

আবার গীঁঘের ছুটি হইল। পূর্ব' বৎসর গীঁআবকাশে দেবদাস বিহেশ
বেড়াইতে গিয়াছিল, বাটী থাক নাই। এব্যার পিতামাতা উভয়েই জিন করিয়া পত্
লিখিয়াছেন, তাই ইচ্ছা ন্যু ধাকিলেও দেবদাস বিছানাপত্র বাঁধিয়া তালসোনাপুর
গ্রামের জন্য হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষেদিন সে বাটী আসিয়া,
সেদিন তাহার শরীর তেমন ভাল ছিল না, তাই বাহির হইতে পারিল না।
পরদিন পার'তীদের বাটাতে আসিয়া ডাকিল, খুড়ীয়া ?

পার'তীর জননী আদুর করিয়া ডাকিলেন, এম বাবা, ব'স।

খুড়ীয়ার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তাব পথ দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল, পার
কোথা, খুড়ীয়া ?

ঞ'বুঁধি ওপরের ঘরে আছে।

দেবদাস উপরে আসিয়া দেখিল, পার'তী সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেছে—ডাকিন,
পাক !

প্রথমে পার'তী চমকিত হইয়া উঠিল, তার পর প্রবাম কবিষা সরিয়া
দাঢ়াইল।

কি হচ্ছে পাক ?

সে-কথা আব বালবাব প্রয়োজন নাই।—তাই পার'তী চূপ করিয়া বাহির।
তাব পথ, দেবদাসের লজ্জা করিতে লাগিল—কহিল, থাই, সক্ষা হয়ে গেল।
শবীবটা ভাল নয়।

দেবদাস চলিয়া গেল।

পাঁচ

পার'তী এই তের বছরে পা দিয়াছে—ঠাকুরমাতা এই কথা বলেন। এই বয়সে
শারীরিক সৌন্দর্য অক্ষমাঙ যেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া কিশোবীব সর্বাঙ
ছাইয়া ফেলে। আগুয়া-সঙ্গে হঠাৎ একদিন চমকিত হইয়া দেখিতে পান যে,
তাহাদের ছেট ঘেঁটি বড় হইয়াছে। তখন পাত্রস্থ কবিবাব জন্য বড় তাড়াতড়া
পড়িয়া থাক। চক্রবর্তী-বাঁটীতে আত্ম কয়েক দিবস হইতেই মেই কথাৰ'
আলোচনা হইতেছে। অনন্ত বড় বিষয় ; কথার কথাৰ আবীকে কনাইয়া

বলেন, তাই ত, পাক্ষকে আর ত রাখা যায় না। তাহারা বড়লোক নহেন, তবে তরসা এই ষে মেঘেটি অতিশয় সূচী। জগতে কৃপের ষদি মর্যাদা গাকে পার্বতীর জ্ঞান ভাবিতে হইবে না। আরও একটা কথা আছে—সেটা এইখানেই বলিয়া রাখি। চক্ৰবৰ্তী-পরিবারে ইতিপূর্বে কল্পার বিবাহে এতুকু চিন্তা কৱিতে হইত না, পুত্ৰের বিবাহে কৱিতে হইত। কল্পার বিবাহে পুণ গ্ৰহণ কৱিতেন এবং পুত্ৰের বিবাহে পুণ দিয়া যেয়ে দৰে আনিতেন। নীলকঠে পিতাও তাহার কল্পার বিবাহে অৰ্থ গ্ৰহণ কৱিয়াছিলেন। কিন্তু নীলকঠ স্বয়ং এ প্ৰথাটাকে বড় সুণা কৱিতেন। তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে, পার্বতীকে বিজয় কৱিয়া অৰ্থ লাভ কৱিবেন। পার্বতীৰ জননী এ-কথা জানিতেন, তাই আমীকে কল্পার জন্ম তাগাদা কৱিতেন। ইতিপূর্বে পার্বতীৰ জননী মনে মনে একটা দুরাশাকে স্থান দিয়াছিলেন,—ভাবিয়াছিলেন, দেবদাসের সহিত ষদি কোন সুত্রে কল্পার বিবাহ ঘটাইতে পারেন। এ আশা যে নিতান্ত অসম্ভব, তাহা মনে হইত না। ভাবিলেন, দেবদাসকে অনুরোধ কৱিলে বোধ হয়, কোন সুরাহা হইতে পারে। তাই বোধহয় নীলকঠের জননী কথায় কথায় দেবদাসেৰ মাতাৰ কাছে কথাটা এইক্ষণে পাড়িয়াছিলেন—আহা বৈমা, দেবদাস আৰ আমাৰ পাক্ষতে কি ভাব। এমনটি কৈ কোথাও ত দেখা যায় না।

দেবদাসেৰ জননী বলিলেন, তা আৰ হৃবে না খুড়ী, দু'জনে ভাট-বোনেৰ মতই ষে একসঙ্গে মাঝুষ হৰে এসেছে।

ই মা হাঁ—তাই ত মনে হয়, ষদি দু'জনেৰ—এই দেখ না কেন বৈমা, দেবদাস যখন কলকাতায় গেল, বাছা তখন সবে আট বছবেৰ—সেই বয়সেই ভেবে ভেবে যেন কাঠ হয়ে গেল। দেবদাসেৰ একখানা চিঠি এলো সেখানা যেন একেবাৱে ওৱ জগমালা হয়ে উঠত। আমৱা সবাই ত তা জানি।

দেবদাসেৰ জননী মনে মনে সমস্ত বুৰিলেন। একটু হাসিলেন। এ হাসিতে বিজ্ঞপ কতুকু প্ৰচল ছিল, জানি না, কিন্তু বেদনা অনেকখানি ছিল। তিনিও সব কথা জানিতেন, পার্বতীকে ভালও বাসিতেন; কিন্তু বেচা-কেনা দৰেৱ মেঘে ষে ! তাৰ ওপৰ আবাৰ দৰেৱ পাশে হুটুৰ ! ছিঃ ছিঃ ! বলিলেন, খুড়ী, কৰ্তাৰ ত একেবাৱে ইচ্ছা নয় এই ছেলেবেলায়, বিশেষ পড়ানুমাৰ সময়ে দেবদাসেৰ বিষে দেন। তাই ত কৰ্তা আবাকে এখনও বলেন, বস্তু ছেলে

দিগ্জিদাসের ছেলেবেলায় বিয়ে দিয়ে কি সর্বনাশটাই করলে। লেখাপড়া একেবাবেই হ'ল না।

পার্বতীর ঠাকুবধা একেবাবে অপ্রত্িত হইয়া পড়িলেন। তবুও কহিলেন, তা ত সব জানি বৌঁঝা, কিন্তু কি জ্ঞান—পাকু ষেটেব বাচ্ছা একটু অমনি বেড়েছে ও বটে, আব বাড়স্ত গড়নও বটে—তাইতে—তাইতে—যদি নাবায়ণের অমত—

দেবদাসের জননী বাধা দিলেন, বলিলেন, না খুড়ী, এ কথা আমি তাকে বলতে পারব না। দেবদাসের এ সময়ে বিয়েব কথা পাড়লে, তিনি কি আমার মুখ দেখবেন !

কথাটা এইখানেই চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না। দেবদাসেব জননী কর্ত্তার খাবাব সময় কথাটা পাড়িয়া বলিলেন, পাকুর ঠাকুমা আজ তার বিয়ের বথা পেডেছিলেন।

কর্ত্তা মুখ তুলিলেন, বলিলেন হঁ। পাকুর বয়স হ'ল বটে, শীত্র বিবাহ দেওয়াই কর্তব্য।

তাইতে ত আজ কথা পেডেছিলেন। বললেন, দেবদাসের সঙ্গে যদি—

শ্বামী কৃ কুঞ্জিত করিলেন,—তুমি কি বললে ?

আমি আব কি বলব ! দু'জনের বড় ভাব, কিন্তু তাই ব'লে কি বেচো-কেনা চক্রবর্তীর ঘরেব মেয়ে আনতে পারি ? তাতে আবার বাড়ীৰ পাশে হুটুৰ—
ছিঃ—ছিঃ !

কর্ত্তা সন্তুষ্ট হইলেন, কহিলেন, ঠিক তাই। কুলেব কি মুখ হাসাব ? এ-সব কথায় কান দিও না।

গৃহিণী শুক হাসি হাসিয়া কহিলেন, না। আমি কান দিইনে, কিন্তু তুম্হিৰ কেন তুলে যেয়ো না।

কর্ত্তা গভীৰ মুখেন্দ্ৰিভাতেৰ গ্রাস-তুলিয়া বলিলেন, তা হ'লে এত বড় জমিঙ্গটি-কোনু কালে উড়ে যেত।

জমিদারী তঁহার চিৰদিন ধাকুক, তাহাও আপত্তি নাই ; কিন্তু পার্বতীৰ হংখেৰ কথাটা বলি। যখন এই প্ৰস্তাৱটা নিতান্ত অগ্ৰাহ হইয়া নীলকঢ়েৰ কানে গেল, তখন নাকি মাকে ডাকিয়া তিৰক্ষাৰ কৰিয়া বলিলেন, মা, কেন এবন কথা বলতে গিয়েছিলে।

ମା ଚଂପ କରିଯା ରହିଲେନ ।

ନୀଳକଟ୍ଟ କହିତେ ଲାଗିଲେନ, ଯେଯେ ଯିଥେ ଦିତେ ଆମାଦେର ପାଯେ ଧରେ ବେଡ଼ାତେ ହୁବେ ନା, ବର୍ଣ୍ଣ ଅନେକେଇ ଆମାର ପାଯେ ଧରବେ । ମେରେ ଆମାର ଦୁଃଖିତ ନୟ । ଦେଖୋ ତୋମାଦେବ ବଲେ ବାଗଲୁ— ଏକ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟେ ଆମି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିର କ'ରେ ଫେଲିବେ । ବିଯେର ଭାବନା କି ?

କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଜନ ପିତା ଏତ୍ତବଡ ଖାଟୀ ବଲିଲେନ, ତାହାର ଯେ ମାଥାଯ ବାଜ ଭାଙ୍ଗିଯା ପଡ଼ିଲ । କୋଟିବେଳା ହିତେ ତାହାର ଏକଟ ଧାରଣ ଛିଲ ଯେ, ଦେବଦାସେର ଉପର ତାହାର ଏକଟୁ ଅଧିକାର ଆଛେ । ଅଧିକାବ କେହ ଯେ ହାତେ ତୁଳିଯା ଦିଯାଛେ, ତା ନୟ । ପ୍ରଥମେ ମେ ନିଜେଓ ଟିକମତ ବୁଝିବେ ପାରେ ନାହିଁ—ଅଜ୍ଞାତମାତ୍ରେ, ଅଶାସ୍ତ ମନ ଦିନେ ଦିନେ ଏହ ଅଧିନାରଟି ଏମନ ନିଃଶବ୍ଦେ ଅର୍ଥ ଏତି ଦୃଢ଼ କରିଯା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଯା ଲଇଯାଛିଲ ଯେ, ବାହିଯେ ଯଦିଓ ଇଥାବ ଏକଟା ବାହୁ ଆକୃତି ତାହାର ଏତଦିନ ଚୋଥେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ ଏହ ହାରାନୋର କଥା ଉଠିତେଇ, ତାହାର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଭରିଯା ଏକଟା ଭୟାନକ ତୁଫାନ ଉଠିତେ ଲାଗିଲ ।

କିନ୍ତୁ ଦେବଦାସେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏହ କଥାନୀ ଟିକଖାଟାନୋ ଯାଇ ନା । ଛେଲେବେଳାୟ ସଥିମେ ପାର୍ବତୀର ଉପର ଦୁଥିଲ ପାଇୟାଛିଲ, ତଥନ ତାହା ମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେଇ ଉପଭୋଗ କବିଯାଛିଲ; କିନ୍ତୁ କଲିକାତାଯ ଗିଯା କର୍ମେ ଉତ୍ସାହେ ଓ ଅଞ୍ଚାନ୍ତ ଆମୋଦ-ଆହ୍ଲାଦେର ମଧ୍ୟେ ପାର୍ବତୀକେ ମେ ଅନେକଟା ଛାଡ଼ିଯାଇ ନିଯାଛିଲ । କିନ୍ତୁ ମେ ଜାନିତ ନା ଯେ, ପାର୍ବତୀ ତାହାର ମେହି ଏକବେର୍ୟ ଗ୍ରାମ-ଜୀବନେର ମଧ୍ୟେ ନିଶିଦ୍ଧିନ ଶୁଦ୍ଧ ତାହାକେଇ ଧ୍ୟାନ କରିଯା ଆସିଯାଛେ । ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନୟ । ମେ ଭାବିତ, ଛେଲେବେଳା ହିତେ ସାହାକେ ନିତାନ୍ତ ଆପନାର ବଜିଯାଇ ଜାନିଯାଛିଲ, ଶ୍ଵାସ-ଅନ୍ତାୟ ସମସ୍ତ ଆବଦାରଇ ଏତଦିନ ଯାହାର ଉପର ଖାଟାଇୟା ଲଇଯାଛେ, ଯୌବନେର ପ୍ରଥମ ଧାପଟିତେ ପା ଦ୍ଵାରାଇ ତାହା ହଇଲେ ଏମନ ଅକ୍ଷାଂଖ ପିଛଲାଇୟା ପଡ଼ିତେ ହଇବେ ନା । କିନ୍ତୁ ତଥନ କେ ଭାବିତ ବିବାହେ କଥା ? କେ ଜାନିତ ମେହି କିଶୋର-ବନ୍ଧନ ବିବାହ ବ୍ୟକ୍ତିତ ଏକାନମତେଇ ଚିରସ୍ଥାୟ କରିଯା ରାଖା ଯାଇ ନା ! ତାଇ, ‘ବିବାହ ହିତେ ପାରେ ନା,’ ଏହ ସଂବାଦଟା ପାର୍ବତୀର ହୃଦୟେ ମଧ୍ୟ ଆଶା-ଆକାଙ୍କ୍ଷା ତାହାର ବୁକେର ତିତର ହିତେ ଯେମ ଛିଡିଯା ଫେଲିବାର ଅନ୍ତ ଟୀନାଟାନି କରିତେ ଲାଗିଲ । କିନ୍ତୁ ଦେବଦାସକେ ସକାଳବେଳାଟାୟ ପଢ଼ାଶୁନା କରିତେ ହୟ, ଦୁଃଖବେଳାୟ ବଡ଼ ଗରମ, ସରେର ବାହିର ହେଉଥା ଯାଇ ନା, ଶୁଦ୍ଧ ବିକେଳବେଳାଟାତେଇ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ ଏକଟୁ ବାହିର ହିତେ ପାରା ଯାଇ । ମେହି ମମୟଟାତେଇ କୋନ ଦିନ ବା ମେ ଆମା-ଜ୍ରୋଡ଼ା ପରିଷ୍କାଳ, ତାର

জুতো পায়ে দিয়া ছড়ি-হাতে ময়দানে বাহির হইত। যাইবার সময় চক্ৰবৰ্ণীদের বাজীৰ পাশ দিয়াই যাইত—পাৰ্বতী টুপৰে জানালা হইতে চক্ৰ মুছিতে তাহা দেখিত। কত কথা মনে পড়িত। মনে পড়িত, দুইজনেই বড় হইয়াছে—দীৰ্ঘ প্ৰবাসেৰ পৰ পৰেৱেৰ মত এখন পৰম্পৰেৰ বড় লজ্জা কৰে। দেবদাস সেদিন অমনি চলিয়া গিয়াছিল; লজ্জা কৰিবেচিল, তাই ভাল কৰিয়া কথাই কহিতে পাবে নাই। এটুকু পাৰ্বতীৰ বুঝিতে বাকি ছিল না।

দেবদাসও প্ৰায় এমনি কৰিয়াই ভাবে, মাঝে মাঝে তাহাৰ সহিত কথা কথিতে, তাহাকে ভাল কৰিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু অমনি মনে হয়, ইহা কি ভাল দেখাইবে?

‘এখানে কলিকাতার সে কোলাহল নাই। আমোদ আহ্লাদ, থিয়েটাৰ, গান-বাজনা নাই, তাই কেবলই তাহাৰ ছেলেবেলাৰ কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, সহি পাৰ্বতী এই পাৰ্বতী হইয়াছে! পাৰ্বতী মনে কৰে, সেই দেবদাস—এখন এই দেবদাসবাৰু হইয়াছে! দেবদাস এখন প্ৰায়ই চক্ৰবৰ্ণীদেৰ বাটাতে যায় না। কৌন দিন যদি বা সন্ধ্যাৰ সময় উঠানে দাঢ়াইয়া ভাকে,—খুড়ীমা, কি হচ্ছে?’

খুড়ীমা বলেন, এস বাবা, ব’স।

দেবদাস অমনি কহে, থাকু খুড়ীমা, একটু ঘুৰে আসি।

তথন পাৰ্বতী কোন দিন বা উপৰে থাকে। কোন দিন বা সামনে পড়িয়া যায়। দেবদাস খুড়ীমাৰ সহিত কথা কহে, পাৰ্বতী ধীৱে ধীৱে সবিয়া যায়। রাত্রে দেবদাসেৰ ঘৰে আলো জলে। গ্ৰীষ্মকালেঁ খোলা জানালা দিয়া পাৰ্বতী সেদিকে বহুক্ষণ হয়ত চাহিয়া থাকে—আৱ কিছুই দেখা যায় না। পাৰ্বতী চিৱদিনই অভিমানী। সে যে ক্লেশ সহ কৰিবেচে, ঘৃণাগ্ৰে এ-কথা কুহ নী। বুঝিতে পারে, পাৰ্বতীৰ ইহা কায়-মন চেষ্টা। আৱ জানাইয়াই বা লাভ কি? সহানুভূতি সহ হইবে না—আৱ তিৰঙ্কাৰ লাঙ্গনা?—তা তাৰ চেষ্টে ত মৰণ-ভাল। মনোৱার গত বৎসৰ বিবাহ হইয়াছে। এখনও সে খন্দৰবাড়ী থায় নাই, তাই মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসে। পূৰ্বে হই সখীতে মিলিয়া মাঝে এই সব কথাৰ্বণ্ণ হইত, এখনও হয়, কিন্তু পাৰ্বতী আৱ যোগ দেয় না:—হয় চুপ কৰিয়া থাকে, না হয় কথা উল্টাইয়া দেয়।

পাৰ্বতীৰ পিতা কাল রাত্রে বাটা ফিৰিয়াছেন। এ কয়দিন তিনি পাত্ৰ হিঁড়

করিতে গিয়াছিলেন। এগন বিবাহের সমস্ত স্থির করিয়া ঘরে আসিয়াছেন। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ত্রোশ দূরে বর্ধমান জেলায় হাতীপোতা আমের জমিদারই পাত্র। তাঁহার অবস্থা ভাল, বয়স চাঞ্চিশের নৌচেই,—গত বৎসর ঝী-বিয়োগ ছিয়াছে, তাই আবার বিবাহ করিবেন। সংবাদটা যে বাটীর সকলেরই চিকিরণে করিয়াছিল তাহা নহে বরং দখের কারণই হইয়াছিল; তবে একটা কথা এই যে, তুবন চৌধুরীর নিকট হইতে সর্বরকমে প্রায় দু'তিন হাজার টাকা ঘরে আসিবে। তাই মেয়েবা চৃপ করিয়া ছিলেন।

একদিন তপুরবেলা দেবদাস আহারে বসিয়াছিল। মা কাছে বসিয়া কহিলেন.
পাক্ষর যে বিয়ে!

দেবদাস মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবে?

এই মাসেই। কাল মেয়ে দেখে গেছে। বর নিষেই এসেছিল।

দেবদাস কিছু বিস্মিত হইল,—কৈ, আমি ত কিছু জানিনে মা!

তুমি আব কি কবে জানবে? বব দোজিবে—বয়স হয়েছে; তবে বেশ টাকাকড়ি নাকি আছে, পাক্ষ স্বর্ণে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে।

দেবদাস মুখ নৈচ করিয়া আহার করিতে লাগিল। তাহার জননী পুনরায় কহিতে লাগিলেন, ওদের ইচ্ছা ছিল এই বাড়ীতে বিয়ে দেয়।

দেবদাস মুখ তুলিল—তারপর?

জননী হাসিলেন—চিঃ, তা কি হয়! একে বেচা-কেনা ছোট ঘর, তাতে আবার ঘরের পাশে বিয়ে—চিঃ—বলিয়া মা ওষ্ঠ কুক্ষিত করিলেন।
দেবদাস তাহা দেখিতে পাইল।

কিছুক্ষণ চৃপ কবিয়া থাকিয়া মা পুনরায় কহিলেন, কর্ত্তাকে আমি বলেছিলাম।

দেবদাস মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কি বললেন?

কি আর বলবেন! এত বড় বংশের মুখ হাসাতে পারবেন না,—তাই আমাকে শুনিয়ে দিলেন।

দেবদাস আব কথা কহিল না।

যেদিন স্বপ্নহৰে মনোরমা ও পার্বতীতে কথোপকথন হইতেছিল। পার্বতীর চোখে জল—মনোরমা বোধ করি এইমাত্র মুছিয়াছে।' মনোরমা কহিল,—তবে উপায় বোন?

পাৰ্বতী চোখ মুছিয়া কহিল, উপায় আৱ কি ? তোমাৰ বৱকে তুমি কি
পছন্দ ক'বে বিয়ে কৰেছিলে ?

আমাৰ কথা আল্পদা। আমাৰ পছন্দ ছিল না, অপছন্দও হয়নি, তাই
আমাৰ কোন কষ্টই ভোগ কৰতে হয় না ; কিন্তু তুমি যে নিজেৰ পায়ে নিজে
কুড়ুল মেৰেছ বোন !

পাৰ্বতী জ্বাৰ দিল না,—ভাবিতে লাগিল।

মনোৰমা কি ভাবিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল পাৰ্বতীৰ বয়স কত ?

কাব বৱটিব ?

তোৰ।

পাৰ্বতী একটু হিসাব কৰিয়া বলিল বোধ হয় উনিশ।

মনোৰমা অতিশয় বিশ্বিত হইল, কহিল, সে কি, এই যে শুলুম
চলিশ !

এবাবে পাৰ্বতীও একটু হাসিল, কহিল ; মনোদদি কত লোকেৰ বয়স
চলিশ থাকে, আমি কি তাৰ হিসাব রাখি ? আমাৰ বৱেৱ বয়স উনিশ-কুড়ি
এই পৰ্যাষ্ঠ জানি।

মুখপানে চাহিয়া জিজামা কৰিল, কি নাম রে ?

পাৰ্বতী আবাৰ হাসিয়া উঠিল—এতদিনে বুঝি তাও জান না !

কি ক'বে জানব !

জান না ? আছছা ব'লে দিই। একটু হাসিয়া একটু গঞ্জীৰ হইয়া পাৰ্বতী
তাহাৰ কানেৰ কাছে মুখ আনিয়া বলিল. জানিসনে—আদেবদাস—

মনোৰমা প্ৰথমে একটু চমকাইয়া উঠিল। পৱে ঠেলিয়া দিয়া বলিল,
আৱ ঠাট্টায় কাজ নেই। নাম কি, এই বেলা বল, আৱ ত বলতে
পাৰিবনে—

এই ত বললুম।

মনোৰমা বাগ কৰিয়া কহিল, যদি দেবদাস নাম—তবে কান্নাকাটি ক'বে
মৱছিম, কেন ?

পাৰ্বতী সহসা মলিন হইয়া গোল। কি ষেন একটু ভাবিয়া বলিল, তা বটে।
আৱ ত কান্নাকাটি কৰব না—

পাৰ্বতী।

কি ?

সব কথা খুলে বল্ না বোন ! আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না ।

পার্বতী কহিল, যা বলবার সবই ত বললুম ।

কিন্তু কিছুই যে বোঝা গেল না বে ।

যাবেও না ।—বলিয়া পার্বতী আব একদিকে মৃখ ফিরাইয়া রহিল ।

মনোরমা, ভাবিল, পার্বতী কথ লুকাইতেছে,—তাহাব মনের কথা কথিবাব
ইচ্ছা নাই । বড অতিমান হইল ; দুঃখিত হইয়া কহিল, পাক, তোৱ যাতে দুঃখ,
আমাৰও ত তাতে তাই বোন । তুই শুধৌ হ, এই ত আমাৰ আন্তরিক
প্রাৰ্থনা । যদি কিছু তোৱ লুকোন কথা ধাকে, আমাকে বলতে না চাস,
বলিস, নে ; কিন্তু এমন ক'বে আমাকে তামাসা করিস, নে ।

পার্বতীও দুঃখিত হইল, কহিল, ঠাট্টা কবিনি দিদি । যতদূৰ নিজে জানি
ততদূৰ তোমাকে বলেছি । আমি জানি আমাৰ স্বামীৰ নাম দেবদাস । বয়স
উনিশ কুড়ি—সেই কথাটি ত তোমাকে বলেছি ।

কিন্তু তোৱ ঠাকুৰমাণ কাছে যে শুনলায় তোৱ আব কোথায় সমষ্ট শিখ
হয়েছে ।

শিখ আব কি । ঠাকুৰমাণ সঙ্গে ত আব বিয়ে হবে না হ'লে আমাৰ নকে
হবে ; আমি ত কৈ গ্ৰ-থব শুনিনি ।

মনোরমা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা এখন বলিতে গেল । পার্বতী তাহাতে
বাধা দিয়া বসিল, ওসব শুনেচি—

তবে ? দেবদাস তোকে—

কি আমাকে ?

মনোরমা হাসি চাপিয়া বলিল তবে স্বয়ম্বৰা বুঝি ? লুকিয়ে লুকিয়ে পাকা
বন্দোবস্ত হয়ে গেছে ?

কাঁচা-পাকা এখনও কিছুই হয়নি ।

মনোরমা ব্যথিত স্বে কথিল তুই কি বলিস, পাক, কিছুই ত বুঝতে
পারিনে ।

পার্বতী কহিল, তা হ'লে দেবদাসকে জিজ্ঞাসা ক'বে তোমায় বুঝিয়ে
দেব

কি জিজ্ঞাসা কৱবে ? সে বিয়ে কৱবে কিনা, তাই ?

পাৰ্বতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ তাই ।

মনোৱমা ভয়ানক আৰ্দ্ধা হটয়া কহিল, বলিস কি পাক ? তই নিজে
এ-কথা জিজ্ঞাসা কৰবি ?

লোৱ কি দিদি ?

মনোৱমা একেবাৰে অবাকু হইয়া গেল—বলিস, কি বে ? মিৰ্জে ?

নিজেই ! নইলে আমাৰ হয়ে আৱ কে জিজ্ঞাসা কৰবে দিদি ?,

লজ্জা কৰবে না ?

লজ্জা কি ? তোমাকে বলতে লজ্জা কৰলুম ?

আমি মেয়েমাটৰ—তোৱ সহি কিছি সে যে পুৰষমাটৰধ. পাক !

এবাৰ পাৰ্বতী হাসিয়া উঠিল; কহিল, তুমি সহি তুমি আপনাৰ—কিছি
তিনি কি পৰ ? যে-কথা তোমাকে বলতে পাবি, সে-কথা কি তাকে বলা
যায় না ?

মনোৱমা অবাকু হইয়া মৃগপানে চাহিয়া বহিল।

পাৰ্বতী হাসিয়ুখে কহিল, মনোদিদি তুই মিছামিছি মাথায় সিঁচুৱ পৱিস,,
কাকে স্বামী বলে, তাই জানিস্নে। তিনি আমাৰ স্বামী না হ'লে, আমাৰ সমস্ত
লজ্জা-সৱন্দেৰ অতীত না হ'লে আমি এমন ক'বে মৱতে বস্তু না। তা
ছাড়া দিদি, মাঝুৰ যখন মৱতে বসে, তখন সে কি ভেবে দেৱে বিষণ্ণ তেতো কি
মিষ্টি। তাৰ কাছে আমাৰ কোনো লজ্জা নেই।

মনোৱমা মৃগপানে চাহিয়া বহিল। কিছুক্ষণ পথে বলিল তাকে কি বলবি ?
বলবি, পায়ে স্থান দাও ?

পাৰ্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক তাই বলব দিদি

আৱ যদি সে স্থান না দেয় ?

এবাৰে পাৰ্বতী বহুক্ষণ চূপ কৰিয়া বহিল। তাহাৰ পৰ কহিল তখনকাৰ
কথা জানিলে দিদি।

বাটা ফিবিবাৰ সময় মনোৱমা ভাবিল, ধৰ্ম সাহস ! ধৰ্ম বুকেৰ পাটা !
আমি যদি মৱেও যাই ত এমন কথা মুখে আনতে পাৱিলে !

কথাটা সত্য। তাই ত পাৰ্বতী বলিয়াছিল, ইহাৰা অনৰ্থক মাথায়।সিঁচুৱ
পথে, হাতে লোয়া দেয় !

ছয়

রাত্রি বোধ হয় একটা বাঞ্জিয়া গিয়াছে। তখনও মান জ্যোৎস্না আকাশের গায়ে লাঁগয়া আছে। পার্বতী বিছানার চাঁদের আপাদ মণ্ডক মুড়ি দিয়া ধীর-পদবিক্ষেপে সিঁড়ি বাহিয়া নাচে নামিয়া আসিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—কেহ জাগিয়া নাই। তাহার পর দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়াগাঁওয়ের পথ, একেবারে স্কুল, একেবারে নিঝর্ন—কাহারও সাক্ষাতের আশঙ্কা ছিল না। সে বিনা বাধায় জমিদার-বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেউড়ির উপর বৃক্ষ দরগয়ান কিষণ সিংহ খাটিয়া বিছাইয়া তখনও তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িতেছিল; পার্বতীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চোখ না ছুলিয়াই কহিল—কে?

পার্বতী বলিল, আমি।

ঘারবানজী কঠস্বরে বুঝিল জীলোক। দাসী যনে করিয়া, সে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, স্বর করিয়া, রামায়ণ পড়িতে লাগিল। পার্বতী চলিয়া গেল, গ্রীষ্মকাল; বাহিরের উঠানের উপর কয়েকজন ভৃত্য শয়ন করিয়াছিল; তাহার মধ্যে কেহ বা নিহিত, কেহ-বা অর্দ্ধ-জাগরিত। তন্মার ঘোরে কেহ-বা পার্বতীকে দেখিতে পাইল, কিন্তু দামী ভাবিয়া কথা কহিল না। পার্বতী নির্বিশেষে ভিতরে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি দিয়, উপরে উঠিয়া গেল। এ বাটীর প্রতি কক্ষ, প্রতি গবাক্ষ তাহার পরিচিত। দেবদাসের ঘর চিনিয়া লইতে তাহার বিশ্ব হইল না। কপাট খেলা ছিল, এবং ভিতরে প্রদৌপ জলিতেছিল। পার্বতী ভিতরে আসিয়া দেখিল, দেবদাস শয্যায় নিহিত। শয়রের কাছে কি একখানা বই তখনও খোলা পড়িয়াছিল—ভাবে বোধ হইল, সে এইমাত্র যেন ঘূমাইয়া পড়িয়াছে। দীপ উজ্জল করিয়া দিয়া সে দেবদাসের পায়ের কাছে আসিয়া নিঃশব্দে, উপবেশন করিল। দেওয়ালের গায়ে বড় বড় ডিউটা শুধু টক টক শব্দ করিতেছে, ইহা ভিন্ন সমস্ত নিষ্ঠক, সমস্ত স্থপ্ত।

পায়ের উপর হাত বাঞ্জিয়া পার্বতী ধীরে ধীরে ডাকিল, দেবদা।

দেবদাস ঘূমের ঘোরে শুনিতে পাইল, কে যেন ডাকিতেছে। চোখ না চাহিয়াই সাড়া দিল, উ—

ও দেবদা—

এবার দেবদাস চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিল। পার্বতীর মুখে আবরণ নাই, ঘরে দীপও উজ্জলভাবে জলিতেছে; সহজেই দেবদাস চিনিতে পারিল। কিন্তু প্রথমে যেন বিশ্বাস হইল না। তাহার পর কহিল, একি। পার্ক না কি ?

হা, আমি।

দেবদাস ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল। বিশ্বের উপর বিশ্ব বাড়ি,— কহিল, এত রাত্রে ?

পার্বতী উক্তর দিল না, মুখ নৌচু করিয়া রাখিল। দেবদাস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত্রে কি একলা। এসেচ না কি ?

পার্বতী বলিল, হা।

দেবদাস উদ্বেগে, আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া কহিল, বল কি ! পথে ভয় করেনি।

পার্বতী যদু হাসিয়া কহিল, ভূতের ভয় আমার তেমন করে না।

ভূতের ভয় না করুক, কিন্তু মাঝের ভয় ত করে ! কেন এসেচ ?

পার্বতী জবাব দিল না; কিন্তু মনে মনে কহিল, এ সময়ে আমার তাও বুঝি নেই।

বাড়ী ঢুকলে কি ক'রে ? কেউ দেখেনি ত ?

দরওয়ান দেখেচে।

দেবদাস চক্ষু বিস্ফারিত করিল, দরওয়ান দেখেচে ? আর কেউ ?

উঠানে চাকরেরা শয়ে আছে—তাদের মধ্যে বোধ হয় কেউ দেখে থাকবে।

দেবদাস বিছানা হিতে লাফাইয়া উঠিয়া ধার কুকু করিয়া দিল। কেউ চিনতে পেরেচে কি ? পার্বতী কিছুমাত্র উৎকষ্ট। অকাশ না করিয়া অত্যন্ত সহজভাবে বালিল, তারা সবাই আমাকে জানে, হ্যত বা কেউ আমাকে চিন থাকবে।

বল কি ? এমন কাজ কেন করলে পার্ক ?

পার্বতী মনে মনে কহিল, তুমি কেমন ক'রে বুঝবে ? কিন্তু কোন কথা কহিল না,—অথোবদনে বসিয়া রাখিল।

এত রাত্রে ! ছি—ছি ! কাল মুখ দেখাবে কেমন ক'রে ?

মুখ নৌচু করিয়াই পার্বতী বলিল, আমার সে সাহস আছে।

কথা জনিয়া দেবদাস রাগ করিল না, কিন্তু নিরাজিশ উৎকষ্টিত হইয়া বলিল,

দেবদাস—৩

ছিঃ—ছিঃ—এখনও কি তুমি ছেলেমারুষ আছ ! এখানে, এভাবে আসতে কি তোমার কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হ'ল না ?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া কহিল, কিছু না !

কাল তোমার লজ্জায় কি মাথা কাটা যাবে না ?

অঞ্চ শুনিয়া পার্বতী তাঁর অথচ কঙ্গ-দৃষ্টিতে দেবদাসের মুখপানে ক্ষণকাল চাহিয়া ধাকিয়া অসঙ্গেচে কহিল, মাথা কাটাই যেতো—যদি না আমি নিষ্ঠ জানতুম, আমার সমস্ত লজ্জা তুমি দেকে দেবে ।

দেবদাস বিশ্বয়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, আমি ! কিন্তু আমিই কি মুখ দেখাতে পারব ?

পার্বতী তেমনি অবিচলিত কঁঠে উচ্চর দিল, তুমি ? কিন্তু তোমার কি দেবতা ?

একটুখানি ঘোন ধাকিয়া পুনরায় কহিল, তুমি পুরুষমারুষ । আজ না হঞ্চ কাল তোমার কলঙ্কের কথা সবাই ভূলবে ; দুদিন পরে কেউ মনে রাখবে না—কবে কোন বাত্রে হতভাগিনী পার্বতী তোমার পায়ের উপর মাথা বাধবার জন্মে সমস্ত তুচ্ছ ক'রে এসেছিল ।

ও কি পাক ?

আর আমি—

মন্ত্রমুঠের মত দেবদাস কহিল, আর তুমি ?

আমার কলঙ্কের কথা বলচ ? না, আমার কলঙ্ক নেই । তোমার কাছে গোপনে এসেছিলাম ব'লে যদি আমার নিন্দে হয়, সে নিন্দে আমার পায়ে লাগবে না ।

ও কি পাক, কান্দচ ?

দেবদাস নদীতে কত অল ! অত অলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না ।

সহসা দেবদাস পার্বতীর হাত দ্রুতানি ধরিয়া ফেলিল—পার্বতী !

পার্বতী দেবদাসের পায়ের উপর মাথা ধাকিয়া অবকলন্তরে বলিয়া উঠিল, এইখানে একটু স্থান দাও, দেবদাস !

তাহার পর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল । দেবদাসের পা বাহিয়া অনেক কোটি অঞ্চ শুণ্ড শয়ার উপর গড়াইয়া পড়িল ।

ବହୁକଣ୍ଠ ପରେ ଦେବଦାସ ପାର୍ବତୀର ମୁଖ ତୁଳିଯା ଧରିଯା ବଲିଲ, ପାର୍କ, ଆମାକେ ଛାଡ଼ା କି ତୋମାର ଉପାୟ ନେଇ ?

ପାର୍ବତୀ କଥା କହିଲ ନା । ତେମନି କରିଯା ପାଯେର ଉପର ମାଥା ପାତିଆ ରହିଲ । ନିଷ୍ଠକ ଘରେର ଘାଁଧେ ଶୁଣୁ ତାହାର ଅଞ୍ଚ—ବ୍ୟାକୁଳ ଘନ ଦୀର୍ଘାସ ତୁଳିଯା ଛୁଟିଆ ଫୁଲିଯା ଫୁଲିଯା ଉଠିତେ ଲାଗିଲ । ଟଂ ଟଂ କରିଯା ସଡିତେ ଦୁଇଟା ବାଜିଆ ଗେଲ । ଦେବଦାସ ଡାକିଲ, ପାର୍କ ?

ପାର୍ବତୀ କନ୍ଦକଟେ ବଲିଲ, କି ?

ବାପ-ମାୟେର ଏକେବାରେ ଅମତ, ତା ଶୁଣେଚ ?

ପାର୍ବତୀ ମାଥା ନାଢିଆ ଜ୍ଵାବ ଦିଲ ଯେ ସେ ଶମିଯାଛେ । ତାହାର ପର ଦୁଇଙ୍ଗନେଇ ଚୂପ କରିଯା ରହିଲ । ବହୁକଣ୍ଠ ଅତିରାହିତ ହଇବାର ପର ଦେବଦାସ ଦୀର୍ଘାସ ଫେଲିଯା କହିଲ, ତବେ ଆର କେନ ?

ଅଲେ ଡୁବିଯା ମାହୁସ ଯେନ କରିଯା ଅନ୍ଧଭାବେ ମାଟି ଚାପିଯା ଧରେ, ସେଟା କିଛିତେଇ ଛାଡ଼ିତେ ଚାହେ ନା ଠିକ ତେମନି କରିଯା ପାର୍ବତୀ ଅଞ୍ଜାନେର ମତ ଦେବଦାସେର ପା-ଦୁଟି ଚାପିଯା ଧରିଯା ଗାପିଲ । ମୁଖପାନେ ଚାହିଯା କହିଲ, ଆମି କିଛୁଇ ଜାନତେ ଚାହିଲେ, ଦେବଦାସ !

ପାର୍କ, ବାପ-ମାୟେର ଅବାଧ୍ୟ ହବେ ?

ଦୋଷ କି ? ହେ ।

ତୁମି ତା'ହଲେ କୋଥାର ଧାକବେ ?

ପାର୍ବତୀ କୌଣ୍ଡିଆ ବଲିଲ, ତୋମାର ପାଯେ—

ଆବାର ଦୁଇଙ୍ଗନେ ଶୁଣୁ ହଇଯା ରହିଲ । ସଡିତେ ଚାରିଟା ବାଜିଆ ଗେଲ । ଶ୍ରୀଶକାଳେର ଗ୍ରାହି, ଆର ଅନ୍ଧକଣେଇ ପ୍ରଭାତ ହଇବେ ଦେଖିଯା ଦେବଦାସ ପାର୍ବତୀର ହାତ ଧରିଯା କହିଲ, ଚଲ, ତୋମାକେ ବାଡ଼ି ରେଖେ ଆସି—

ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଯାବେ ?

କତି କି ? ସହି ଦୂର୍ନାୟ ରଟେ, ହୃଦତ କତକଟା ଉପାୟ ହ'ତେ ପାରବେ—

ତବେ ଚଲ ।

ଉଭୟେ ନିଃଶ୍ଵର-ପଦକ୍ଷେପେ ବାହିର ହଇଯା ଗେଲ ।

ସାତ

ପରଦିନ ଶିତାର ସହିତ ଦେବଦାସେର ଅନ୍ଧକଣେର ଅନ୍ତ କଥାବାତ୍ରୀ । ହଇଲ

পিতা কহিলেন, তুমি চিরদিন আমাকে জালাতন করিয়াছ, যতদিন বাচিব,
ততদিন জালাতন হইতে দইবে। তোমার মুখে এ-কথায় আশ্র্য হইবার
কিছু নাই।

দেবদাস নিঃশব্দে অধোবদনে বসিয়া রহিল।

পিতা কহিলেন, আমি ইহার ভিতর নাই। যা হয়, তুমি ও তোমার জননী
মিলিয়া কর।

দেবদাসের জননী এ-কথা শুনিয়া কাদিয়া কহিলেন, বাবা, এতও আমার
অনুষ্ঠে ছিল।

সেইদিন দেবদাস তোড়জোড় বাধিয়া কলকাতায় চলিয়া গেল।

পার্বতী এ-কথা শুনিয়া কঠোর-মুখে আরও কঠিন হাসিয়া চুপ করিয়া
বহিল। গত বাত্রের কথা কেহই জানে না, সেও কাহাকে কহিল না।
তবে মনোবয়া আসিয়া ধরিয়া বসিল—পাক, শুনলাম দেবদাস চ'লে
গেছে।

ইঝা।

তবে তোব কি উপায় করেছে?

উপায়েব কথা সে নিজেই জানে না, অপবকে কি বলিবে? আজ কর্যদিন
হইতে সে নিরস্তব ইহাই ভাবিতেছিল, কিন্তু কোনক্ষমেই স্থির করিতে
পারিতেছিল না যে, তাহার আশা কতখানি এবং নিরাশা কতখানি। তবে
একটা কথা এই যে, মাঝে এমনি দৃঃসংযোগের মাঝে আশা-নিরাশার কুল-কিনারা
যখন দেখিতে পায় না, তখন দুর্বল মন বড় ভয়ে আশার দিকটাই চাপিয়া
ধরিয়া থাকে। যেটা হইলে তাহার মঙ্গল, সেইটাই আশা করে। ইচ্ছার বা
অনিচ্ছায় সেই দিক পানেই নিতান্ত উৎস্থক নয়নে চাহিয়া দেখিতে চাহে।
পার্বতীর এই অবস্থায় সে কতকটা জোর করিয়া আশা করিতেছিল যে, কাল
বাত্রের কথাটা নিশ্চয় বিফল হইবে না। বিফল হইলে তাহার দশা কি হইবে,
এটা তাহার চিন্তার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল। তাই সে ভাবিতেছিল, দেবদা
আবার আসিবে, আবার আমাকে ডাকিয়া বলিবে, পাক, তোমাকে আমি সাধ
থাকিতে পরের হাতে দিতে পারিব না।

'কিন্তু দিন দুই পরে পার্বতী এইক্ষণ পত্র পাইল—

"পার্বতী, আজ দুই দিন হইতে তোমার কথাই ভাবিয়াছি। পিতামাতার

ইচ্ছা নহে যে, আমাদের বিবাহ হয়। তোমাকে স্থৰী করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে এত বড় আধাত দিতে হইবে যাহাৰ আমাৰ দ্বাৰা অসাধাৰ। তা ছাড়া, তাঁহাদেৱ বিকল্পে এ কাজ কৰিবই বা কেমন কৰিয়া? তোমাকে আৱ যে কখন পত্ৰ লিখিব, আপাততঃ এমন কথা ভাবিতেছি না। তুই এই পত্ৰেই সমস্ত খুলিয়া লিখিতেছি। তোমাদেৱ ঘৰ নীচু। বেচা-কেনা ঘৰেৱ মেঘে—মা কোনোমতেই ঘৰে আনিবেন না এবং ঘৰেৱ পাশে কুটুম্ব, ইহাওঁ তাঁহাদি ঘতে নিতাঞ্চ কদৰ্য। বাবাৰ কথা—সে ত তুমি সমস্তই জ'ন। সে রাত্ৰেৰ কথা মনে ক'বিয়া বড় ক্লেশ পাইতেছি। কাৰণ, তোমাৰ ঘত অভিগানিনী মেঘে ক'ত বড় ব্যথায় যে সে সব কাজ কৰিয়াছিল সে আগি জানি।

আৱ এক কথা—তোমাকে আগি যে ১ড় ভালবাসিতাৰ, তাহা আমাৰ কোনদিন মনে হয় নাই; আজিও তোমাৰ জগ্য আমাৰ অশ্বেব মধো নিবত্তিশ্য ক্লেশ বোধ কৰিতেছি না। শুধু এই আমাৰ বড় দৃঃখ যে তুমি আমাৰ জগ্য কষ্ট পাইবে। চেষ্টা কৰিয়া আমাকে ভুলিও এবং আন্তৱিক আশীৰ্বাদ কৰি তুমি সফল হও।

—দেবদাস “

পত্ৰখননা যতক্ষণ দেবদাস ডাকঘৰে নিষ্কেপ কৰে নাই, ততক্ষণ এক কথা ভাবিয়াছিল, কিন্তু রঞ্জনা কৰিবাৰ প্ৰয়ুত্ত' হইতেই অ্য কথা ভাবিতে লাগিল, হাতেৰ তিল ছুঁড়িয়া দিয়া সে এক দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া বহিল! একটা অনিদিষ্ট শঙ্কা তাহাৰ মনেৰ মাঝে তমে তমে জড় হইতেছিল, সে ভাবিতেছিল, এ চিন্টা তাহাৰ মাধ্যম কি ভাবে পঞ্চিবে। খৰ লাগিবে কি? বাঁচিবে ত নু সে— বাত্ৰে পায়েৱ উপৰ মাথা রাখিয়া সে কেমন কৰিয়া কান্দিয়াছিল, পোষ্টাফিস হইতে বাসায় ফিরিবাৰ পথে প্রতি পদক্ষেপে দেবদাসেৰ ইথাই মনে পড়িতেছিল। ক'ষ্টটা ভাব হইল কি? এবং সকলেৰ উপৰ দেবদাস এই ভাবিতেছিল যে, পাৰ্বতীৰ নিজেৰ ঘথন কোন দোষ নাই তখন কেন পিতা-মাতা নিষেধ কৰেন? বয়স বৃক্ষ সত্তিই, এবং কলিকাতায় থাকিয়া সে এই কথাটা বুঝিতে পাৰিতেছিল যে, শুধু লোক-দেখানো কুণ্ঠৰ্য্যাদা এবং একটা হীন খেয়ালেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰিয়া নিৱৰ্ধক একটা প্ৰাণনাশ কৰিতে নাই। যদি পাৰ্বতী না বাঁচিতে চাহে, যদি

সে নদীর জলে অন্তরের জাল। জুড়াইতে ছুটিয়া যায় তাহা হইলে বিশ্পিতার চরণে
কি একটা মহাপাতকের দাগ পড়িবে না ?

বাকায় আসিয়া দেবদাস আপনার ঘবে শুইয়া পড়িল। আজকাল সে একটা
মেমে থাকে ! মাতৃলের আশ্রয় সে অনেকদিন ছাড়িয়া দিয়াছে—সেখানে
তাহার কিছুতেই শুবিধা হইত না। যে ঘবে দেবদাস থাকে, তাহারই পাশের
ঘরে, চুণিলাল বলিয়া একজন শুক আজ নয় বৎসর হইতে বাস করিয়া
আসিতেছেন। তাহার এই দীর্ঘ কলিকাতা-বাস বি, এ, পাশ করিবার অন্ত
অর্তবাহিত হইয়াছে—আজও সফলকাম হইতে পারেন নাই বলিয়া এখনো
এইখানেই তাহাকে থাকিতে হইয়াছে, চুণিলালও তাহার নিত্যকল্প' সান্ধ্য-ভূমধ্যে
বাহির হইয়াছেন, তোর নাগাদই বাড়ী ফিরিবেন। বাসায় আর কেহ এখনও
আসেন নাই। যি আলো জালিয়া দিয়া গেল, দেবদাস ঘার ঝুক করিয়া শুইয়া
পড়ি।

তাহার পর একে একে সকলে ফিরিয়া আসিল। খাইবার সময় দেবদাসকে
ডাকাডাকি করিল, কিন্তু সে উঠিল না। চুণিলাল কোনদিন রাত্রে বাসায় আসে
না, আপ্তিও আসে নাই।

তখন রাতি একটা বাজিয়া গিয়াছে, বাসায় দেবদাস ব্যতীত কেহই
চাগিয়া নাই। চুণিলাল গৃহে প্রত্যাবর্তন ফরিয়া দেবদাসের ঘরের সম্মুখে
দাঢ়াইয়া দেখিল, ঘার ঝুক, কিন্তু আলো জলিতেছে; ডাকিল, দেবদাস কি
জেগে আছ না কি হে ?

দেবদাস তেতুর হইতে কহিল, আছি। তুমি এর মধ্যে ফিরলে যে ?

চুণিলাল ঈষৎ হাসিয়া কহিল, হা, শরীরটা আজ ভাল নেই—বলিয়া চলিয়া
গেল! কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, দেবদাস, একবার ঘার খুলতে
পার ?

পারি। কেন ?

তামাকের জোগাড় আছে ?

আছে। বলিয়া দেবদাস ঘার খুলিয়া দিল। চুণিলাল তামাক সাজিতে বসিয়া
বহিল, দেবদাস, এখনো জেগে কেন ?

রোজ-রোজই কি ঘূর হস্ত ?

হস্ত না ?

চূণিলাল যেন একটু বিজ্ঞপ করিয়া কহিল, আমি ভাবত্তম, তোমাদের শত
চাল ছেলেবা কখনো দুপুর রাত্রের মৰ্ব দেখেনি—আমার আজ একটা নৃত্য শিক্ষা
হ'ল। দেবদাস কথা কহিল না! চূণিলাল আপনার মনে ত'মাক খাইতে
খাইতে কহিল, দেবদাস, তুমি বাড়ী থেকে ফিরে এসে পর্যাপ্ত যেনো ভাল নেই।
তোমার মনে যেন কি ক্লেশ আছে।

দেবদাস অগ্রমনস্ক হইয়াছিল। জবাব দিল না।

মনটা ভাল নেই, না হে?

দেবদাস হঠাৎ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। বাগ্রভাবে তাহার মুখ্যানে
চাটিয়া বলিল, আচ্ছা, চূণিলাবু, তোমার মনে কি কোন ক্লেশ নাই?

চূণিলাল হাসিয়া উঠিল—কিছু না—

কগনও এ জীবনে ক্লেশ পাওনি?

এ—কথা কেন?

আমার শুনতে বড় সাধ হয়।

তা হ'লে আর একদিন শুনো।

দেবদাস বলিল, আচ্ছা চূণি, তুমি সারাদিন কোথায় থাক?

চূণিলাল শুন হাসিয়া কহিল তা কি তুমি জান না?

জানি. কিন্তু ঠিক জানিনে?

চূণিলালের মৃগ উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এসব আলোচনার মধ্যে আর
কিছু না থাক, একটা চক্ষুজ্জ্বাল যে আছে, দীর্ঘ অভ্যাসের মৌখে সে তাহাও
বিস্মিত হইয়াছিল। কোতুক করিয়া চক্ষু মুদিয়া বলিল, দেবদাস, ভাল ক'রে
জানতে হ'লে কিন্তু ঠিক আমার মত হওয়া চাই। কাল আমার সঙ্গে যাবে?

দেবদাস একবার ভাবিয়া দেখিল। তাহার পর কহিল, শুনি, সেখানে কৰ্ম
নাকি আমোদও পাওয়া যাব। কোন কষ্ট মনে থাকে না; একি সত্তি?

একেবারে ধাঁচি সত্তি?

তা যদি হয়, আমাকে নিয়ে যেয়ো—আমি যাবো।

পরদিন সকার প্রাক্তলে চূণিলাল দেবদাসের বাবে আসিয়া দেখিল, সে বাজ-
ভাবে জিনিসপত্র বাধিয়া শুহাইয়া সাজাইয়া লইতেছে। বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাপা
করিল, কি হে, যাবে না?

দেবদাস কোনিকে না চাহিয়া কহিল, হা, যাবো বই কি।

তবে এসব কি করচ ?

মাবাৰ উঠোগ কৱচি। চুণিলাল ঈষৎ হাসিয়া ভাবিল, মন্ত উঠোগ নৰ ;
কহিল, বৰুৱাড়ী কি সব সেখানে নিয়ে'ধাৰে নাকি হে ?

তবে কাৰ কাছে রেখে ধাৰ ?

চুণিলাল বুঝিতে পাৱিল না। কহিল, জিনিষপত্ৰ আমি কাৰ কাছে গেপে
ধাই ? সব ত বাসায় পড়ে থাকে।

'দেবদাস যেন হঠাৎ সচেতন হইয়া চোখ তুলিয়া লজ্জিত হইয়া কহিল. চুণিলাল
আঞ্জ আমি বাড়ী ঘাস্তি !

সে কি হে ? কৰে আসবে ?

দেবদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি আৰ আসবে' না।

বিশ্঵ে চুণিলাল তাৰ মুখ্পানে চাহিয়া রহিল। দেবদাস কাহতে লাগল
—এই টাকা নাও; আমাৰ যা কিছু ধাৰ আছে, এই থেকে শোধ ক'ৰে দিব;
যদি কিছু বাচে, বাসাৰ দাসী-চাকৰকে বিবিধে দিয়ো। আমি আৰ ক'নে,
কলিকাতায় ক্রিব না।

মনে মনে বলিতে লাগিল, কলিকাতায় এসে আমাৰ অনেক গেছে।

আজ ঘোবনেৱ কুয়াসাচ্ছবি আধাৰ ভেদ কৱিয়া তাৰ চোখে পডিতেছে—
সেই দৃষ্টিক্ষম দৃষ্টিনীতি কিশোৱ বয়সেৱ সেই অ্যাচিত পদ্মদলিত বন্ধু আজ
কলিকাতাৰ তুলনাতেও যেন অনেক বড়, অমেৰ দামী। চুণিলালেৰ মুখ্পানে
চাহিয়া বলিল, চুণি। শিক্ষা, বিষ্ণা, বৃক্ষ, জ্ঞান, উন্নতি—যা কিছু সব স্মৰণে
অস্ত। যেমন ক'ৰেই দেখ না কেন, নিজেৰ স্মৰণ বাড়ানো ছাড়া এসকল আৰ
কিছুই নয়।

চুণিলাল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, তবে তুমি কি আৰ লেখাপড়া কৰবে
না, দা কি ?

না। আগে যদি জ্ঞানতাম, এতখনিৰ বদলে আমাৰ এইটুকু লেখাপড়া হ'বে
তা হ'লে আমি জন্মে কথনো কলিকাতাৰ মুখ দেখতাম না।'

তোমাৰ হয়েছে কি ?

দেবদাস ভাবিতে বসিল, কিছুক্ষণ পৰে কহিল, আবাৰ যদি কখন দেখা হয়,
মূৰ কথা বলব।

ব্রাহ্মি তখন প্রায় নয়টা বাজিয়াছে। বাসাৰ সকলে এবং চুণিলাল নিৱাসিশঙ্ক,

ବିଶ୍ଵିତ ହିଁଯା ଦେଖିଲ, ଦେବଦାସ ବାଡ଼ିତେ ମମ୍ପ ଜ୍ଵୟାଦି ବୋକାଇ କରିଯାଇ ଚିରଦିନେର ମତ ବାସା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ବାଟି ଚଲିଯା ଗେଲ । ମେ ଚଲିଯା ଗେଲେ ଚୁଣିଲାଳ ରାଗ କରିଯା ବାସାର ଅପର ସକଳକେ ବଲିତେ ଲାଞ୍ଛିଲ ସେ, ଏଇରକମ ଭିଜେ ବେଡାଳ-ଗୋଛ ଲୋକଙ୍ଗଲୋକେ ଆଦିତେ ଚିନିତେ ପାରା ଯାଏ ନା ।

ଆଟ

ମତକ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଦେବ ସଭାବ ଏଟ ସେ, ତାହାର ଚକ୍ର ନିମେଷେ କୋନ ଜ୍ବୋର ଦୋୟଗୁଣ ମମଙ୍କେ ମତାହତ ପ୍ରକାଶ କରେ ନା—ମୟଟୁକୁବ ବିଚାର ନା କରିଯା ମୟ-ଟୁକୁବ ଧାରଣା କରିଯା ଲୟ ନା ; ଦୁଟୋ ଦିକ ଦେଖିଯା ଚାବିଦିକେର କଥା କହେ ନାଁ । କିନ୍ତୁ ଆର ଏକ କମେରର ଲୋକ ଆଛେ ଯାହାରା ଟିକ ଇହାବ ଉଠୋ ! କୋନ ଜିନିଃ ବୈଶିକ୍ଷଣ ଧରିଯା ଚିତ୍ତା କରାବ ଧୈର୍ୟ ଇହାଦେରନାଇ । କୋନ କିଛି ହାତେ ପଦିବାମାତ୍ର ସ୍ଥିର କରିଯା ଫେଲେ—ଇହ ଭାଲ କିଂବା ମନ୍ଦ, ତଳାଇୟା ଦେଖିବାର ପରିଶ୍ରମଟୁକୁ ଇହାରା ବିଶ୍ଵାସେର ଜୋରେ ଚାଲାଇୟା ଲୟ । ଏ ସକଳ ଲୋକ ସେ ଜଗତେର କାଙ୍ଗ କରିତେ ପାରେ ନା, ତାହା ନହେ, ସରଙ୍ଗ ଅନେକ ମୟ ବୈଶୀ କାଙ୍ଗ କରେ । ଅନ୍ତରେ ସ୍ଵପ୍ନମନ୍ଦିର ହିଲେ ଇହାଦିଗଙ୍କେ ଉତ୍ତରିତର ମରୋଚ ଶିଥରେ ଦେଖିତେ ପାଓୟା ଯାଏ । ଆବ ନା ହିଲେ, ଅବନତିର ଗଭୀରେ କନ୍ଦରେ ଚିରଦିନେର ଜୟ ଶୁଇୟା ପଡେ ; ଆର ଉଠିତେ ପାରେ ନା, ଆର ବସିତେ ପାରେ ନା, ଆଲୋକେର ପାନେ ଚାହିୟା ଦେଖେ ନା, ନିଶ୍ଚତ୍ର, ମୃତ, ଜଡ-ପିଣ୍ଡେର ମତ ପଦିଯା ଧାକେ । ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ମାହୁସ ଦେବଦାସ ।

ପରଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳେ ମେ ବାଡ଼ୀ ଆସିଯା ଉପସ୍ଥିତ ହଇଲ । ମା ଆଶର୍ଦ୍ୟ ହଟ୍ଟୀଙ୍କ କହିଲେନ, ଦେବ, କଲେଜେର କି ଆବାର ଛୁଟି ହ'ଲ ?

ଦେବଦାସ ‘ହି’ ବଲିଯା ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ତାଯ ଚଲିଯା ଗେଲ । ପିତାର ପ୍ରଶ୍ନେ ମେ ଏମନି କି-ଏକଟା ଜ୍ଵାବ ଦିଯା ପାଶ କାଟିଯା ସରିଯା ଗେଲ । ତିନି ଭାଲ ବୁଝିତେ ନା ପାରିଯା ଗୃହିଣୀକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେନ । ତିନି ବୁଝି ଥାଟାଇୟା କହିଲେନ, ଗରମ ଏଥେନୋ କମେନି ବଂଲେ ଆବାର ଛୁଟି ହେଯେଛେ ।

ଦିନ ଦୁଇ ଦେବଦାସ ଛଟକ୍ଷଟ କରିଯା ବେଡାଇଲ । କେନନା, ଯାହା ଦେଖିବାର କାମନା, ତାହା ହିତେଛେ ନା—ପାର୍ବତୀର ମହିତ ନିର୍ଜନେ ମୋଟେଇ ମାଙ୍କାଂ ହଇଲ ନା । ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ପାର୍ବତୀର ଜନନୀ ଦେବଦାସକେ ଶୁମୁଖେ ପାଇୟା ବଲିଲେନ, ସଦି ଏମେଛିସ ବାଛା ତା ପାର୍କର ବିଷେ ପର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟ ଥେକେ ଥା ।

ଦେବଦାସ କହିଲ, ଆଜ୍ଞା ।

ଦୁଃଖ ବେଳା ଆହାରାଦି ଶେଷ ହଇବାର ପର ପାର୍ବତୀ ନିତ୍ୟ ବୀଧେ ଜନ ଆନିତେ ଯାଇଛନ୍ତ । କଙ୍କେ ପିତ୍ତଜ-କଳ୍ପୀ ଲଇୟା ଆଜିଓ ସେ ସାଟେର ଉପର ଆସିଯା ଦ୍ଵାରାଇଲ ; ଦେଖିତେ, ପାଟିଲ ଅଦୂବେ ଏକଟା ଚନ୍ଦଗାଚେର ଆଡାଲେ ଦେବଦାସ ଜଲେ ଛିପ ଫେଲିଯା ବସିଯା ଆଚେ । ଏକବାର ତାହାର ମନେ ହଇଲ, ଫିରିଯା ଯାଯା ; ଏକବାର ମନେ ହଇଲ, ନିଃଶ୍ଵରେ ହଇଲ ଲଟିଯା ପ୍ରଶ୍ନା କବେ ;—କିନ୍ତୁ ତାଡାତାଡି କୋନ କାଜଟାଇ ସେ କରିବେ ପାରିଲ ନା । କଳ୍ପୀଟା ସାଟେର ଉପର ବାଖିତେ ଗିଯା ବୋଧ ହୁଏ ଏକଟୁ ଶକ ହେୟାଯ ଦେବଦାସ ଚାହିୟା ଦେଖିଲ । ତାହାର ପର ହାତ ନାଡ଼ିଯା ଡାକିଯା କହିଲ, ପାକ, ଶୁଣେ ଯାଓ ।

ପାର୍ବତୀ ଧୀବେ ଧୀରେ କାଚେ ଗିଯା ଦ୍ଵାରାଇଲ । ଦେବଦାସ ଏକଟିବାର ଯାତ୍ର ମୁଗ୍ଧ ତୁଳିଲ, ତାହାର ପର ବହୁକଳ ଧରିଯା ଶୃଘନ୍ତିତେ ଜଲେର ପାନେ ଚାହିୟା ରହିଲ । ପାର୍ବତୀ କହିଲ, ଦେବଦାସ ଆମାକେ କିଛୁ ବଲବେ ?

ଦେବଦାସ କୋନୋଦିକେ ନା ଚାହିୟା କହିଲ, ଛ—ବସୋ । ପାର୍ବତୀ ବସିଲ ନା, ଆନତମୁଖେ ଦ୍ଵାରାଇନା ରହିଲ ; କିନ୍ତୁ କିଛୁକଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଥନ କୋନ କଥାଇ ହଇଲ ନା । ତଥନ ପାର୍ବତୀ ଏକ-ପା ଏକ-ପା କବିଯା ଧୀବେ ଧୀରେ ସାଟେର ଦିକେ ଫିରିଯା ଚଲିତେ ଲାଗିଲ । ଦେବଦାସ ଏକବାବ ମୁଖ ତୁଳିଯା ଚାହିଲ, ତାହାର ପର ପୁନରାୟ ଜଲେର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯା କହିଲ, ଶୋନ ।

ପାର୍ବତୀ ଫିରିଯା ଆସିଲ ; କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦେବଦାସ ଆର କୋନ କଥା କହିତେ ପାରିଲ ନା ଦେଖିଯା ମେ ଆବାର ଫିରିଯା ଗେଲ । ଦେବଦାସ ନିଷ୍ଠକ ହଇୟା ବସିଯା ରହିଲ । ଅଲ୍ଲକ୍ଷଣ ପରେ ମେ ଫିରିଯା ଦେଖିଲ, ପାର୍ବତୀ ଜନ ଲଇୟା ପ୍ରଶ୍ନାମେର ଉତ୍ୱୋଗ କରିତେଛେ । ତଥନ ମେ ଛିପ ଗୁଡ଼ାଇସା ସାଟେର ନିକଟେ ଆସିଯା ଦ୍ଵାରାଇଲ ; କହିଲ, ଆମି ଏମେଚି । ପାର୍ବତୀ ବ୍ରଡାଟା ଶୁଣୁ ନାମାଇୟା ରାଖିଲ, କଥା କହିଲ ନା ।

ଆମି ଏମେଚି, ପାକ !

ପାର୍ବତୀ କିଛୁକଣ କଥା ନା କହିଯା ଶେଷେ ଅଭି ମୃଦୁତରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ,
କେନ୍ତା ?

ତୁମି ଲିଖେଛିଲେ, ମନେ ନେଇ ?

ନା ।

ମେ କି ପାକ ! ମେ ରାତ୍ରେର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ନା ?

তা পড়ে। কিন্তু সে কথায় আর কাঞ্জ কি ?

তাহার কঠিন্য স্থির, কিন্তু অতি ক্লফ। কিন্তু দেবদাস তাহার মর্য বুঝিল না, কহিল, আমাকে মাপ কর পাক। আমি তখন অত বুঝিনি !

চূপ কর। ও-সব কথা আমার শুনতেও ভাল লাগে না।

আমি যেমন করে পারি, মা-বাপের মত করাব। শুধু তুমি—

পার্বতী দেবদাসের মৃত্যুপানে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, তোমার মা-বাপ আছেন, আমার নেই ? তাঁদের মতামতের প্রয়োজন নেই ?

দেবদাস লজ্জিত হইয়া কহিল, তা আছে বৈ কি পাক, কিন্তু তাঁদের ত অমত নেই,—তুমি শুধু—

কি ক'রে জানলে তাঁদের অমত নেই ? সম্পূর্ণ অমত।

দেবদাস হাসিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া কহিল, না গো, তাঁদের একটুও অমত নেই—সে আমি বেশ জানি। শুধু তুমি—

পার্বতী কথার মাঝখানেই তীব্র কষ্টে বলিয়া উঠিল, শুধু আমি ! তোমার সঙ্গে ? ছিঃ—।

চক্ষের পলকে দেবদাসের দৃষ্টি চক্ষ আগুণের মত জলিয়া উঠিল। কঠিন কষ্টে কহিল পুরুষ ! আমাকে কি ভুলে গেল ?

প্রথমটা পার্বতী ধূতমত থাইল। কিন্তু পরক্ষণেই আন্তস্বরূপ করিয়া লইয়া ‘ঠ-কঠিন স্বরে জবাব দিল, না, ভুলব কেন ? ছেলেবেলা থেকে তোমাকে দেখে আসচি,—জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত ভয় ক'রে আসচি—তুমি কি তাই আমাকে ভয় দেখাতে এসেচ ? কিন্তু আমাকেই কি তুমি চেন না ? বলিয়া নির্ভীক দৃষ্টি তুলিয়া দাঢ়াইল।

প্রথমে দেবদাসের বাক্য-নিঃসরণ হইল না ; পবে কহিল, চিরকাল ভয় ক'রেই আমাকে এসেচ,—আর কিছু না ?

পার্বতী দৃঢ়স্থরে বলিল, না, আর কিছুই না ?

সত্যি বলচ ?

ইঠা, সত্যিই বলচি। তোমাতে কিছুমাত্র আমার আছা নেই। আমি দীর কাছে ঘাচ্ছি, তিনি ধূরবান, বুক্ষিমান,—শাস্ত এবং স্থির। তিনি ধার্মিক। আমার মা—বাপ আমার মধ্যে কামনা করেন ; তাই তাঁরা তোমার মত একজন অঙ্গীন, চক্ষচিত্ত, দুর্দাস্ত লোকের হাতে আমাকে কিছুতে দেবেন না। তুমি শব্দ ছেড়ে দাও।

এবার দেবদাস একটুখানি ইত্তস্তঃ করিল; একবার ষেন একটু পথ ছাড়িতেও উচ্ছত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই দৃঢ়পদে মুখ তুলিয়া কহিল, এত অহঙ্কার!

পার্বতী বলিল, নয় কেন? তুমি পার, আমি পারিনে? তোমার কৃপ আছে, শুণ নেই—আমার রূপ আছে, শুণও আছে।^{১০} তোমার বাবা বড়লোক, কিন্তু আমার বাবা ও ভিক্ষে ক'রে বেড়ান না। তা ছাড়া পবে আমি নিজেও তোমাদের চেয়ে কোন অংশে হীন থাকবো না, সে তুমি জানো?

দেবদাস অবাক হইয়া গেল।

পার্বতী পুনরায় কহিয়া উঠিল, তুমি ভাবচ ষে, আমার অনেক ক্ষতি করবে অনেক না হোক, কিছু ক্ষতি করতে পার বটে, সে আমি জানি। বেশ, তাট ক'রো। আমাকে শুধু পথ ছেড়ে দাও।

দেবদাস হতবুদ্ধি হটিয়া কহিল, ক্ষতি কেমন ক'রে ক'রব।

পার্বতী তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিল, অপবাদ দিয়ে। তাট দাও গে, যাও।

কথা শুনিয়া দেবদাস বজ্রাহ্তর মত চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, অপবাদ দেব আমি!

পার্বতীর বিষের মত একটুখানি ক্রুর হাসি হাসিয়া বলিল. যাও, শেষ সময়ে আমার নামে একটা কলঙ্ক রাটিয়ে দাও গে; সে-রাত্রে তোমার কাছে একাকী গিয়েছিলাম, এই কথাও চারিদিকে রাষ্ট ক'রে দাও গে। মনের মধ্যে অনেক-খানি সাঙ্গনা পেতে পারবে।—বলিয়া পার্বতীর দর্পিত ক্রুদ্ধ শৃষ্টাধর কাপিয়া কাপিয়া থামিয়া গেল।

কিন্তু দেবদাসের বুকের ভেতরটায় রাগে, অপমানে অগ্রজপাতের গ্রাম ভাষ্ব হইয়া উঠিল। সে অব্যক্ত-স্বরে কহিল, মিথ্যে দুর্মাঘ রাটিয়ে মনের মধ্যে সাক্ষন। পাব আমি?—এবং পরক্ষণেই সে ছিপের ঘোটা বাটটা সংজ্ঞারে ঘুরাইয়া ধ্বিয়া চৌষণ-কঠে কহিল, শোন পার্বতী, অতটা রূপ থাকা তাল নয়। অহঙ্কার বড় বেড়ে যায়।—বলিয়া গলাটা খাট করিয়া কহিল, দেখতে পাও না, চান্দের অত রূপ ব'লেই তাতে কলঙ্কের কালো দাগ; পদ্ম অত সাদা ব'লেই তাতে কালো তোমর ব'সে থাকে। এস, তোমারও মুখে কিছু কলঙ্কের ছবি দিয়ে দিই।

দেবদাসের সহের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সে দৃঢ়মুষ্টিতে ছিপের বাট ঘুরাইয়া লইয়া সংজ্ঞারে পার্বতীর মাথায় আঘাত কৰিল, সঙ্গে সঙ্গেই কপালের উপর বামক্ষ'র নীচে পর্যন্ত চিরিয়া গেল। কক্ষের নিম্নে সমস্ত মুখ রক্তে তাসিয়া গেল।

পার্বতী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়। বলিল, দেবদাস, করলে, কি !

দেবদাস ছিপ্টা টুকরা টুকরা কবিয়। ভাসিয়া জনে ভাসাইয়া দিতে দিতে স্থিতাবে উওব দিল, বেশী ক্রিহু নয়, সামাজি খানিকটে কেটে গেছে মাত্র

পার্বতী আকুলকষ্ঠে কাদিয়া উঠিল, ওগো দেবদাস !

দেবদাস নিজের পাতলা জামার খানিকটা ছিঁড়িয়া লইয়া, জলে ভিজ্বাইয়া পার্বতীর গীব কপালের উপা বাধিতে বাধিতে কহিল, তয় কি পাক ! এ 'আবাত' শীঘ্র মেরে যাবে—শুধু দাগ থাকবে। যদি কেউ কথনো এ-কথা জিজ্ঞাসা করে, মিথ্যা কথা ব'লো না-হয় সত্য ব'লে নিজের কলঙ্কের কথা নিজেই প্রকাশ ক'বো ।

ওগো, মা গো !

চিঃ, অমন ক'বো না পাক ! শেম বিদায়ের দিনে শুধু একটুখানি মনে বাখবাব মত চিহ্ন বেথে গেলাম। অমন সোনাব মুখ আবসিতে মাঝে মাঝে দেখে। ত ? বলিয়া উত্তৰের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া চলিতে উন্নত হইল ।

পূর্ব তী আকুল হইয়া কাদিয়া উঠিয়া বলিল, দেবদাস। গো—

দেবদাস ফিবি আসিল। চোখে কোণে একফোটা জল ।

বড় স্বেহজডিত কষ্ঠে কহিল, কেন হৈ পাক !

কাউকে যেন ব'লো না ।

দেবদাস নিমিষে ঝুঁকিয়া দাঢ়াইয়া পার্বতীর চুলের উপব শৰ্ষাধর শ্র্প করিয়া বলিল, ছিঃ—তুই কি আমার পর, পাক ! তোর মনে নেই দৃষ্টামি ক'রলে ছেলেবেলায় কত তোর কান ম'লে দিয়েছি ।

দেবদাস—মাপ কর আমাকে ।

তা তোকে বলতে হবে না, ভাই ! সত্যই কি পাক, আমাকে একেবারে ভুলে গেছিস ? কবে তোব ওপর রাগ ক'রেছিলাম ? কবে মাপ করিনি ।

দেবদাস—

পার্বতী, তুমি তো জানো, আমি বেশী কথা বলতে পারিনে ; বেশী ভেবে-চিষ্ঠে কাজ করতেও পারিনে । যখন যা মনে হয় করি । বলিয়া দেবদাস পার্বতীর মাথাম হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিল, তুমি ভালই করেছ ।

আমার কাছে শুনি হয় ত স্থথ পেতে না ; কিন্তু তোমার এই দেবদাস অক্ষয় শঙ্খবাস ঘটত ।

এই সময় বাঁধের অন্তর্দিকে কাহারা আসিতেছিল । পার্বতী ধীরে ধীরে জলে আসিয়া নামিল । দেবদাস চলিয়া গেল । পার্বতী যখন বাটী ফিলিয়া আসিল, তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে । ঠাকুরমা না দেখিয়াই কহিতেছিলেন, পাক, পুরুর খুঁড়ে কি জল আনচিস দিদি !

কিন্তু তার মূখের কথা মুখেই রহিয়া গেল । পার্বতীর মুখপানে চাহিবামাত্রই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ও মা গো ! এ সর্বনাশ কেমন কবে হ'ল ?

ক্ষতগ্রান দিয়া তখন বক্তৃতাব হইতেছিল । বস্ত্রণও প্রায় সমস্তটাই বকে রাঙা । কাদিয়া কহিলেন, ওগো মাগো ! তোব যে বিয়ে পাক !

পার্বতী স্থিরভাবে কলসী নামাইয়া বাথিল । মা আসিয়া কাদিয়া প্রশ্ন করিলেন, এ সর্বনাশ কি করে হ'ল, পাক !

পার্বতী সহজভাবে বলিল, ঘাটে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম । ইটে মাথা লেগে কেটে গেছে ।

তাহার পর সকলে মিলিয়া শুশ্রাব করিতে লাগিল । দেবদাস সত্য কথাটি কহিয়াছিল—আঘা, বেশী নয় । চার-পাঁচ দিনেই শুকাইয়া উঠিস । আরো আট-দশ দিন অমনি গেল । তার পর একান্ত হাতীপোতা গ্রামের জমিদাব শ্রীমূক ভূবনমোহন বর সাজিয়া বিবাহ করিতে আসিলেন । উৎসবে ষটাপটা তেমন হইল না ভূবনবাবু নির্বোধ ছিলেন না—প্রোট বয়সে আবার বিবাহ করিতে আসিয়া ছোকরা সাজাটা ভাল বোধ করেন নাই ।

বরের বয়স চলিশের নীচে নহে—কিছু উপর । গৌরবণ্ণ, মোটা-মোটা—নলদহুলাল ধরনের শরীর । কাচা-পাকা গৌফ, মাথার সামনে একটু টাক । ব্য দেখিয়া কেহ হাসিল, কেহ চুপ করিয়া রহিল । ভূবনবাবু শাস্ত গষ্টৈবমূখে কতকটা ধেন অপরাধীর মত ছানাতলায় আসিয়া দাঢ়াইলেন । কানমলা, প্রভৃতি অভ্যাচার-উপন্থব হইল না ; কারণ অতথানি বিজ্ঞ, গষ্টীর লোকের কানে কাহারও হাত উঠিল না । শুভদৃষ্টির সময় পার্বতী কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল । উঠের কোণে একটু হাসির রেখা—ভূবনবাবু ছেলে-মাহুষটির মত দৃষ্টি অবনত করিলেন । পাড়ার মেঘেরা খিল, খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল । চক্রবর্তী মহাশয় ছুটাছুটি করিয়া বেঢ়াইতে লাগিলেন । প্রবীণ জমিদার নারায়ণ মুখব্যে আজ

କଞ୍ଚାକର୍ତ୍ତା । ପାକା ଲୋକ—କୋନ ପକ୍ଷେ, କୋନ ଦିନେଇ ଜୁଟି ହଇଲ ନା । ଜ୍ଞାନକର୍ମ ଝୁଣ୍ଡାରୀ ସମାଧା ହଇଯା ଗେଲ ।

ପରଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳେ ଚୌଥୁରୀ ମହାଶୟ ଏକ ବାଙ୍ଗ ଅଲଙ୍କାର ବାହର କରିଯା ଦିଲେନ । ପାର୍ବତୀର ଦ୍ଵରାଙ୍ଗେ ହେ-ସକଳ ଝଲମଳ କରିଯା ଉଠିଲ । ଜନନୀ, ତାହା ଦେଖିଯା ଅଁଚଳ ଦିଯା ଚାଥେର କୋଣ ମୁଛିଲେନ । ନିକଟେ ଜୟଦାର-ଗୃହିଣୀ ଦାଡ଼ାଇଯା ଛିଲେନ—ତିନି ସମେହ ତିରଙ୍କାର କରିଯା ବଲିଲେନ, ଆଜ ଚୋଥେର ଛଙ୍ଗ ଫେଲେ ଅକଳ୍ୟାନ କରିସୁନେ ଦିଦି ।

ମଞ୍ଜୁର କିଛୁ ପୂର୍ବେ ମନୋରମା ପାର୍ବତୀକେ ଏକଟା ନିର୍ଜନ ଘରେ ଟାନିଯା ଲଇଯା ଗିଯା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲ,—ସା ହ'ଲ ଭାଙ୍ଗଇ ହ'ଲ । ଏଥନ ଥେବେ ଦେଖିବି—କତ ଭୁବେ ଧାକବି ।

ପାର୍ବତୀ ଅନ୍ନ ହାସିଯା ଏଲିଲ, ତା ଧାକବ । ଧରେ ସଙ୍ଗେ କାଳ ଏକଟୁଥାନି ପରିଚାର ହସେଇ କିନା !

ଓ କି କଥା ରେ !

ମମୟେ ଦେଖିତେ ପାବି ।—ମନୋରମା ତଥନ ଅଗ୍ର କଥା ପାର୍ଡିଲ ; କହିଲ, ଏକବାର ଇଚ୍ଛେ କରେ ଦେବଦାସକେ ଡେକେ ଏମେ ଏହି ସୋନାର ପ୍ରତିମା ଦେଖାଇ ?

ପାର୍ବତୀର ସେନ ଚମକ ଭାଙ୍ଗିଲ । ପାରିସ୍ ଦିଦି ! ଏକବାର ଡେକେ ଆନନ୍ଦ ପାରା ସାମ୍ବ ନା ?

କର୍ତ୍ତ୍ଵରେ ମନୋରମା ଶିହରିଯା ଉଠିଲ, କେନ ପାକ !

ପାର୍ବତୀ ହାତେର ବାଲା ଘୁରାଇତେ ଘୁରାଇତେ ଅନ୍ତମନଙ୍କଭାବେ କହିଲ, ଏକବାର ପାରେ ଧୂଳୋ ମାଥାଯ ନେବ—ଆଜ ସାବ କିନା ।

ମନୋରମା ପାର୍ବତୀକେ ବୁକେର ଭିତର ଟାନିଯା ଲଇଯା ଦୁ'ଜନେ ବଡ଼ କାଙ୍ଗ କାହିଲ । ମଞ୍ଜ୍ଞା ହଇଯା ଗିଯାଛେ, ଦର ଅକ୍ଷକାର—ପିତାମହୀ ଘାର ଠେଲିଯା ବାହିର ହିତେ କହିଲେନ, ଓ ପାକ, ମନୋ, ତୋରା ବାହିରେ ଆୟ ଦିଦି !

ସେଇ ରାଜିତେଇ ପାର୍ବତୀ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଚଲିଯା ଗେଲ ।

ଅନ୍ତ

ଆର ମେବଦାସ ? ମେ ରାଜିଟା ଲେ କଲିକାଭାବୀ ଇଡେନ-ଗାର୍ଜେନେର ଏକଟା ଦେଖେର ଉପର ବସିଯା କାଟାଇଯା ଛିଲ । ତାହାର ଥିବ ମେ କ୍ରେଷ ହିତେଛିଲ, ଧାତନାମ ମର୍ମତେଜ-

ହିତେଛିଲ, ତାହା ନାଁ । କେମନ ଏକଟା ଶିଥିଲ ଔଣ୍ଡାନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁକେର ମଧ୍ୟେ ଜୟା ହଇଯା ଉଠିତେଛିଲ । ନିଦାର ମଧ୍ୟେ ଶରୀରେର କୋନ ଏକଟା ଅଙ୍ଗେ ହଠାଂ ପଞ୍ଚାଘାତ ହଇଲେ, ସୁଧ ତାଙ୍କିଯା, ମେଟାର ଉପର ଧେନ କୋନ ଅଧିକାର ଖୁଜିଯା ପାଇୟା ଯାଏ ନା ଏବେ ବିଶ୍ଵିତ, ସ୍ତଷିତ, ମନ' ମୁହଁରେ ଠାଓରାଇତେ ପାରେ ନା, କେନ ତାହାର ଆଜନ୍ମ-ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚିରଦିନେର ବିଶ୍ଵତ୍ତ ଅନ୍ତଟା ତାହାର ଆହ୍ଵାନେ ସାଡା ଦିତେଛେ ନା ; ତାହାର ପର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିତେ ପାରା ଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ ଜୟେ ଯେ, ଏଟା ଆର ତାହାର ନିଜେର ନାହିଁ, ଦେବଦାସ ଏମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ଧରିଯା ବୁଝିତେଛିଲ, ଯେ, ସମସେ ସଂପାରଟାର ଅକଞ୍ଚାଂ ପଞ୍ଚାଘାତ ହଇଯାଇ, ତାହାର ସହିତ ଚିରଦିନେର ଜନ୍ମ ବିଚ୍ଛେଦ ହଇଯା ଗିଯାଛେ । ଏଥିନ ତାହାର ଉପର ମିଥ୍ୟା ରାଗ-ଅଭିମାନ ଆର କିଛୁଟ ଖାଟିବେ ନା । ସାବେକ ଅଧିକାରେର କଥା ଭାବିତେ ଥାଓଯାଇ ଭୁଲ ହିବେ । ତଥନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହିତେଛିଲ । ଦେବଦାସ ଉଠିଯା ଦାଢାଇଯା ଭାବିଲ, କୋଥାଯ ଯାଇ ? ହଠାଂ ଅଧିନ ହଇଲ, ତାହାର କଣିକାତାର ବାସଟା । ମେଥାନେ ଚୁଣିଲାଲ ଆଛେ । ଦେବଦାସ ଚଲିତେ ଲାଗିଲ । ପଥେ ବାବ-ହାଇ ଧାକା ଥାଇଲ,—ହୋଟଟ ଥାଇଯା ଅଙ୍ଗୁଳି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଲ—ଟାଲ ଥାଇଯା ଏକଜନେର ଗାୟେର ଉପର ପଡ଼ିତେଛିଲ,—ସେ ମାତାଲ ସଲିଯା ଠେଲିଯା ଦିଲ । ଏମନି କରିଯା ଯୁରିଯା ଯୁରିଯା ଦିନ-ଶେଷେ ମେସେର ଦୂରଜାଯ ଆସିଯା ଦାଢାଇଲ । ଚୁଣିବାବୁ ତଥନ ବେଶ-ବିଜ୍ଞାସ କରିଯା ବାହିର ହିତେଛିଲେନ—ଏ କି ଦେବଦାସ ଯେ !

ଦେବଦାସ ନୌରବେ ଚାହିଯା ରହିଲ । କଥନ ଏଲେ ହେ ? ମୁଖ ଶୁକନୋ—ଶାନାହାର ହୟନି—ଓକି—ଓକ ? ଦେବଦାସ ପଥେର ଉପରେଇ ବସିଯା ପଡ଼ିତେଛିଲ । ଚୁଣିଲାଲ ହାତ ଧରିଯା ତିତରେ ଲାଇଯା ଗେଲ । ନିଜେର ଶୟାର ଉପର ବସାଇଯା ଶାନ୍ତ କରିଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ବ୍ୟାପାର କି ଦେବଦାସ ?

କାଳ ବାଡ଼ୀ ଥେକେ ଏସେଚି ।

କାଳ ? ମମତ ଦିନ ତଥେ ଛିଲେ କୋଥାଯ ? ରାତ୍ରେଇ ବା କୋଥାଯ ଛିଲେ ?

ଇଡେନ-ଗାର୍ଜନେ ।

ପାଗଲ ନାକି ! କି ହସେଚେ, ବଲ ଦେଖି ?

ତନେ କି ହେ ?

ନା ବଲ, ଏଥିନ ଥାଓରା-ଦାଓରା କର । ତୋମାର ଜିନିଷପତ୍ର କୋଥାର ? କିଛୁଇ ଆନିନି ।

ତା ହୋକ, ଏଥିନ ଥେତେ ବୋସୋ ।

তখন জোর করিয়া চুণিলাল কিছু আহার করাইয়া শব্দায় শুইতে আমেশ করিয়া দ্বার ক্রমে করিতে করিতে কহিল, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর, আমি রাজ্ঞে এসে তোমাকে তুলব ;—বলিয়া সে তখনকার মত চলিয়া গেল। রাজি দশটার মধ্যে সে ফিরিয়া আসিয়া দৈখিল, দেবদাস তাহার বিছানায় গভীর নিহায় শুপ্ত। না ডাকিয়া, সে নিজে একখানা কম্বস টানিয়া লইয়া, নীচে মাঝুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল। সারা রাত্রির মধ্যে দেবদাসের ঘূঢ় ভাঙিল না, প্রভাতেও না,। বেলা দশটার সময় সে উঠিয়া বসিয়া কহিল, চুণিবাবু, কখন এলে হে ?

এইমাত্র আসচি ।

তবে তোমার কোনরকম অশ্রবিধা হয়নি ?

কিছু না ।

দেবদাস কিছুক্ষণ তাহার মুখ্যালৈ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, চুণিবাবু, আমার থে কিছু নেই, তুমি আমাকে প্রতিপালন করবে ?

চুণিলাল হামিল। সে জানিত, দেবদাসের পিতা মহা ধনবান ব্যক্তি। তাই হাসিয়া কহিল, আমি প্রতিপালন করব । বেশ কথা। তোমার যতদিন ইচ্ছা এখানে থাক, কোন ভাবনা নেই।

চুণিবাবু, তোমার আয় কত ?

তাই, আমার আয় সামান্য। বাটীতে কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাহা দাদার কাছে গচ্ছিত রেখে এখানে বাস করি। তিনি প্রতি মাসে ১০ টাকা হিসাবে পাঠিয়ে দেন। এতে তোমার আমার অচ্ছন্নে চলে থাবে।

তুমি বাড়ী ধাও না কেন ?

চুণিলাল দ্বিতীয় মুখ ফিরাইয়া কহিল, সে অনেক কথা।

দেবদাস আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না; কৃষ্ণ আহারাদির জন্য ডাক পড়িল। তাহার পর দুইজনে আনাহার শেষ করিয়া পুনরাবৃ ঘরে আসিয়া বসিলে, চুণিলাল বলিল, দেবদাস, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছ ?

না ।

আর কারো সঙ্গে ?

দেবদাস তেমনি অবাব দিল, না ।

তাহার পর চুণিলালের হঠাৎ অন্য কথা অবৃণ হইল। কহিল, ও হো, তোমার এখনো বিরেই হয়নি বে !

দেবদাস—৪

এই সময় দেবদাস অন্তিমকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল। অল্পগেই চুণিলাল দেখিল, দেবদাস ঘূমাইয়া পড়িয়াছে। এমনি করিয়া ঘূমাইয়া ঘূমাইয়া আরও দুই দিন অতীত হইল। তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকালে দেবদাস শুষ্ক হইয়া উঠিয়া বসিল। মুখ হইতে দেই ঘনচ্ছায়া যেন অনেকটা সরিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। চুণিলাল জিজ্ঞাসা করিল, আজ শরীর কেমন?

বোধ হয় অনেকটা ভাল। আচ্ছা চুণিবাবু, রাত্রে তুমি কোথায় যাও? আজ চুণিলাল লজ্জিত হইল; বলিল—ই, তা যাই বটে, কিন্তু সে কথা কেন? আচ্ছা—আর কেন তুমি কলেজে যাও না!

না—লেপাপড়া ছেড়ে দিয়েচি।

ছিঃ, তা কি হয়? মাস-দুই পরে তোমার পরীক্ষা, পড়াও তোমার মন্দ হয়নি, এবার কেন পরীক্ষা দাও না।

না। পড়া ছেড়ে দিয়েচি।

চুণিলাল চুপ করিয়া রহিল। দেবদাস পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাও—বলবে না? তোলার সঙ্গে আমিও যাবো।

চুণিলাল দেবদাসের মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি জান দেবদাস, আমি খুব ভাল জাগ্যগায় যাইনে।

দেবদাস ফেন আপনার মনে মনে কহিল, ভাল আর মন! ছাই কথা—চুণিবাবু, আমাকে সঙ্গে নেবে না?

তা নিতে পারি; কিন্তু তুমি যেয়ো না!

না, আমি যাবই। যদি ভাল না লাগে, আর না-হয় যাব না; কিন্তু তুমি যে স্থানের আশায় প্রত্যহ উন্মুখ হয়ে থাকো—যাই হোক চুণিবাবু, আমি নিশ্চয়ই যাবো।

‘চুণিবাবু মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল; মনে মনে বলিল, আমার দশা! মুখে বলিল, আচ্ছা, তাই যেয়ো।

অপরাহ্ন-বেলায় ধৰ্মদাস জিনিষপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। দেবদাসকে দোখয়া কাদিয়া ফেলিল, দেবদা, আজ তিন-চার দিন ধ'রে মা কত যেকান্দচেন—

কেন রে?

কিছু না ব'লে হঠাৎ চ'লে এলে কেন? একখানা পত্র বাহির করিয়া হাতে দিয়া কহিল, মার চিঠি।

চুণিলাল ভিতরের খবর বুঝিবার জন্য উৎসুকভাবে চাহিয়া রহিল। দেবদাস পত্র পাঠ করিয়া রাখিয়া দিল; অনন্তি বাটি আসিবার জন্য আদেশ ও অমুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন। সমস্ত বাটির মধ্যে তিনিই শুধু দেবদাসের অকল্পাত্মক ভিতরে-ধানের কারণ কতকটা অঙ্গীকার করিতে পারিয়াছিলেন। ধর্মদাসের হাত দিয়া লুকাইয়া অনেকগুলি টাকাও পাঠাইয়াছিলেন। ধর্মদাস সেগুলি হাতে দিয়া কহিল, দেবদা, বাড়ী চল।

আমি যাব না। তুই ফিরে যা।

রাত্রিতে দুই বক্তু বেশ-বিশাস করিয়া বাহির হইল। দেবদাসের এ সকলে তেমন প্রবৃত্তি ছিল না! কিন্তু চুণিলাল কিছুতেই সামাজিক পোষাকে বাহির হইতে রাজ্ঞী হইল না। রাত্রি নয়টার সময় একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী চিংপুরের একটি দ্বিতল বাটী সমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। চুণিলাল দেবদাসের হাত ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। গৃহ-স্থানীয় নাম চন্দ্রমুখী—সে আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। এইবার দেবদাসের সর্বশরীর জালা করিয়া উঠিল। সে যে এই কয়দিন ধরিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে নারীদেহের ছায়ার উপরেও বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল, ইহা সে জানিত না। চন্দ্রমুখীকে দেখিবামাত্রই অন্তরের নিবিড় ঘৃণা দাবদহের শায় বুকের ভিতর প্রজলিত হইয়া উঠিল। চুণিলালের মুখপানে চাহিয়া অকুটি করিয়া কহিল, চুণিলাল, এ কোন্ হতভাগা জায়গায় আনলে? তার তীব্র কষ্ট ও চোখের দৃষ্টি দেখিয়া চন্দ্রমুখী ও চুণিলাল উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া গেল। পরক্ষণেই চুণিলাল আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দেবদাসের একটা হাত ধরিয়া কোমলকণ্ঠে কহিল, চল চল, ভিতরে গিয়ে বসি।

দেবদাস আর কিছু কহিল না—ঘরের ভিতর আসিয়া নীচের বিছানায় বিষ্ণু মন্তসুখে উপবেশন করিল। চন্দ্রমুখীও নীরবে অস্ত্রে বসিয়া পড়িল। বি রূপা-বীধানো, হঁ কায় তামাক সাজিয়ে আনিয়া দিল। দেবদাস স্পর্শ করিল না। ‘চুণিলাল মৃত্ত ভার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কি কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া অবশ্যে চন্দ্রমুখীর হাতে হঁকটি। দিয়া প্রস্থান করিল। সে দু-এক-বার টানিবার সময় দেবদাসের তীক্ষ্ণগুটিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া ধাকিয়া, হঠাৎ নিরুপিতয় ঘৃণাস্তরে বসিয়া উঠিল, কি অসভ্য! আর কি বিশ্রাই দেখতে!

ইতিপূর্বে চন্দ্রমুখীকে কেহঁ কথনে কথায় ঠকাতে পারে নাই। তাহাকে অগ্রতিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ—কিন্তু দেবদাসের এই আস্তরিক ঘৃণার সরল

এবং কঠিন উক্তি তাহার ভিতরে গিয়া পৌছিল। শ্রণকালের জন্ম সে হত্যুক্তি হইয়া গেল। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরে আরও বার-তৃতীয় গড়-গড় করিয়া শৰ্ক হইল, কিন্তু চন্দ্রমুগীর মুখ দিয়া আর ধেঁয়া বাহির হইল না। তখন চুণিলালের হাতে হঁকা দিয়া সে একবার দেবদাসের মৃত্যুপানে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। নির্বাক তিনজনেই। শুধু গুড়-গুড় করিয়া হঁকার শৰ্ক হইতেছে, কিন্তু তাহাও ঘেন বড় ভয়ে-ভয়ে। বন্ধুমণ্ডলীর মাঝে তর্ক উঠিয়া হঠাতে নির্বর্থক একটা কলহ হইয়া গেলে প্রত্যেকেই যেমন নৌরবে নিজের মনে ফুলিতে ধাকে এবং স্কুল তস্তসকরণে যিছাযিছি কহিতে ধাকে, তাই ত! এমনি তিনজনের মনে, মনে বলিতে লাগিল, তাই ত! এ কেমন হইল!

যেমনই হোক, কেহই স্বত্ত্ব পাইতেছিল না। চুণিলাল হঁকা রাখিয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেল, বোধ করি, আর কোন কাজ খুঁজিয়া পাইল না—তাই। ঘরে দুইজনে বসিয়া রহিল। দেবদাস মুখ তুলিয়া কহিল, তুমি টাকা নাও?

চন্দ্রমুখী সহস্রা উত্তর দিতে পাবিল না। অঞ্জ তাহার চরিশ বৎসর বয়স হইয়াছে। এই নয়-দশ বৎসরের মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত তাহার বনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে; কিন্তু, এমন আশৰ্য্য লোক সে একটি দিনও দেখে নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আপনার যখন পায়ের ধূলো পড়েছে—

দেবদাস কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, পায়ের ধূলোর কথা নয়। টাকা নাও ত?

তা নিই বৈ কি। না হ'লে আমাদের চলবে কিসে?

থাক, অত শুনতে চাইনে। বলিয়া সে পকেটে হাত দিয়া একখানা নোট, বাহির করিল এবং চন্দ্রমুখীর হাতে দিয়াই চলিতে উঘত হইল—একবার চাহিয়াও দেখিল না, কত টাকা দিল।

চন্দ্রমুখী বিনীতভাবে কহিল, এরি মধ্যে যাবেন?

দেবদাস কথা কহিল না—বারান্দায় আসিয়া দাঢ়াইল।

চন্দ্রমুখীর একবার ইচ্ছা হইল, টাকাটা কিমাইয়া দেয়; কিন্তু কেমন একটা তীব্র সঙ্গাচের বশে পারিল না; বোধ করি বা একটু ভয়ও তাহার হইয়াছিল। তা ছাড়া অনেক লাহুমা, গঞ্জনা ও অপমান সহ করা অভ্যাস তাহাদের আছে বলিয়াই নির্বাক, নিষ্পন্ন হইয়া চোকাঠ ধরিয়া দাঢ়াইয়া রহিল। দেবদাস চিন্তি

বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সিঁড়িব পথেই চুণিলালেব সহিত দেখা হইল। সে আশ্র্য হইয়া কিঞ্জাসা
করিল, কোথায় বাছ দেবদাস?

বাসায় থাচ্ছি।

সে কি হে?

দেবদাস আরও দুই-তিনটা সিঁড়ি নামিয়া পড়িল।

চুণিলাল কহিল, চল আমিও থাই।

দেবদাস কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, চল।

একটু দাঢ়াও, একবার উপব থেকে আসি।

না; . আমি থাই, ভূমি পরে এসো।—বলিয়া দেবদাস চলিয়া গেল।

চুণিলাল উপরে আসিয়া দেখিল, চন্দ্ৰমূৰ্তী তখনও সেই ভাবে চৌকাঠ ধৰিয়া
দাঢ়াইয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া কহিল, কু চলে গেল?

ই।

চন্দ্ৰমূৰ্তী হাতের নোট দেখাইয়া কহিল, এই দেখ। কিন্তু ভাল বোধ কৱ ত
নিয়ে থাও; তোমাৰ বকুকে ফিরিয়ে দাও।

চুণিলাল কহিল, সে ইচ্ছে ক'রে দিয়ে গেছে, আমি ফিরিয়ে নিয়ে থাবো
কেন?

এতক্ষণ পরে চন্দ্ৰমূৰ্তী একটুখানি হাসি-ত পাৰিল, কিন্তু হাসিতে আনন্দ ছিল
না। কহিল, ইচ্ছে ক'রে নয়, আমৰা টাকা নিই ব'লে রাগ ক'রে দিয়ে গেছে!
ই চুণিবাৰু, লোকটা কি পাগল?

একটুও না। তবে আজ্ঞ ক'দিন থেকে বোধ কৱি ওৱ মন ভাল নেই।

কেনু মন ভাল নেই—বিছু জানো?

তা জানিনে। বোধ হয় বাড়ীতে কিছু হয়ে থাকবে।

তবে এখানে আনন্দে কেন?

আমি আনতে চাইনি, সে নিজে জোৱ ক'রে এসেছিল।

চন্দ্ৰমূৰ্তী এবাৰ ঘ্যাৰ্থই বিশ্বিত হইল। কহিল, জোৱ ক'রে নিজে এসেছিল?
সমষ্ট জেনে?

চুণিলাল একটুখানি ভাবিয়া কহিল, তা বই কি, সমষ্টই ত জানত। আমি

ত আর ভুলিয়ে আনিনি ।

চন্দ্রমুখী কিছুক্ষণ চূপ করিয়া কি, তাবিয়া কহিল, চুণি, আমার একটি উপকার
করবে ?

কি ?

তোমার বঙ্গু কোথায় থাকেন ?

আমার কাছে ।

আর একদিন তাঁকে আনতে পারবে ?

তা বোধ হয় পারব না । এর আগেও কখনো সে এসব জায়গায় আসেনি
পরেও বোধ হয় আর আসবে না । কিন্তু, কেন বল দেখি ?

চন্দ্রমুখী একটুখানি শ্বান-হাসি হাসিয়া বলিল, চুণি, যেমন ক'রে হোক,
ভুলিয়ে আর একবার তাঁকে এনো ।

চুণি হাসিল ; চোখ টিপিয়া কহিল, ধরক খেয়ে ভালোবাসা জয়ালো নাকি ?

চন্দ্রমুখীও হাসিল ; কহিল, না দেখে নোট দিয়ে যাও—এটা বুঝলে না !

চুণি চন্দ্রমুখীকে কতকটা চিনিতে পারিয়াছিল । শাড়ি নাড়িয়া বলিল, না
—না, নোট-ফোটের লোক আলাদা—সে তুমি নও । কিন্তু সত্যি 'কথাটা' কি
বল ত ?

চন্দ্রমুখী কহিল, সত্যই একটু মায়া পৃড়েচে ।

চুণি বিশ্বাস করিল না । হাসিয়া কহিল, এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে ?

এবার চন্দ্রমুখীও হাসিতে লাগিল । বলিল, তা হোক । যন ভাজ হ'লে
আর একদিন এনো—আর একবার দেখব । আনবে তো ?

কি জানি !

আমার মাথার দিবিয় রইল ।

আচ্ছা—দেখব ।

দশ

পাঁৰ্বতী আসিয়া দেখিল, তাহার আমীর মন্ত্ৰ বাঢ়ী । নতুন সাহেব-ফ্যাসামেৰ
নহে, পুঁজি সেকেলে ধৱনেৱ । সমৰ-মহল, অসম-মহল, পুঁজিৰ দানান,

ନାଟମନ୍ଦିର, ଅତିଥିଶାଳା, କାଛାରୀବାଡ଼ୀ, ତୋଷାଧାନ। କତ ଦାସ-ଦାସୀ । ପାର୍ବତୀ ଅବାକୁ ହଇୟା ଗେଜ । ମେ ଶନିଆଛିଲ, ତାହାର ସ୍ଵାମୀ ବୃଦ୍ଧଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀର; କିନ୍ତୁ ଏତଟା ଭାବେ ନାଇ ! ଅଭାବ ଶୁଦ୍ଧ ଲୋକେର । ଆସୀଯ, କୁଟୁମ୍ବିନୀ କେହିଁ ପ୍ରାୟ ନାଇ । ଅତ୍ୱଦ୍ ଅନ୍ଧର-ମହଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତ । ପାର୍ବତୀ ବିଯେର କଲେ ଏକବାରେ ଗୃହିଣୀ ହଇୟା ବସିଲ । ବରମ କରିଯା ଘରେ ତୁଳିବାର ଜଣ ଏକଜନ ବୁନ୍ଦା ପିସୀ ଛିଲେନ । ଇନି ଡିଲ୍ କେବଳ ଦାସ-ଦାସୀର ଦଲ ।

ସଙ୍କ୍ଷୟର ପୂର୍ବେ ଏକତନ ଶୁଣ୍ଣି, ହୁନ୍ଦର, ବିଂଶବର୍ଷୀୟ ଯୁବାପୁରୁଷ ପ୍ରଣାମ କରିଯା ଅଦ୍ଦରେ ଦାଡ଼ାଇୟା କହିଲ, ମା, ଆସି ତୋମାର ବଡ଼ହେଲେ ।

ପାର୍ବତୀ ଅବଗୁର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ୍ଯା ଈସ୍ଟ ଚାହିୟା ଦେଖିଲ, କଥ୍ଯ କହିଲ ନା । ମେ ଆର ଏକବାର ପ୍ରଣାମ କରିଯା କହିଲ, ମା, ଆସି ତୋମାର ବଡ ଛେଲେ— ପ୍ରଣାମ କରି ।

ପାର୍ବତୀ ଦୀର୍ଘ ଅବଗୁର୍ଣ୍ଣ କପାଳେର ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳିଯା ଦିନ୍ଯା ଏବାର କଥା କହିଲ । ମୁଢକଟେ ବଲିଲ, ଏସ ବାବା, ଏସ ।

ଛେଲେଟିର ନାମ ମହେନ୍ଦ୍ର । ମେ କିଛକଣ ପାର୍ବତୀର ମୁଖପାନେ ଅବାକ ହଇୟା ଚାହିୟା ରହିଲ ; ତେପର ଅଦ୍ଦରେ ବସିଯା ପଢ଼ିଯା ବିନୀତସ୍ଵରେ ବଲିଲେ ଲାଗିଲ ଆଜ ଦୁ'ବର ହିଲ ଆମରା ମା ହାରିଯେଚି । ଏଇ ଦୁ'ବର ଆମାଦେର ଦୁଃଖ-କଟେଇ ଦିନ କେଟେଚେ । ଆଜ ତୁମି ଏଲେ,—ଆଶୀର୍ବଦ କରିମା, ଏବାର ସେନ ମୁଖ ଥାକତେ ପାଇ ।

ପାର୍ବତୀ ବେଶ ସହଜ ଗଲାଯ କଥା କହିଲ । କେନମା ଏକବାରେ ଗୃହିଣୀ ହିତେ ହିଲେ, ଅନେକ କଥା ଜାନିବାର ଏବଂ ବଲିବାର ପ୍ରସ୍ତରିକଣ ହୟ ; କିନ୍ତୁ ଏ କାହିଁନି ଅନେକେର କାହେଇ ହୟତ ଏକଟୁ ଅସ୍ତାଭାବିକ ଶୁନାଇବେ । ତବେ ସିନି ପାର୍ବତୀକେ ଆରଓ ଏକଟୁ ଭାଲ କରିଯା ବୁଝିଯାଇନେ, ତିନି ଦେଖିତେ ପାଇବେନ, ଅବସ୍ଥାର ଏହି ନାମକୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାର୍ବତୀକେ ତାହାର ବୟସେର ଅପେକ୍ଷା ଅନେକଥାନି ପରିପକ୍ଷ କରିଯା ଦିନାଛିଲ । ତେବେ ଛାଡ଼ୀ ନିରଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲଙ୍ଜା-ସରମ, ଅହେତୁକ ଉଡ଼ତା-ସଙ୍କୋଚ ତାହାର କୋନଦିନଇ ଛିଲ ନା । ମେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ଆମାର ଆର ସବ ଛେଲେମେଯେରା କୋଥାଯ ବାବା ?

ମହେନ୍ଦ୍ର ଏକଟୁ ହାସିଯା ବଲିଲ, ବଲଚି । ତୋମାର ବଡ଼ମେୟେ, ଆମାର ଛୋଟଖୋନ ତାର ଶ୍ଵରବାଡ଼ୀତେଇ ଆହେ । ଆସି ଚିଠି ଲିଖେଛିଲୁମ, କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା କିନ୍ତୁତେଇ ଆସତେ ପାରିଲେ ନା ।

ପାର୍ବତୀ ଦୁଃଖିତ ହିଲ ; ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ଆସତେ ପାରିଲେ ନା, ନା ଇଚ୍ଛେ କ'ରେ ଏଲେ ନା ?

মহেন্দ্র লজ্জা পাইয়া কহিল, ঠিক জানিনে মা।

কিন্তু তাহার কথায় ও মূখের ভাবে পার্বতী বৃঝিল ঘশোদা রাগ করিয়াই
আসে নাই ; কহিল, আর'আগার ছোটছেলে ?

মহেন্দ্র কহিল, সে শীগ্ৰিৰ আসবে। কলকাতায় আছে, পৱীক্ষা দিয়েই
আসবে।

তুবন চৌধুরী নিজেই জমিদারিৰ কাজকৰ্ম দেখিতেন। তা ঢাড়া স্থলে
নিংজ্য শালগ্রাম-শিলার পৃজ্ঞা কৱা, অত-নিয়ম-উপবাস, ঠাকুরবাড়ী ও অতিথি-
শালায় সাধ-সন্ধ্যাসী পরিচর্যা—এই সব কাজে তাহার সকাল হইতে রাত্রি দশটা-
এগৱেটা পর্যন্ত কাটিয়া যাইত। নৃতন বিবাহ করিয়া কোনপকাৰ নৃতন
আমোদ-আহলাদ তাহাতে প্রকাশ পাইল না। রাত্রে কোন দিন ভিতৰে
আসিতেন, কোন দিন বা আসিতে পারিতেন না। আসিলেও অতি শামাঞ্জাই
কথবার্তা হইত—শয়ায় শুইয়া পাশবালিশটা টানিয়া লইয়া, চোখ বুজিয়া
বড়-জোৱা বলিতেন, তা তুমই হ'লে বাড়ীৰ গৃহিণী, সব দেখে-ন্তনে, বুৰো-পড়ে
নিজেই নিয়ো—

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিত, আছা।

তুবনবাবু বলিতেন, আৱ দেখ, তা এই ছেলে-মেয়েৰা, হী, তা এৱা তোমারই
ত সব—

স্বামীৰ লজ্জা দেখিয়া পার্বতীৰ চোখের কোণে হাসি ফুটিয়া বাহিৱ হইত।
তিনি আবাৰ একটু হাসিয়া কহিতেন, হী, আৱ এই দেখ, এই মহেন্দ্র তোমার বড়
ছেলে, সেদিন বি-এ পাশ কৱেছে—এমন ভাল ছেলে, এমন দয়া-মায়া—কি জান,
একটু ষষ্ঠ-আচ্ছায়তা—

পার্বতী হাসি চাপিয়া বলিত, আমি জানি, সে আমাৰ বড়ছেলে—

তা জানবে বৈ কি ! এমন ছেলে কেউ কখন দেখেনি—। আৱ আমাৰ
ঘশোমতী, মেয়ে ত নয়—প্রতিয়া ! তা আসবে বৈ কি। আসবে বৈ কি।
বুড়ো বাপকে দেখতে আসবে না ? তা সে এলে তাকে—

পার্বতী নিকটে আসিয়া টাকেৱ উপৱ মৃণাল-হস্ত রাখিয়া শুহৰৰে বলিল,
তোমাকে ভাবতে হবে না। ঘশোকে আনবাৰ প্ৰতু আমি লোক পাঠাৰ,—না-
হয় মহেন্দ্র নিজেই থাবে।

থাবে ? থাবে ? আছা, অনেক দিন দেখিনি—তুমি লোক পাঠাৰে ?

ପାଠୀର ବୈ କି ? ଆମାର ମେଘେ, ଆମି ଆନତେ ପାଠୀର ନା ?

ବୁଦ୍ଧ ଏଇ ସମୟେ ଉଚ୍ଚସ'ହେ ଉଠିଲା ବସିଲେନ । ଉଭୟଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ପାର୍ବତୀର ମାଥାଯି ହାତ ଦିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ କବିଯା କହିଲେ—ତୋମାର ଭାଲ ହେ । ଆମି ଆଶୀର୍ବାଦ କରଚି—ତୁମି ଶୁଣି ହେ—ତଗନ୍ଧାନ ତୋମାକେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବେନ ।

ତାହାର ପବେ ହଠାତ କି-ମବ କଥା ବୁନ୍ଦେବ ମନେ ପଢିଯା ଥାଇତ । ପୁନରାୟ ଶ୍ୟାମ ହଇଲା ପଡ଼ିଲା ଚକ୍ର ମୁଦ୍ରିଯା ମନେ ମନେ ବଲିଲେନ, ବଡ଼ମେଘେ, ଐ ଏକ ମେଘେ—ସେ ବ୍ୟାଙ୍ଗମତ—

ଏହି ସମୟେ କୀଚା-ପାକୀ ଗୌଫେର ପାଶ ଦିଲା ଏକ ଫୌଟା ଚୋଥେର ଜଳ ବାଲିଶେ ଆସିଲା ପଡ଼ିତ । ପାର୍ବତୀ ମୁଛାଇଲା ଦିତ । କଥନେ କଥନେ ବା ଚଂପି ଚଂପି ବଲିଲେନ, ଆହା, ତାରା ସବାଇ ଆସବେ, ଆବ ଏକବାର ବାଡ଼ୀ-ସବ-ଦ୍ୱାର ଜମ୍ଜମ୍ କରିବେ—ଆହା, ଆଗେ କି ଜମକଳ ସଂସାବିନ୍ଦି ନା ଛିଲ ! ଛେଲେରା, ମେଘେ, ଗିନ୍ଧୀ—ହୈ-ଚୈ—ନିତ୍ୟ ଦୁର୍ଗୋଃସବ । ତାରପବ ଏକଦିନ ସବ ନିବେ ଗେଲ । ଛେଲେରା କଜକାତ୍ମା ଚଲେ ଗେଲ, ଘଣ୍ଟାକେ ତାର ଶକ୍ତର ନିଷ୍ଠେ ଗେଲ—ତାରପର ଅକ୍ଷକାର ଅଶ୍ଵାନ—

ଏହି ସମୟ ଆବାର ଗୌଫେର ଦୁଃପାଶ ଭିଜିଲା ବାଲିଶ ଭିଜିଲେ ସ୍ଵର୍ଗ କରିତ । ପାର୍ବତୀ କାତର ହଇଲା ମୁଛାଇଲା ଦିଲା କହିତ, ମହେନେର କେନ ବିଯେ ହିଲେ ନା ?

ବୁଢ଼ୀ ବଲିଲେନ, ଆହା, ମେ ତ ଆମାର ଶୁଖେର ଦିନ ! ତାଇ ତ ଭେବେଛିଲାମ, କିନ୍ତୁ କି ଯେ ଓର ମନେର କଥା, କି ଯେ ଓର ଜିଦ—କିଛୁତେଇ ବିଯେ କରଲେ ନା ! ତାଇ ତ ବୁଢ଼ୋ ସମେ—ବାଡ଼ୀ-ସର ଥା ଥା କରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଛାଡ଼ା ବାଡ଼ୀର ମତ ସମସ୍ତରେ ମିଳନ ଏକଟା ଜୌଲୁମ କିଛୁତେଇ ଦେଖିତେ ପାଇନେ—ତାଇତେଇ—

. କଥା ଶୁଣିଲା ପାର୍ବତୀର ଦୁଃଖ ହିତ । କର୍ମ-ଶୁରେ ହାଗିର ଭାଗ କରିଲା ମାଥ ନାଡ଼ିଲା ବିଲିତ, ତୁମି ବୁଢ଼ୋ ହ'ଲେ ଆମି ଶିଗ୍-ଗିର ବୁଢ଼ୋ ହେଁ ଥାବୋ । ମେଘେ-ମାହସେର ବୁଢ଼ୋ ହ'ତେ କି ବେଶୀ ଦେରୀ ହେଁ ଗୋ ?

ସ୍ଵରନ ଚୌଧୁରୀ ଉଠିଲା ବସିଲା ଏକହାତେ ତାହାର ଚିବୁକ ଧରିଲା ନିଃଶବ୍ଦେ ବହକ୍ଷଣ ଚାହିୟା ଥାକିଲେନ । କାରିଗର ସେମନ କରିଲା ପ୍ରତିଯା ସାଜାଇଲା, ମାଥାର ମୁକୁଟ ପରାଇଲା, ଦକ୍ଷିଣେ ଓ ସାମେ ହେଲିଲା ଅନେକକଷଣ ଧରିଲା ଦେଖିତେ ଥାକେ, ତ-ଏକଟୁ ଗର୍ଭ ଅନେକଥାନି ସେଇ ହନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟାନିର ଆଶେ-ପାଶେ ଜମା ହଇଲା ଉଠେ, ସ୍ଵରନବାରବୁଝ

ঠিক তেমনি হয়। কোনদিন বা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে,—আহা,
ভাল করিনি—

কি ভাল করনি গো ?

তাবচি—এখানে তোমাকে সাজে না—

পার্বতী হাসিয়া উঠিয়া বলিত, খুব সাজে। আমাদের আবার সাজাসাজি
কি ?

বৃন্দ আবার শুইয়া পড়িয়া ষেন মনে ষেন বলিতেন, তা বুঝি—তা বুঝি।
তবে তোমার ভাল হবে। তগবান তোমাকে দেখবেন।

এমনি করিয়া প্রায় একমাস অতীত হইয়া গেল। মধ্যে একবার চক্ৰবৰ্তী
মহাশয় কণ্ঠাকে লইতে আসিয়াছিলেন, পার্বতী নিজেই ইচ্ছা করিয়া
গেল না। পিতাকে কহিল, বাবা বড় অগোছাল সংসার আর কিছুদিন পরে
যাব।

পিতা অলঙ্ক্ষ্য মুখ টিপিয়া হাসিলেন। মনে মনে বলিলেন, মেয়েমাহৃষ এমনি
জাতই বটে।

তিনি বিদ্যায় হইলে পার্বতী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিল, বাবা আমার বড়
মেয়েকে একবার নিয়ে এস।

মহেন্দ্র ইতস্ততঃ করিল। সে জানিত, ষশোদা কিছুতেই আসিব না।
কহিল, বাবা একবার গেলে ভাল হয়।

ছিঃ ! তা কি ভাল দেখায় ? তার চেয়ে চৰ, আমরা মা-ব্যাটায় মেয়েকে
নিয়ে আসি।

মহেন্দ্র আশ্রয় হইল—তুমি ধাবে ?

ক্ষতি কি বাবা ? আমার তাতে লজ্জা নাই; আমি গেলে ষশোদা ষদি
আসে—ষদি তার রাগ পড়ে, আমার ধাওয়াটা কি এতই কঠিন।

কাজেই মহেন্দ্র পরদিন একাকী ষশোদাকে আসিতে গেল। সেখানে সে কি
কৌশল করিয়াছিল, জানি না, কিন্তু চারিদিন পরে ষশোদা আসিয়া উপস্থিত
হইল। সেদিন পার্বতীর সর্বাঙ্গে বিচিৰ নৃত্য অলঙ্কার। এই সেদিন
স্তুবনবাবু কলিকাতা হইতে আনাইয়া দিয়াছিলেন—পার্বতী আজ তাহাই পরিয়া
বসিয়াছিল। পথে আসিতে আসিতে ষশোদা,—ক্রোধ-অভিযানের অনেক কথা
মনে মনে আবৃত্তি ছারিতে করিতে আসিয়াছিল। নৃত্যবৌ দেখিয়া সে একেবারে

অবাক হইয়া গেল। সে-সব বিদ্বেষের কথা তাহার মনেই পড়িল না। শুধু অকুটে কহিল,—এই!

পার্বতী যশোদার হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল। কাছে বসাইয়া, হাতে পাখা লইয়া কহিল, মা, মেয়ের উপর নাকি বাগ করেচ?

যশোদার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল। পার্বতী তখন সে-সমস্ত অলঙ্কার, একটির পর একটি করিয়া যশোদার অঙ্গে পরাইতে লাগিল। বিশ্বিতা যশোদা কহিল, এ কি?

বিছু না। শুধু তোমার মেয়ের সাধ।

গহনা পরিতে যশোদার মন্দ লাগিল না, এবং পরা শেষ হইলে তাহার ওঠাধৰে হাসির আভাস দেখা দিল। সর্বাঙ্গে অলঙ্কার পরাইয়া নিরাভরণা পার্বতী কহিল, মা, মেয়ের উপর রাগ করেচ?

না, মা—রাগ কেন? রাগ কি?

তা বৈ কি মা, এ তোমার বাপের বাড়ী, এত বড় বাড়ী, কত দাস-দাসীর দরকার। আমি একজন দাসী বৈ ত নয়। ছিঃ মা তৃছ দাস-দাসীর ওপর কি তোমার রাগ করা সাজে?

যশোদা বয়সে বড়, কিন্তু কথা কহিতে এখনো অনেক ছোট। সে বিহুস হইয়া পড়িল। বাতাস করিত্বে করিতে পার্বতী আবার কহিল, দুঃখী মেয়ে তোমাদের দয়ায় এখানে একটু স্থান পেয়েছি। কত দৌন-হৃৎসী, অনাথ তোমাদের দয়ায় এখানে নিত্য প্রতিপালিত হয়, আমি ত মা তাদেরই একজন। যে আশ্চর্ত—

যশোদা অভিভূত হইয়া শুনিতেছিল; এখন একেবারে আহবিশ্বৃত হইয়া পায়ের কাছে টিপ করিয়া শ্রগাম করিয়া বলিয়া উঠিল, তোমার পাঞ্চ ঝঁড়ি মা—

পার্বতী তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। যশোদা কহিল, দোষ নিও না মা।

পরদিন মহেন্দ্র যশোদাকে নিঙ্গতে ডাকিয়া কহিল, কি বো, রাগ থেমেচে?

যশোদা তাড়াতাড়ি দাদার পায়ে হাত দিয়া কহিল, দাদা, রাগের মাখায়—ছি, ছি, কত কি বলেছি। দেখো যেন সে-সব প্রকাশ না পায়!

মহেন্দ্র হাসিতে লাগিল। যশোদা কহিল, আচ্ছা দাদা, সংয়ালে এত শত-আহর করতে পারে?

ছিন-ছই পরে ঘশোদা পিতার নিকট নিজে কহিল, বাবা, ওখানে চঠি লিখে
দাও—আমি এখন দু'বাস এখান থেকে যাব না।

ভুঁনবাবু একটু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, বেন মা?

ঘশোদা লজ্জিতভাবে মৃদু হাসিয়া কহিল, আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই
—এখন ছিন-কতক ছোটমা’র কাছে ধাকি।

আনন্দে বুদ্ধের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। সঙ্ক্ষ্যার সময় পার্বতীকে
ডাকিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে লজ্জা থেকে মুক্তি দিয়েছ। বেঁচে থাক,
স্বর্ণে থাক।

পার্বতী কহিল, মে আবার কি?

কি তা তোমাকে বোঝাতে পারিনে। নারায়ণ! কত লজ্জা, কত আত্ম-
প্রানি থেকে আজ আমাকে নিঙ্গতি দিলে।

সঙ্ক্ষ্যার আধারে পার্বতী দেখিল নাযে, তাহার স্বামীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া
গিয়াছে। আর বিনোদলাল—মে ভুঁনমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র—পরীক্ষা দিয়া মে
বাড়ী আসিয়া, আর পড়িতেই গেল না।

এগোর

তাহার পর দুই-তিনদিন পরে দেবদাস মিছামিছি পথে পথে ঘূরিয়া বেড়াইল
—অনেকটা পাগলের মত। ধর্মদাস কি কহিতে গিয়াছিল, তাহাকে চক্ষু
রাঙাইয়া ধরকাইয়া উঠ্টিল। গতিক দেখিয়া চুণিলালও কথা কহিতে সাহস
করিল না। ধর্মদাস কাঁদিয়া বলিল, চুণিবাবু, কেন এমন হ’ল?

চুণিলাল বলিল, কি হয়েছে ধর্মদাস?

একজন অক্ষ আর একজন অঙ্ককে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ভিতরের
খবর দু’জনের কেহই জানে না। চোখ মুছিতে মুছিতে ধর্মদাস বলিল, চুণিবাবু,
বেঁবেন ক’রে হোক দেবদাকে তার মাঘের কাছে পাঠিয়ে দিন। আর লেখাপড়া
ষষ্ঠি করবে না, ত এখানে থেকে কি হবে?

কথাটা খুব সত্য। চুণিলাল চিন্তা করিতে লাগিল। চারি-পাঁচ দিন
পরে একদিন টিক তেমনি সঙ্ক্ষ্যার সময় চুণিবাবু বাহির হইতেছিল—দেবদাস
কোথা হইতে আসিয়া হাত ধরিল—চুণিবাবু, সেখানে যাচ্ছ?

চুণিলাল কৃষ্ণিত হইয়া বলিতে গেল, হা—না, বল ত আর যাইমে।

ଦେବଦାସ କହିଲ ନା, ସେତେ ବାରଷ କବଛିଲେ ; କିନ୍ତୁ ଏକଟା କଥା ବଳ, କି ଆଶାଯ୍ର ମେଖାନେ ତୁମି ଯାଉ ?

ଆଶା ଆବ କି ? ଏମନି ସମୟ କାଟେ ।

କାଟେ ? କୈ, ଆଶାର ସମୟ ତ କାଟେ ନା । ଆମି ସମୟ କାଟାତେ ଚାଇ ।

ଚୂଣିଲାଲ କିଛୁକଣ ତାହାର ମୁଖପାନେ ଚାହିଁ ରହିଲ, ବୋଧ କରି ତାହାର ମନେର ଭାବ ମୁଖେ ପଡ଼ିଲେ ଚେଷ୍ଟା କବିଲ । ତାହାର ପର କହିଲ, ଦେବଦାସ, ତୋମାର କି ହସ୍ତେ ଖୁଲେ ବଲତେ ପାର ?

କିଛୁଇ ତ ହୟନି ?

ବଲବେ ନା ?

ନା ଚୂଣି ବଲବାର କିଛୁଇ ନେଇ ।

ଚୂଣିଲାଲ ବହକଣ ଅଧୋଗ୍ରୂଥେ ଥାକିଯା କହିଲ, ଏକଟା କଥା, ବ୍ରାଗବେ ?
କି ?

ମେଘାନେ ଆର ଏକବାର ତୋମାକେ ଯେତେ ହବେ । ଆମି କଥା ଦିଯେଛି ।

ସେଥାନେ ସେଦିନ ଗିଯେଛିଲାମ—ମେଘାନେଇ ତ ?

ହୃ—

ଛି—ଆମାର ଭାଲ ଲାଗେ ନା ।

ଯାତେ ଭାଲ ଲାଗେ, ଆମି କ'ବେ ଦେବ ।

ଦେବଦାସ ଅଗ୍ରମନକ୍ଷେ ଯ କିଛୁକଣ ଚୂପ କରିଯା ଥାକିଯା ବଲିଲ, ଆଜା ଚଲ ଥାଇ ।

ଅବନତିର ଏକ ମୋପାନ ନୀଚେ ନାମାଇଯା ଦିଯା ଚୂଣିଲାଲ କୋଥାଯ୍ର ସରିଯା ଗିଯାଛେ । ଏକା ଦେବଦାସ ଚଞ୍ଚମୁଖୀର ଘରେ ନୀଚେ ବସିଯା ମହ ଥାଇତେଛେ । ଅନ୍ତେ ବସିଯା ଚଞ୍ଚମୁଖୀ ବିମନ୍ଦୟେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମନ୍ଦୟେ ବଲିଯା ଉଠିଲ, ଦେବଦାସ ଆର ଥେଗୋ ନା ।

ଦେବଦାସ ମଦେର ମାମ ନୀଚେ ରାଖିଯା ଝକୁଟ କରିଲ, କେନ ?

ଅନ୍ତରିନ ମହ ଧରେ, ଅତ ମହିତେ ପାରବେ ନା ।

ମହ କରବ ବ'ଲେ ମହ ଥାଇନେ । ଏଥାନେ ଧାକବ ବ'ଲେ ଶୁଣୁ ମହ ଥାଇ ।

ଏହି କଥା ଚଞ୍ଚମୁଖୀ ଅନେକବାର କୁନିଯାଛେ । ଏକ ଏକ ବାର ତାହାର ମନେ ହସ, ଦେଇଲେ ମାଧ୍ୟା ଠୁକିଯା ମେ ବରଗଙ୍କା ହଇଯା ମରେ । ଦେବଦାସକେ ମେ ଭାଲବାସିରେହେ ।

ଦେବଦାସ ମଦେର ପ୍ଲାସ ଛୁଟିଯା ଫେଲିଲ । କୋଚେର ପାଥାୟ ଲାଗିଯା ମେଟୀ ଚର୍ଣ୍ଣ ହଇଯା ଗେଲ । ତଥନ ଆଡ ହଇଯା ବାଲିଶେ ହେଲାନ ଦିଯା ଜଡ଼ାଇଯା ଜଡ଼ାଇଯା କହିଲ, ଆମାର ଉଠେ ଯାବାର କ୍ଷମତା ନେଇ, ତାଇ ଏଥାନେ ବ'ମେ ଥାକି—ଆନ ଥାକେ ନା, ତାଇ ତୋମାର ମୁଖେର ପାନେ ଚେଯେ କଥା କହି—ଚଳ—ର—ତବୁ ଅଞ୍ଜାନ ହଇନେ—ତବୁ ଏକଟୁ ଜାନ ଥାକେ—ତୋମାକେ ଛୁଟେ ପାରିନେ—ଆମାର ବଡ ସ୍ଵଣୀ ହୟ ।

ଚନ୍ଦ୍ରମୂଳୀ ଚଙ୍ଗ ମୁଛିଯା ଧୀରେ ଧୀରେ କହିତେ ଲାଗିଲ, ଦେବଦାସ, କତ ଲୋକ ଏଥାନେ ଆସେ, ତାହାର କଥନ ଓ ମଦ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା ।

ଦେବଦାସ ଚଙ୍ଗ ବିଶ୍ଵାରିତ କରିଯା ଉଠିଯା ବମିଲ । ଟଲିଯା ଟଲିଯା ଇତ୍ତତଃ ହଞ୍ଚ ନିଷ୍କେପ କରିଯା ବଲିଲ, ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା ? ଆମାର ବନ୍ଦୁକ ଥାକଲେ ଗୁଲି କରତାମ । ତାରା ଯେ ଆମାର ଚେଯେ ଓ ପାପିଟ୍ଟ, ଚନ୍ଦ୍ରମୂଳୀ ।

କିଛିକଣ ଥାକିଯା କି ସେନ ତାବିତେ ଲାଗିଲ ; ତାହାର ପଦ ଆବାର କହିଲ, ସଦି କଥନ ଓ ମଦ ଛାଡ଼ି—ସଦି ଓ ଛାଡ଼ିବ ନା—ତା ହ'ଲେ ଆବ କଥନ ଓ ତ ଏଥାନେ ଆସବ ନା । ଆମାର ଉପାୟ ଆଛେ ; କିନ୍ତୁ ତାଦେର କି ହେ ?

ଏକଟୁଥାନି ଥାମିଯା ବଲିତେ ଲାଗିଲ, ବଡ ଦୁଃଖେ ମଦ ଧରେଚି—ଆମାଦେର ବିପଦେର ଆର ଦୁଃଖେର ବର୍ଣ୍ଣ । ଆର ତୋମାକେ ଛାଡ଼ିତେ ପାରିନେ,—ଦେବଦାସ ବାଲିଶେର ଉପର ମୁଖ ରଗଡ଼ାଇତେ ଲାଗିଲ । ଚନ୍ଦ୍ରମୂଳୀ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କାହେ, ଆସିଯା ମୁଖ ତୁଲିଯା ଧରିଲ । ଦେବଦାସ ଜକୁଟ କରିଲ, ଛିଃ, ଛୁମୋ ନା—ଏଥମେ ଆମାର ଜାନ ଆଛେ । ଚନ୍ଦ୍ରମୂଳୀ, ତୁ ମି ତ ଜାନ ନା—ଆମି ଶୁଭୁ ଜାନି । ଆମି କଂତ ସେ ତୋମାଦେର ସ୍ଵଣୀ କରି । ଚିର—କାଳ ସ୍ଵଣୀ କରବ—ତବୁ ଆସବ, ତବୁ ବସବ, ତବୁ କଥା କବ—ନା ହଲେ ସେ ଉପାୟ ନାହିଁ । ତା କି ତୋମରା କେଉ ବୁଝିବେ ? ହାଃ—ହାଃ—ଲୋକେ ପାପ କାଜ ଆଁଧାରେ କରେ ଆର ଆଁମ ଏଥାନେ ମାତାଳ ହଇ—ଏମନ ଉପଶ୍ରୁତ ସ୍ଥାନ ଆର କି ଅଗତେ ଆଛେ ! ଆର ତୋମରା—

ଦେବବାନ ଦୃଷ୍ଟି ସଂସତ କରିଯା କିଛିକଣ ତାହାର ବିଷକ୍ତ ମୁଖେର ପାନେ ଚାହିଯା ବଲିଲ, ଆହା ? ମହିମୁତ୍ତାର ପ୍ରତିରୂପି । ଲାଙ୍ଘନା, ଗଞ୍ଜନା, ଅପମାନ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଉପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୀଲୋକେ ସେ କତ ସହିତେ ପାରେ—ତୋମରାହି ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ।

ତାହାର ପର ଚିତ୍ତ ହଇଯା ପଡ଼ିଯା ଚୁପି ଚୁପି କହିତେ ଲାଗିଲ, ଚନ୍ଦ୍ରମୂଳୀ ବଲେ, ମେ ଆହାକେ ଭାଲବାସେ—ଆଁମ ତୀ ଚାଇ ନେ—ଚାଇ ନେ—ଚାଇ ନେ—ଲୋକେ ଧିୟେଟାର କରେ. ମୁଖେ ଚୁପକାଲି ମାଥେ—ଚୋର ହସ—ଭିକ୍ଷା—କରେ—ରାଜ୍ଞୀ ହସ, ରାଣୀ ହସ—ଭାଲବାସେ—କତ ଭାଲବାସାର କଥା ବଲେ—କତ କାନ୍ଦେ—ଠିକ ସେ ସବ ସତି ।

চন্দ्रমুখী আমার খিয়েটার করে, আমি দেখি ; কিন্তু তাকে যে মনে পড়ে—এক-
দণ্ডে কি যেন সব হয়ে গেল। কোথায় সে চলে গেল—আর কোনু পথে
আমি চলে গেলাম। এখন একটা 'জীবনব্যাপী মন্ত' অভিনয় আরম্ভ হয়েছে।
একটা ঘোর মাতাল—আর এই একটা—হোক, তাই হোক—মন্ত কি ! আশা
নেই, ভরসা—নেই—স্থৰও নেই, সাধ্যও নেই—বাঃ ! বহুত আচ্ছা !'

তাহার পর দেবদাস পাঁশ ফিরিয়া বিড়-বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল।
চন্দ্রমুখী তাহা বুঝিতে পারিল না ; অল্পক্ষণেই দেবদাস ঘূমাইয়া পড়িল। চন্দ্-
মুখী তখন কাছে আসিয়া বসিল। অঞ্চল ডিঙ্গাইয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া, সিক্ত
বামিশ বদলাইয়া দিল। একটা পাথা লইয়া কিছুক্ষণ বাতাস করিয়া, বহুক্ষণ
অধোবন্দনে বসিয়া রহিল। রাত্রি তখন প্রায় একটা, দীপ নিভাইয়া থার কুক্ষ
করিয়া অন্ত কক্ষে চলিয়া গেল।

বার

তুই ভাই দ্বিজদাস ও দেবদাস এবং গ্রামের অনেকেই জমিদার নারায়ণ মুখ্যের
সৎকার করিয়া বাঁড়ী ফিরিয়া আসিল। দ্বিজদাস চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া
পাগলের মত হইয়াছে—পাড়ার পাঁচজন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।
আর দেবদাস শাস্তিবাবে একটা ধামের পার্শ্বে বসিয়া আছে। মুখে শব্দ নাই, চোখে
একফোটা জল নাই। কেহ তাহাকে ধরিতেছে না—কেহ সাম্মনা দিবার প্রয়াস
করিতেছে না। শব্দশূন্ধন ঘোষ নিকটে গিয়া একবার বলিতে গিয়াছিল, তা.
বাবা কপালে—

দেবদাস হাত দিয়া দ্বিজদাসের দিকটা দেখাইয়া বলিল, শুধানে ।

ঘোষজা মহাশয় অপ্রতিত হইয়া—ই, তা উনি কত বড় শোক ইত্যাদি
বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। আর কেহ নিকটে আসিল না। দ্বিতীয় অতীত
হইলে দেবদাস অর্কন্দূর্চিত জননীর পদপ্রাণে গিয়া উপবেশন করিল। সেখানে
অনেকগুলি জীলোক তাহাকে ধরিয়া বসিয়া আছে। পার্বতীর পিতামহীও
উপস্থিত ছিলেন। ভাঙা গলায় সত্ত্বিধৰা শোকার্তা অনন্তীকে সংস্থাধন করিয়া
কহিলেন, বউমা চেয়ে দেখ মী, দেবদাস এসেচে। দেবদাস ডাকিল মা ।
তিনি একবার মাত্র চাহিয়া বলিলেন, বাবা ! তাহার পর নিমীলিত চোখে—

କୋଣ ହିତେ ଅନ୍ତର ଅଣ୍ଟ ବହିକେ ଲାଗିଲ । ଶ୍ରୀଲୋକେର ଦଳ କଲାପରେ ରୈ-ରାଇ କରିଯା କାହିଁଯା ଉଠିଲ । ଦେବଦାସ ଜନନୀର ଚରଣେ କିଛୁକଣ ମୁଖ ଢାକିଯା ବହିଲ ; ତାହାର ପଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଯା ଗେଲ । ଗେଲ ମୃତ ପିତାର ଶମନକଙ୍କେ । ଚାଖେ ଜଳ ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜୀର ଶାସ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତି । ବନ୍ଦନେତା ଉର୍ଦ୍ଧ ଆପିତ କରିଯା ଭୂମିତଳେ ସମୟା ପଡ଼ିଲ । ଯେ କେହ ମେଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିତେ ପାଇଲେ ବୋଧ କରି ଭୀତ ହଇତ । କପାଳେର ଦୁଇ ପାରେ ଉତ୍ତମ ଶିବା କ୍ଷିତ ହଇଯା ରହିଯାଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କୁକୁ କେଶ ଫୁଲିଯା ଉଠିଯାଛେ । ତଥ୍କାଙ୍କନେର ବର୍ଣ୍ଣ କାଲିମାଖା ହଇଯାଛେ—କଲିକାତାର ଜୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାବେ ପର ଏହ ଦୀର୍ଘ ରାତ୍ରି-ଜ୍ଵାଗରଣ, ତାଙ୍କର ପର ପିତାର ମୃତ୍ୟୁ । ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ବେ ସେ କେହ ତାହାକେ ଦେଖିଯାଛିଲ —ଏଥନ ବୋଧ ହୁଏ ତାହାକେ ହଠାତ୍ ସେ ଚିନିତେ ପାରିତ ମୀ । କିଛୁକଣେର ପର ପାର୍ବତୀର ଜନନୀ ସନ୍ଦାନ ବୁଦ୍ଧିଯା ଧାର ଠେଲିଯା ଭିତରେ ଆସିଲେନ—ଦେବଦାସ ।

କେନ ଖୁଡ଼ିଯା ।

ଏମନ କରଲେ ତ ଚଲବେ ନା ବାବା ।

ଦେବଦାସ ତାହାର ମୁଖପାନେ ଚାହିଁଯା କହିଲ, କି କବେଚି ଖୁଡ଼ିଯା ?

ଖୁଡ଼ିଯା ତାହା ବୁଦ୍ଧିଲେନ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦିତେ ପାରିଲେନ ନା । ଦେବଦାସେବ ମାଧ୍ୟାଟି କୋଳେର ଭିତର ଟାନିଯା ଲହିଯା ବଲିଲେନ, ଦେବତା—ବାବା—

କେନ ଖୁଡ଼ିଯା ।

ଦେବତା ଚବଣ- -ବାବା—

ବୁକେର କାହେ ମୁଖ ରାଖିଯା ଦେବଦାସ ଏହିବାବ ଏକ ଝୋଟା ଅଣ୍ଟ ବିସର୍ଜନ କରିଲ ।

ଶୋକାନ୍ତ ପରିବାରେବଔ ଦିନ କାଟେ । କ୍ରମେ ପ୍ରଭାତ ହଇଲ, କାନ୍ଦା-କାଟି ଅନେକ କମିଯା ଆସିଲ । ସ୍ତିଜ୍ଜାମ ଏକେବାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଇଯାଛେ । ତାହାର ଜନନୀ ଉଠିଯା ସମୟାବିନ୍ଦନରେ, ଚୋଥ ମୁହିତେ ମୁହିତେ ଦିନେର କାଜ କରିବାରେ । ଦୁଇଦିନ ପରେ ସ୍ତିଜ୍ଜାମ ଦେବଦାସକେ ଡାକିଯା କହିଲେନ, ଦେବଦାସ, ପିତାର ଆନ୍ଦକାର୍ଯ୍ୟ କତ ବ୍ୟପ୍ତ କରା ଉଚିତ ?

ଦେବଦାସ ଅଗ୍ରଜେଇ ମୁଖପାନେ ଚାହିଁଯା କହିଲ, ସେଇନ ଉଚିତ ବିବେଚନା କରେନ ।

‘ ନା ଭାଇ, ଏଥନ ଶ୍ରୀ ଆମାର ବିବେଚନାର ଚଲବେ ନା ।’ ତୁମି ବଡ଼ ହେବେ, ତୋମାର ସତ୍ତାନା ଆବଶ୍ୟକ ।

দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল, কত নগদ টাকা আছে ।

যাবার তহবিলে দেড় লাখ টাকা জমা আছে । আমাৰ বিবেচনায় হাজাৰ-
দশক টাকা খৰচ কৱলেই ঘথেষ্ট হবে, কি বল ?

আমি কত পাৰ ?

দ্বিজদাস একটু ইতস্ততঃ কৱিয়া বলিলেন, তা তুমিও অকৰ্ক পাৰে । দশ
হাজাৰ খৰচ হ'লৈ তোমাৰ সত্তৰ হাজাৰ ও আমাৰ সত্তৰ হাজাৰ থাকলে ?

এ কি পাবেন ?

মা নগদ টাকা কি কৱদেন ? তিনি বাটীৰ গিৰী—আমাৰ প্ৰতিপালন
কৰব ।

দেবদাস একটু চিন্তা কৰিয়া বলিল, আমাৰ বিবেচনায় আপনাৰ ভাগেৰ পাঁচ
হাজাৰ টাকা খৰচ হোক এ আমাৰ ভাগেৰ পঁচিশ হাজাৰ টাকা খৰচ হবে ।
বাকী পঁচাশ হাজাৰেৰ মধ্য আৰি, পঁচিশ হাজাৰ নেব, বাকি পঁচিশ হাজাৰ টাকা
মায়েৰ নামে জমা থাকবে । আপনাৰ কি বিবেচনা হয় ?

প্ৰথমে দ্বিজদাস যেন লজ্জিত হইলেন ; পবে কহিলেন, উত্তম কথা । কিন্তু
আমাৰ,—কি জাৰি—স্বা, পুত্ৰ, কল্যাণ আছে ; তাদেৰ বিয়ে, পৈতো দেওয়া,—
অনেক খৰচ ; তা এই পৰামৰ্শ ই ভাল । একটু থামিয়া বলিলেন, তা একটু
লিখে দিলেই—

লেখাপড়াৰ প্ৰয়োজন হবে কি ? কাজটা ভাজ দেখাবে না । আমাৰ ইচ্ছা,
টাকাকড়িৰ কথা—এ সময়ে গোপনৈষ্ঠ হয় ।

তা ভাল কথা ; কিন্তু কি জানো ভাই—

আছা, আমি লিখেই দিচ্ছি । সেইদিনই দেবদাস লেখাপড়া কৱিয়া
দিল ।

পৰদৰ্শন দ্বিপ্ৰহৱে দেবদাস নীচে নামিতেছিল, সিঁড়িৰ পাৰ্শ্বে পাৰ্শ্বতীক্ষ্ণ
দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাঢ়াইল । পাৰ্শ্বতী মুখপানে চাহিয়াছিল, চিনিতে
যেন তাহাৰ ক্লেশ হইতেছিল । দেবদাস গন্তীৰ শান্তমুখে কাছে আসিয়া কহিল
কখন এলো পাৰ্শ্বতী !

সেই কৰ্ত্তব্য ! আজ তিনি বৎসৰ পৱে দেখা । অধোমুখে পাৰ্শ্বতী কহিল
—সকাল বেলা এসেচি ।

অনেকহিল দেখা হয়নি । বেশ ভাল ছিল ?

ପାର୍ବତୀ ମାଧ୍ୟ ନାଡ଼ିଲ ।

ତୋଷୁମୀମଣାଇ ଭାଲ ଆହେନ ? ଛେଳେ-ମେଘରୋ ସବ ଭାଲ ?

ସବ ଭାଲ । ପାର୍ବତୀ ଏକଟିବାର ଧୂଥପାନେ ଚାହିୟା ଦେଖିଲ ; କିନ୍ତୁ ଏକଟିବାର ଜିଜ୍ଞାସା କରିତେ ପାରିଲ ନା, ତିନି କେମନ ଆହେ—କି କରିତେହେନ । ଏଥନ ଯେ କୋନ ପ୍ରାଣୀ ଖାଟେ ନା ।

ଦେବଦାସ କହିଲ, ଏଥନ କିଛୁଦିନ ଆହୁ ତ ?

ଇତା ।

ତବେ ଆର କି—ବଲିଯା ଦେବଦାସ ବାହିରେ ଚଲିଯା ଗେଲ ।

ଆକ୍ଷ ଶେଷ ହଇଯା ଗେଛେ । ମେ କଥା ବଲିତେ ଗେଲେ ଅନେକ ଲିଖିତେ ହ୍ୟ, ତାହିଁ ତାହାତେ ପ୍ରୋଜନ ନାହିଁ । ଆକ୍ରେର ପରଦିନ ପାର୍ବତୀ ଧର୍ମଦାସକେ ନିଭୃତେ ଡାକିଯା ତାହାର ହାତେ ଏକଗୋଛୀ ସୌନାର ହାର ଦିଲ୍ଲୀ କହିଲ, ଧ୍ୱର୍ମ, ତୋମାର ମେଘେକେ ପରତେ ଦିଲ୍ଲୋ—

ଧର୍ମଦାସ ଧୂଥପାନେ ଚାହିୟା ଆତ୍ମ ଚଙ୍ଗ ଆରୋ ଆତ୍ମ କରିଯା ବଲିଲ. ତୋମାକେ କର୍ତ୍ତଦିନ ଦେଖିନି ; ସବ ଖର ଭାଲ ତ ଦିଲି ?

ସବ ଭାଲ । ତୋମାର ଛେଳେ-ମେଘେ ଭାଲ ଆହେ ?

ତା ଆହେ, ପାକ୍ଷ ।

ତୁମି ଭାଲ ଆହୁ ?

ଇବାର ଦୀର୍ଘନିଃର୍ବାସ ଫେଲିଯା ଧର୍ମଦାସ କହିଲ, କୈ ଆର ଭାଲ ? ଇବାର ସେତେ ଇଚ୍ଛା କରେ—କର୍ତ୍ତା ଗେଲେମ । ଧର୍ମଦାସ ଶୋକେର ଆବେଗେ କତ କି ହୟନ୍ତ କହିତ, କିନ୍ତୁ ତାହାତେ ପାର୍ବତୀ ବାଧା ଦିଲ । ଏମବ ସଂବାଦ ଉନିଯାର ଜଞ୍ଜ ମେ ହାର ଦେଇ ନାହିଁ ।

ପାର୍ବତୀ କହିଯା ଉଠିଲ, ମେ କି କଥା ଧ୍ୱର୍ମ, ତୁମି ଗେଲେ ଦେବଦାସକେ ଦେଖିବେ କେ ?

ଧର୍ମଦାସ କପାଳେ କରାଘାତ କରିଯା କଟିଲ, ସଥନ ଛେଳେମାହୁସଟି ଛିଲ, ତଥନ ଦେଖେଚି । ଏଥନ ନା ଦେଖିତେ ହୁଲେଇ ବୀଚି, ପାକ୍ଷ ।

ପାର୍ବତୀ ଆରଓ ନିକଟ ସରିଯା-ଆସିଯା କହିଲ, ଧ୍ୱର୍ମ, ଏକଟି କଥା ସତା ବଲବେ—
କେନ ବଲବ ନା ଦିହି !

ତବେ ସତିୟ କ'ରେ ଥଲ, ଦେବଦାସ ଏଥନ କି କରେ ?

করে আমার মাথা মুগু ।

ধৰ্ম্মদাস, খুলে বল না ?

ধৰ্ম্মচাস পুনরায় কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, খুলে আর কি বলব ছিহি !
এ কি আর বলবার কথা ! এবাবে কর্ত্তা নাই, দেবদাস হাতে অগাধ টাঁকা হ'ল,
এবাবে কি আর রক্ষা থাকবে ?

পার্বতীর মুখ একেবাবে ঝান হইয়া গেল। সে আভাস-ইঙ্গিতে কিছু কিছু
শুনিয়াছিল। শুষ্ক হইয়া কহিল, বল কি ধৰ্ম্মদাস ? সে যনোরমার পত্রে যখন
কতক শুনিয়াছিল, তখন বিশ্বাস করিতে পারে নাই। ধৰ্ম্মদাস মাথা নাড়িয়া
কহিতে লাগিল—আহাৰ নাই, নিজা নাই, শুধু বোতল বোতল যদ। তিন
দিন, চার দিন ধ'বে কোথায় প'ড়ে থাকে—ঠিকানা নাই। কত টাঁকা উজিয়ে
দিলে,—শুনতে পাই, কত হাজাৰ টাকাৰ নাকি তাকে গঘনা গড়িয়ে দিয়চে।

পার্বতীর আপাদমস্তক কাপিয়া উঠিল—ধৰ্ম্মদাস, এ সংবাদ সত্যি ?

ধৰ্ম্মদাস নিজেৰ ঘনেৰ কথা কহিতে লাগিল, তোৱ কথা হয়ত শুনতে পারে—
একবাব বাবণ ক'রে দে। কি শৰীৰ কি হয় গেল—এমন-ধাৰা। অত্যাচাৰে
ক'টা দিন বাঁচবে ? কাকেই বা এ-কথা বলি ? মা, বাপ, ভাই—এদেৱ এ-কথা
বলা যায় না ? ধৰ্ম্মদাস শিরে পুনঃপুনঃ করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, ইচ্ছে
করে, মাথা খুঁড়ে মৰি পাক, আৱ বাঁচতে সাধ নেই।

পার্বতী উঠিয়া গেল। 'নাৱায়ণবাবুৰ মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া সে ছুটিয়া
আসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এ বিপদেৱ সময় দেবদাসেৰ কাছে যাওয়া একবাব
উচিত। কিন্তু, তাহাৰ এত সাধেৰ দেবদাস। এই হইয়াছে !—কত কথাই যে
মনে পড়িতে লাগিল, তাহাৰ অবধি নাই ! যত ধিক্কার সে দেবদাসকে দিল,
তাহাৰ সহস্রণ আপনাকে দিল ; সহস্রবাব তাহাৰ মনে হইল, সে থাকিলে কি
এমন হইতে পারিত ? আগেই সে নিজেৰ পায়ে নিজে কুঠার মারিয়াছিল, কিন্তু,
সে কুঠার এখন তাহাৰ মাথাৰ পড়িল। তাহাৰ দেবদাস। এমন হইয়া যাইতেছে
—এমন করিয়া নষ্ট হইতেছে, আৱ সে পয়েৱ সংসাৱ ভাল কৱিবাৰ জন্ম বিশ্বত !
পৱকে আপন ভাবিয়া সে নিত্য অৱ বিতৱণ কৱিতেছে, আৱ তাহাৰ সৰৰ্ব,—
আজ অনাহাৱে মৱিতেছে। পার্বতী প্ৰতিজ্ঞা কৱিল, আজ সে দেবদাসেৰ পাবে
মাথা খুঁড়িয়া মৱিবে।

এখনও সক্ষা হইতে কিছু বিলখ আছে—পার্বতী দেবদাসেৰ বৱে আসয়া

প্রবেশ করিল। দেবদাস শয়ার বসিয়া হিসাব দেখিতেছিল, চাহিয়া দেখিল। পার্বতী ধীরে ধীরে কপাট বক্ষ করিয়া মেঝের উপর বসিল। দেবদাস মুখ ভুলিয় হাসিল। তাহার মুখ বিষণ্ণ, কিন্তু গান্ধ। হঠাতে কোতুক করিয়া কহিল, যদি অপবাহ্নি দিই?

পার্বতী সন্তুষ্য, নীলোৎপল চক্ষু দ্রুটি একবার তাহার পামে রাখিয়া, পরক্ষণেই অবনত করিল। বহুতে বুঝাইয়া দিল, এ কথা তাহার বুকের মাঝে চিরদিনের জন্য শেলের মত বিধিয়া আছে। আর কেন? কত কথা বলিতে আসিয়াছল সব ভুলিয়া গেল। দেবদাসের কাছে সে কথা কহিতে পারে না।

আবার দেবদাস হাসিয়া উঠিল; কহিল, বুঝেচি রে বুঝেচি। লজ্জা হচ্ছে, না!

তবুও "পার্বতী" কথা কহিতে পারিল না। দেবদাস কহিতে লাগিল, তাতে আর লজ্জা কি? দ্রুজনে মিলে-মিশে একটা ছেলে-মারুষী ক'রে ফেলে—এই দেখ, দেখি—মাঝে থেকে কি গোলমাল হয়ে গেল। রাগ ক'রে তুই যা ইচ্ছে তাই বসিল; আমিও কপালের ওপর ঐ দাগ দিয়ে দিলাম। কেমন হয়েছে?

দেবদাসের কথার ভিতর শ্রেষ্ঠ বা বিজ্ঞপ লেশমাত্র ছিল না; প্রসর হাসি হাসি মুগে অতীতের দুঃখের কাহিনী। পার্বতীর কিন্তু বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মুখে কাপড় দিয়া, নিখাস কুক্ষ করিয়া মনে মনে বলিল, দেবদাস! ঐ দাগই আমার সামনা, ঐ আমার সম্বল। তুমি আমাকে ভালবাসতে—তাই দয়া ক'রে আমাদের বাল্য-ইতিহাস লজাটে লিখে দিয়েচ। ও আমার লজ্জা নয়, কলঙ্ক নয়, আমার গৌরবের সামগ্রী।

পার্বতী!

মুখ হইতে অঞ্জল না খুলিয়া পার্বতী কহিল, কি?

তোর উপর আমার বড় রাগ হয়—

এইবাব দেবদাসের কর্তৃপক্ষ বিষ্ণু হইতে লাগিল—বাবা নাই, আজি আমার কি দুঃখের দিন! কিন্তু তুই থাকলে কি ভাবনা ছিল। বড়বোকে জানিস্ ত দামার স্বভাবও কিছু তোর কাছে লুকানো নেই। বল, দেখি মাকে নিয়ে আমি এ সময়ে কি করি। আর আমারই বাবে কি হবে, কিছুই বুঝে পাই না। তুই থাকলে নিশ্চিন্ত হয়ে—সব তোর হাতে ফেলে দিয়ে—ও কি রে পার্বতী?

পার্বতী হৃঁ পাইয়া কাদিয়া উঠিল।

দেবদাস কহিল, কান্দিচিল খুঁধি ? তবে আর বলা হ'ল না ।

পার্বতী ঢোখ মুছিতে মুছিতে বলিলু, বল ।

দেবদাস মুহূর্তে কঠিন পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, পাক, তুই নাকি খুব পাকা গিঙ্গি হয়েছিস রে ?

তিতবে তিতবে পার্বতী চাপিয়া অধর দংশন কারল ; মনে মনে বালল, ছাই গৃহিণী । শিমূল ফুল দেবমেৰায় লাগে কি ?

দেবদাস হাসিয়া উঠিল ; হাসিয়া কহিল, বড় হাসি পায় । ছিলি তুই এভটুকু—কত বড় হ'লি । বড় বাড়ী, বড় জমিদারী, বড় বড় ছেলে-মেয়ে—আব চৌধুরীমশাই, সবই বড়—কি রে পাক !

চৌধুরীমশাই পার্বতীর বড় আমোদের জিনিস । তাঁকে মনে হইলেই তাহার হাসি পাইত । এত কষ্টেও তাই তাব হাসি আসিল ।

দেবদাস কৃতিম গাঞ্জীয়ের সহিত কহিল, একটা উপকাব করতে পারিস ?

পার্বতী মুখ তুলিয়া কহিল, কি ?

তোদের দেশে ভাল মেয়ে পাওয়া যায় ?

পার্বতী ঢোক গিলিয়া, কাসিয়া বলিল, ভাল মেয়ে ? কি করবে ?

পেলে বিয়ে করি । একবার সংসারী হ'তে সাধ হয় ।

পার্বতী ভাল মাঝুষটি ; মত কহিল, খুব সুন্দরী ত ?

হা, তোর মত ।

আর খুব ভালমাঝুষ ?

না, খুব ভালমাঝুষে কাজ নেই, বরং একটু ছাই—তোর মত আমার সঙ্গে বেঁঝগড়া করতে পারবে ।

পার্বতী মনে মনে কহিল, সে ত কেউ পারবে না দেবদাসা ; কেননা, তাঁতে আমার মত ভালবাসতে পারা চাই । মুখে কহিল, পোড়ার মুখ আমার, আমার মত কত হাজার মেয়ে তোমার পায়ে আসতে পেলে ধর্ঘ হয় ।

দেবদাস কোতুক করিয়া হাসিয়া বলিল, একটি আপাততঃ দিতে পারিস ছিলি ।

দেবদাস, সত্যি বিয়ে' করবে ?

এই মে বললাম ।

ଶୁଣୁ ଏହିଟି ଖୁଲିଆ ବଲିଲ ନାଁସେ, ତୋକେ ଡିନ ଏ ଜୀବନେ ଅଞ୍ଚ ଝୁଲୋକେ ତାର
ଅବସ୍ଥା ହେବେ ନାଁ ।

ଦେବଦାସା, ଏକଟି କଥା ବଲବେ ।

କି ?

ପାର୍ବତୀ ଆପନାକେ ଏକଟୁ ସାମଲାଇଯା ଲାଇଯା କହିଲ, ତୁମି ମହ ଥେତେ ଶିଖଲେ
କେନ ?

ଦେବଦାସ ହାସିଯା ଉଠିଲ ; କହିଲ, ଥେତେ କି କୋନ ଜିନିସ ଶିଖତେ ହସ ?
ତା ନୟ, ଅଭ୍ୟାସ କରଲେ କେନ ।

କେ ବଲେଚେ ? ଧ୍ୱରଦାସ ?

ଯେଇ ବଲୁକୁ, କଥାଟା କି ସତ୍ୟ ?

ଦେବଦାସ ପ୍ରତାରଣା କରିଲ ନା ; କହିଲ, କତକଟା ବଟେ !

ପାର୍ବତୀ କିଛୁକ୍ଷନ କ୍ଷକ୍ଷ ହେଯା ସମୟା ଥାକିଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ଆର କତ
ହାଜାର ଟାକାର ଗହନା ଗଡ଼ିଯେ ଦି.ଯ୍ରୁ.ଚ, ନା ?

ଦେବଦାସ ହାସିଯା କହିଲ, ଦିଇନି ଗଡ଼ିରେ ରେଖେଚି । ତୁହ ନିବି ?

ପାର୍ବତୀ ହାତ ପାତିଯା ବଲିଲ, ଦାଓ । ଏହ ଦେଖ, ଆମାର ଏକଟି ଗୟନା
ମେଇ ।

ଚୌଧୁରୀମଶାଇ ତୋକେ ଦେନନି ?

ଦିଯେଛିଲେନ ; ଆମି ସମ୍ମତ ତାର ବଡ଼ମେଯେକେ ଦୟେ ଦିଯେଚି ।

ତୋର ବୁଝି ଦରକାର ନେଇ ?

ପାର୍ବତୀ ମାଥା ନାଡ଼ିଯା ମୁଖ ନିଚୁ କରିଲ ।

ଏଇବାର ସତ୍ୟଇ ଦେବଦାସେର ଚୋଥେ ଜଳ ଆସିତେଛିଲ । ଦେବଦାସ ଅନ୍ତରେ
ବୁଝିତୁ ପାରିଯାଛିଲ, କମ ଦୂରେ ଆର ଝୁଲୋକେ ନିଜେର ଗହନା ଖୁଲିଆ ବିଲାଇଯା
ଦେଇ ନା । କିନ୍ତୁ ଚୋଥେ ଅଳ ଚାପିଯା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଲିଲ, ମିଛେ କଥା, ପାକ !
କୋନ ଝୁଲୋକକେଇ ଆମି ଭାଲଦାସିନି, କାଉକେଇ ଗୟନା ଦିଇନି ।

ପାର୍ବତୀ ଦୌର୍ଘନୀଖାସ ଫେଲିଯା ମନେ ମନେ କହିଲ, ତାଇ ଆମି ବିଶାସ କରି ।

ଅନେକକ୍ଷମ ଦୂରନେଇ ଚୂପ କରିଯା ବନ୍ଦିଲ ! ତାହାର ପର ପାର୍ବତୀ କହିଲ, କିନ୍ତୁ
ଅତିଜ୍ଞା କର—ଆର ମହ ଥାବେ ନା ।

ତା ପ ରିଲେ ! ତୁମି କି ଅତିଜ୍ଞା କରତେ ପାର, ଆମାକେ ଆର ଏକଟିବାରକ
ମନେ କରବେ ନା ?

পাৰ্বতী কথা কহিল না। এই সময়ে বাহিৰে সক্ষাৎ প্ৰস্থৰনি হইল।
দেবদাস চকিত হইয়া জানালাৰ বাহিৰে চাকিয়া কহিল, সক্ষাৎ হ'ল, এখন বাড়ী
বা পার !

আমি থাব না ! তুমি প্ৰাতজ্ঞা কৰ ।

আমি পাৰিনে ।

কেন পার না ?

মদাই কি সব কাঞ্চ পাবে ?

ইচ্ছে কৰলে বিশ্চয় পাবে ।

তুমি আজ বাত্রে আমাৰ সঙ্গে পালিয়ে দেতে পার ?

পাৰ্বতীৰ সহসা ঘেন হৃৎসন্দন কৰ হইয়া গেল। অজ্ঞাতসাৱে অকৃটে মৃধ
দিয়া বাটিৰ হইয়া গেল, তা কি হয় ?

দেবদাস শষাব উপৰ একটি সবিয়া বসিয়া কহিল, পাৰ্বতী, দোৱ খুলে দাও।

পাৰ্বতী সবিয়া আসিয়া, ঘাৰে পিঠি দিয়া ভাল কৱিয়া বসিয়া বলিল,
প্ৰতিজ্ঞা কৰ ।

দেবদাস উঠিয়া দাঢ়াটিয়া ধীৱভাবে কহিতে লাগিল—পার, কোৱ কৱিয়ে
প্ৰতিজ্ঞা কৱানটো কি ভাল, না, তাতে বিশেষ লাভ আছে ? আৱকাৰ প্ৰতিজ্ঞা
কাল চলত থাকবে না—কেন আমাকে আৱ মিথ্যাবাদী কৱবি ?

আবাৰ বহুক্ষণ নিঃশব্দে অভিবাহিত হইল। এমনি সময়ে কোণাৰ কোণ
ঘবেৰ দড়িতে টং টং কৱিয়া নঘটা বাজিয়া গেল। দেবদাস ব্যস্ত হইয়া পড়িল;
কহিল, ভৱে পার, দোৱ খুলে দে—

পাৰ্বতী কথা কৰে না ।

ও পার—

আমি কিছুতেই থাব না, বলিয়া পাৰ্বতী অক্ষাৎ কুক্ষ-আবেগে সেইখানেই
লুটাইয়া পড়িল—বহুক্ষণ ধীৱিয়া বড় কাঙ্গা কাহিতে লাগিল। ঘৱেৱ ভিতৰ
এখন গাঢ় অক্ষকাৰ—কিছুই দেখা থাব না। দেবদাস শুধু অহমান কৱিয়া
বুৰ্কিল, পাৰ্বতী ঘাটিতে পড়িয়া কাহিতেছে—ধীৱে ধীৱে ডাকিল, পার !

পাৰ্বতী কানিয়া উত্তৰ দিল, দেবদাস, আমাৰ বে বড় কষ্ট !

দেবদাস কাছে সবিয়া আসিল। তাৰাব চক্ৰও অল—কিছ, পৰ বিকৃত
হইতে পুৱ নাই। কহিল, তা কি আৱ জানিনে রে ?

দেবদা, আমি যে ম'রে যাচ্ছি । কখনো তোমার দেৱা কৰতে পেলাম না—
আমার যে আজ্ঞার সাধ—

অক্ষকারে চোখ মুছিয়া দেবদাস কাহল, তাৎক্ষণ্যে ত সময় আছে ।

ত্বরে আমার কাছে চল, এখানে তোমাকে দেখবার যে কেউ নেই ।

তোর 'বাড়ী' গেলে খুব যত্ন কৰবি ?

আমার ছেলেবেলার স.ধ ! শ্রগের ঠাকুৰ ! আমার এ সাধটি পূৰ্ণ কৰিয়া
দাও ! তারপর যবি—তাতেও দুঃখ নেই ?

এবার দেবদাসের চোখেও জল আসিয়া পড়িল ।

পার্বতী পুনরায় কহিল, দেবদা, আমার বাড়ী চল ।

দেবদাস চোখ মুছিয়া বলিল, আচ্ছা থাব ।

আমাকে ছুঁয়ে বল, যাবে ?

দেবদাস অহমান কৰিয়া পার্বতীর পদপ্রাপ্ত স্পর্শ কৰিয়া বলিল, এ-কথা
কখন ভুলব না । আমাকে যত্ন কয়লে যদি তোমার দুঃখ ঘুচে—আমি থাব
মৰবার আগেও আমার এ কথা অৱগ থাকবে ।

তেজ

পিতার মৃত্যুর পূর্ব ছয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত বাটিতে থাকিয়া দেবদাস
একেবারে জালতন হইয়া উঠিল । স্থুত নাই, শাস্তি নাই, নিতান্ত একথেয়ে
জীবন । তার উপর ক্রমাগত পার্বতীর চিষ্ঠা ; আজকাল সব কাজেই তাহাকে
মনে পড়ে । আর, তাই দ্বিজদাস এবং পতিত্রতা আভ্যন্তায়া দেবদাসের জালা
অন্তর্ব বাঢ়াইয়া তুলিলেন ।

গৃহিণীর অবস্থাও দেবদাসের শ্বায় । স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত
স্মৃথি ফুরাইয়া গিয়াছে । পরাধীনভাবে এ বাড়ী তাঁহাব ক্রমে অসহ হইয়া
উঠিতেছে । আজ কয়দিন হইতে তিনি কাশীবাসের সঙ্গে কৰিতেছেন, শুধু
দেবদাসের বিবাহ না দিয়া যাইতে পারিতেছেন না । বলিতেছেন—দেবদাস, একটি
বিধে কর—আমি দেখে থাই । কিন্তু তাহা কিঙ্গো সম্ভব ? একে অশৌচ অবস্থা,
তার উপর 'আবার মনোমুক্ত পাত্রী'র সঙ্গান কৰিতে হইবে । আজকাল তাই
গৃহিণীর মাঝে মাঝে দুঃখ হয় যে, সে-সময় পার্বতীর সহিত বিবাহ হিলেই বেশ

হইত। একদিন তিনি দেবদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, দেবদাস, আর ত পারিনে—দিন-কতক কাশী গেলে হয়। দেবদাসের তাহাই ইচ্ছা, কহিল, আমিও তাই বলি। ছ'মাস পরে ফিরে এলেই হবে।

ই বাবা, তাই কৰ।^১ শেষে ফিরে এসে তার কাজ হয়ে গে, তোর বিয়ে দিয়ে তোকে সংসারী দেখে, আমি কাশীবাস করব।

দেবদাস স্থীরুত্ত হইয়া জননীকে কিছুদিনের জন্য কাশীতে রাখিয়া আসিয়া, কলি কাতায় চলিয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া তিন-চাব দিন ধরিয়া দেবদাস চুণিলালের সন্ধান করিল। সে নাই, বাসা পরিবর্তন করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একদিন সন্ধ্যার সময় দেবদাস চন্দ্ৰমুখীৰ কথা শ্বরণ করিল। একবার ঘেৰা করিলে হয় না? এতদিন তাহাকে ঘোটেই মনে পড় নাই। দেবদাসের ঘেন একটু লজ্জা করিল, একটা গাঁৈ ভাড়া করিয়া সন্ধ্যার কিছ পরেই চন্দ্ৰমুখীৰ বাটীৰ সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ ডাকাডাকিৰ পৱ ভিতৰ হইতে স্বীকৃতে উত্তৰ আসিল—এখানে নয়।

সন্মুখে একটা গ্যাসপেষ্ট ছিল, দেবদাস তাহার নিকটে সরিয়া আসিয়া কাহল, বলতে পার সে স্বীলোকটি কোথায় গেছে?

জানালা খুলিয়া কিছুক্ষণ সে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, তুমি কি দেবদাস?
ই।

দাঢ়া—দোৱ খুলে দিই।

ধাৰ খুলিয়া দে কহিল, এস—

কঠিনৰ ঘেন কতকটা পরিচিত, অথচ ভাল চিনিতে পারিল না। একটু অন্ধকাৰও হইয়াছিল। সন্দেহে কহিল, চন্দ্ৰমুখী কোথায় বলতে পার?

স্বীলোকটি শৃঙ্খলায় আসিয়া কহিল, পারি; ওপৱে চল।

এবাব দেবদাস চিনিতে পারিল—অংঢ়া, তুমি?

উপৱে গিয়া দেবদাস দেখিল, চন্দ্ৰমুখীৰ পৱখে কালাপেড়ে ধূতি, কিছ মলিন হাতে শুধু দু'গাছি বালা, অন্য অনঙ্কাৰ নাই। মাথাৱ চূল এলোমেলো। বিশ্বিত হইয়া বলিল, তুমি? ভাল কৰিয়া চাহিয়া দেখিল, চন্দ্ৰমুখী পূৰ্বাপেক্ষা অনেক কুশ হইয়াছে। ।^১ কহিল, তোমাৰ অহুখ হয়েছিল?

চন্দ্ৰমুখী হাসিয়া কহিল, শাৱীৱিক একটুও নয়। তুমি ভাল ক'রে বোস।

দেবদাস শব্দ্যান্ত উপৰেশন করিয়া দেখিল, ঘৱটিৰ একেবাৱে স্বাগাগোড়া;

ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିୟାଛେ । ଗୃହସାମିନୀର ଯତ ତାହାର ଦୁର୍ଦ୍ଧାର ସୀମା ନାହିଁ । ଏକଟି ଓ ଆସବାବ ନାହିଁ—ଆମମାରୀ, ଟେବିଲ, ଚେଯାରେର ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଯା ଆଛେ । ଶୂନ୍ୟ ଏକଟି ଶ୍ଵଷା ; ଢାନ୍ଦର ଅପରିକ୍ଳିତ, ଦେଇଲେର ଗାୟେର ଛବିଙ୍ଗଲୋ ସୃଜିଯା ଫେଲା ହିୟାଛେ, ଲୋହାର କାଠି ଏଥିନୋ ପୌତା ଆଛେ, ଦୁଇ-ଏକଟାର ଲାଲ ଫିତା ଏଥିନେ ଝୁଲିତେଛେ । ଉପରେର ମେଇ ସଂଚିଟା ଏଥିନେ ବ୍ୟାକେଟେର ଉପର ଆଛେ, କିନ୍ତୁ ନିଃଶବ୍ଦ । ଆଶେପାଶେ ମାକଡ଼ିଲା ମରେଇ ଯତ କରିଯା ଆଲ ବୁନିଯା ରାଖିଯାଛେ । ଏକ କୋଣେ ଏକଟା ତିଳେ-ଦୀପ ମୁହଁ ଅଲୋକ ବିତରଣ କରିତେଛେ—ତାହାରଇ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଦେବଦାସ ନୂନ ଧରନେର ଗୃହସଙ୍ଗ୍ଜ ଦେଖିଯା ଲାଇଲ । କିଛି ବିଶ୍ଵିତ, କିଛି କ୍ଷର ହିୟା କହିଲ, ଚଞ୍ଚ, ଏମନ ଦୁର୍ଦ୍ଧା କେମନ କ'ରେ ହ'ଲ ?

ଚଞ୍ଚମୂଳୀ ମ୍ଲାନ-ହାସି ହାସିଯା କହିଲ, ଦୁର୍ଦ୍ଧା ତୋମାକ କେ ବଲଲେ ? ଆମାର ତ କାଗ୍ଯ ଖୁଲେଚେ ?

ଦେବଦାସ ବୁଝିତେ ପାରିଲ ନା ; କହିଲ, ତୋମାର ଗାୟେର ଗହନାଇ ବା ଗେଲ କୋଥାଯା ?

ବେଚେ ଫେଲେଚି ।

ଆସବାବପତ୍ର ?

ତାଓ ବେଚେଚି ।

ବୁରେର ଛବିଙ୍ଗଲୋ ଓ ବିକ୍ରି କରେଚ ?

ଏବାର ଚଞ୍ଚମୂଳୀ ହାସିଯା ସମ୍ମୁଖେ ଏକଟା ବାଡ଼ୀ ଦେଖାଇଯା କହିଲ, ଓ ବାଡ଼ୀର କ୍ଷେତ୍ରମଣିକେ ବିଲିଯେ ଦିଯେଚି ।

ଦେବଦାସ କିଛକଣ ମୁଖପାନେ ଚାହିଯା ଧାକିଯା କହିଲ, ଚୁଣିବାବୁ କୋଥାର ?

ବୁଝାତେ ପାରିଲେ । ମାସ ଦୁଇ ହ'ଲ ଝଗଡ଼ା କ'ରେ ଚଲେ ଗେଛେ, ଆର ଆସେନି ।

ଦେବଦାସ ଆରା ଆଶର୍ଯ୍ୟ ହାଇ—ଝଗଡ଼ା କେନ ?

ଚଞ୍ଚମୂଳୀ କହିଲ, ଝଗଡ଼ା କି ହୟ ନା ?

ହୟ । କିନ୍ତୁ କେନ ?

ଦାଳାଲି କରତେ ଏର୍ଷେଛି, ତାଇ ତାଡିଯେ ଦିଯେଛିଲୁମ ।

କିମେର ଦାଳାଲି ?

ଚଞ୍ଚମୂଳୀ ହାସିଯା ବଲିଲ, ପାଟେ ! ତାରପର କହିଲ, ତୁମ ବୁଝାତେ ପାର ନା କେନ ? ଏକଞ୍ଜିନ ବଡ଼ଲୋକ ଧ'ରେ ଏନେଛିଲ, ମାନେ ଦୁଃଖ ଟାକା, ଏକରାଶି ଅଳକାର, ଆର ହରଜାର ମୁମୁଖେ ଏକ ସେପାଇ; ବୁଝଲେ ?

ଦେବହାସ ସୁଖିଯା ହାସିଆ କହିଲ, କହି, ମେ ସକଳ କିଛୁଇ ତ ଦେଖିନେ ?
ଥାକଲେ ତ ଦେଖବେ ? ଆମି ତାଦେର ତାଡ଼ିଯେ ଦିଯେଛିଲାମ ।

ତାଦେର ଅପରାଧ ।

ଅପରାଧ ବେଶୀ କିଛୁ ଛିଲ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମାର ତାଳ ଲାଗେ ନା ।

ଦେବହାସ ବହୁକଷଣ ଧରିଯା ଭାବିଯା ବଲିଲ ମେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଏ କେଉ ଏଥାମେ
ଆମେନି ?

ନା ! ମେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ, ତୁମି ସାଧାର ପରଦିନ ଥେକେଇ ଏଥାମେ କେଉ ଆମେ
ନା । ତୁ ଚପି ମାକେ ମାକେ ଏମ ବସତ, କିନ୍ତୁ ମାସ-ହଇ ଥେକେ ତାଓ ବର ।

ଦେବହାସ ବିଜାନାର ଉପରେ କୁହିଯା ପଡ଼ିଲ । ଅନ୍ତ ଦିକେ ଚାହିଯା ବହୁକଷଣ ମୌଳ
ଥାକିଯା ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲ, ଚଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତି, ତବେ ଦୋକାନପାଟ ମୟ ତୁଲେ ଦିଲେ ?

ହୀ—ଦେଉଲେ ହସେ ପଡ଼େଚି ।

ଦେବହାସ ମେ କଥାଯ ଉତ୍ତର ନା ଦିଯା ବଲିଲ, କିନ୍ତୁ ଥାବେ କି କ'ବେ ?

ଏହି ସେ ଶୁଣଲେ କିଛୁ ଗହନାପତ୍ର ଛିଲ, ବିକିନି କବେଚି ?

ମେ ଆର କତ ।

ବେଶୀ ନଯ । ପ୍ରାୟ ଆଟ-ନ'ଖ ଟାକା ଆମାର କାହେ ଆତେ । ଏକକଳ ମୂର୍ଖ
କାହେ ରେଖେ ହିସେଚି—ମେ ଆମାକେ ମାମେ ହୁଡ଼ି ଟାକା ଦେଇ !

ହୁଡ଼ି ଟାକାର ଆଗେ ତ ତୋମାର ଚଳନ୍ତ, ନା !

ନା, ଆଜିଓ ତାଳ ଚଲେ ନା । ତିନମାସେର ବାଡ଼ି-ଭାଡ଼ା ଯାଏଇ, ତାଇ ମନେ କରିଛି
ହାତେର ଏହି ଦୁଃଖାଚା ବାବା ବିକିନି କବି ମୟ ପବିଶୋଧ କ'ବେ ଦିଯେ ଆର କୋଥାଓ
ଚଲେ ଯାଏ ।

କୋଥାର ଯାବେ ?

ତା ଏଥିନେ ଥିଲ କରିନି । କୋନ ମତ୍ତା ମୂଳକେ ଯାଏ—କୋନ ପାଡ଼ାଗୀରେ—
ବେଖାନେ ହୁଡ଼ି ଟାକାର ମାସ ଚଲେ ।

ଏତଦିନ ଶାଖାନି କେନ ? ସହି ସତ୍ୟାଇ ତୋମାର ଆର କିଛୁ ଅଗ୍ରହୀ ନେଇ ତ
ଏତଦିନ କେନ ଧାର-କଞ୍ଜ ବାଡ଼ାଲେ ?

ଚଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତି ନତ୍ୟୁଥେ ଛିଛୁକଷଣ ଭାବିଯା ଲାଇଲ । ତାହାର ଜୀବନେ ଏ କଥାଟା ବଲିଲେ
ଆଉ ତାହାର ପ୍ରେସ ମଙ୍ଗା କରିଲ । ଦେବହାସ ବଲିଲ ଚାହୁଁ କରଲେ ସେ ?

ଚଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତି ଶୟାର ଏକପାଞ୍ଚ ସକୁଟିତ ଭାବେ ଉପଦେଶନ କରିଯା ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲ,
ରାଗ କରୋ ନା.; ଯାବାର ଆଗେ ଆଗେ କରିହିଲାମ, ତୋମାର ମନେ ହେବା ହ'ଲେ ତାର

হয়। ভাবলাম, তুমি হয়ত আর একবার আসন্নে। আজ তুমি এসেচ, এখন
কালই যাবার উচ্চোগ কৰুব; কিন্তু কোথায় যাই, ব'লে দেবে?

দেবদাস বিশ্বিত হইয়া উঠিয়া বসিল; কহিল, শুধু আমাকে দেখবার আশায়?
কিন্তু কেন?

একটা খেয়াল। তুমি আমাকে বড় ঘৃণা করতে। এত ঘৃণা কেউ কখনও
করেনি,,বোধ হয় আই। আজ তোমার মনে পড়বে কিনা ভানিনে, কিন্তু
আমার বেশ মনে আছে,—যেদিন তুমি এখানে প্রথম এলে, সেইদিন খেকেই
তোমাব উপর আমার দৃষ্টি পড়েছিল। তুমি ধনীর সন্তান তা জানতাম; কিন্তু
ধনেব আশায় তোমার পানে আকৃষ্ট হইনি। তোমার পূর্বে কত লোক এখানে
এসেছে, গেছে,—কিন্তু কারো ভিতবে কখনো তেজ দেখিনি। আজ তুমি
এসেই আমাকে আঘাত করলে; একটা অযাচিত উপযুক্ত অথচ অমুচিত ঝুঁ
ব্যবহার; ঘণায় মুগ ফিরিয়ে রাইলে শেষে তামাসাব মত কিছু দিয়ে গেলে।
এসব মনে পড়ে কি?

দেবদাস চূপ কবিয়া রাখিল। চন্দ্রমূর্তী পুনরায় কহিতে লাগিল, সেই অবধি
তোমাব প্রতি দৃষ্টি রাখলাম। ভালবেসে নয়, ঘৃণা করেও নয়। একটা ন্তুন
জিনিয় দেখলে যেমন তা খুব মনে থাকে, তোমাকেও তাই কিছুতেই ভুলতে
পারিনি—তুমি এলে বড় ভয়ে ভয়ে সর্তক হয়ে থাকতাম, কিন্তু না এলে কিছুই
ভাল লাগত না। তাৰ পৰ আবার কি যে মতিভ্রম ঘটল—এই দুটো চোখে
অনেক জিনিমই আৱ একবুকম দেখতে লাগলাম। পূর্বেন ‘আখি’ৰ সঙ্গে
এমন কৱে বদলে গেলাম—যেন সে ‘আমি’ আৱ নয়। তাৰ পৰে তুমি মদ
ধৰলে। মদে আমাৰ বড় ঘৃণা। কেউ মাতাল হ'লে তাৰ উপৰ বড় রাগ হ'ত।
কিন্তু তুমি মাতাল হ'লে রাগ হ'ত না; কিন্তু বড় দুঃখ পেতাম।—বলিয়া চন্দ্রমূর্তী
দেবদাসেৰ পায়েৰ উপৰ হাত রাখিয়া ছলছল চক্ষে কহিল, আমি বড় অধম, আমাৰ
অপৰাধ নিয়ো না। তুমি যে কত কথা কইতে, কত বড় ঘণায় সৰিয়ে দিতে;
আমি কিন্তু তোমার তত কাছে যেতে চাইতাম। শেষে ঘূমিয়ে পড়লে—থাক
সে-সব বলব না, হয়ত আবার রাগ কৱে বসবে।

দেবদাস কিছুই কহিল না—ন্তুন ধৰনেৱ নথাবাঞ্চা তাহাকে কিছু ক্লেশ
দিতেছিল। চন্দ্রমূর্তী গোপনে চক্ৰ মুছিয়া কহিতে লাগিল, একদিন তুমি বললে
—আমৱা কত সহ কৱি। লাঙ্গনা, অগমান,—জগত অত্যাচাৰ, উপজ্ববেৰ কথা

—সেইদিন থেকেই বড় অভিমান হয়েচে আঁমি সব বক্ষ করে দিয়েচি।

দেবদাস উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাপা করিল, কিন্তু দিন চলবে কি করে?

চন্দ্রমূর্থী কহিল মে ত আগেই বলেচি।

মনে কর, মে যদি তোমার সমস্ত টাকা ফাঁকি দেয়—

চন্দ্রমূর্থী ভয় পাইল না। শান্ত সহজভাবে কহিল, আশৰ্দ্য নয়, কিন্তু তাও ভেবেচি। বিপদে পড়লে তোমার কাছে কিছু ভিক্ষা চেফে নেব।

দেবদাস ভাবিয়া কহিল, তাই নিয়ো। এখন আর কোথাও যাবার উচ্ছেগ কর।

কালই করব। বালা দু'গাছা বেচে, একবার মূদীর সঙ্গে দেখা করব।

দেবদাস পকেট হইতে পাঁচখানা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া বালিশের তলে রাখিয়া কহিল,—বালা বিক্রি করো না, তবে মূদীর সঙ্গে দেখা করো। কিন্তু যাবে কোথায়? কোন তৌরেষ্ঠানে?

না দেবদাস। তৌরেষ্ঠের উপর আমাৰ তত আস্থা নেই। কলকাতা থেকে বেশী দূৰে যাব না। কাছাকাছি কোন গ্রামে গিয়ে থাকব।

কোন ভদ্র পরিবারে কি দাশীবৃত্তি করবে?

চন্দ্রমূর্থীর চোখে আবার জল আসিল। মুছিয়া কহিল, প্রবৃত্তি হয় না। স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে থাকব। কেন দুঃখ করতে যাব? শ্রীরেৱ দুঃখ কোনদিনই সইনি, এখনও সইতে পারব না। আব বেশী টানাটানি কৰলে হয়ত ছিঁড়ে যাবে।

দেবদাস বিশ্ব মুখে দ্বিতীয় হাসিল; কহিল, কিন্তু সহয়ের কাছে থাকলে আবার হয়ত প্রলোভনে পড়বে—মাঝুমের মনকে বিশ্বাস নাই।

এবার চন্দ্রমূর্থীর মুখ প্রফুল্ল হইল। হাসিয়া কহিল, সে-কথা সত্যি, মাঝুমের মনকে বিশ্বাস নেই বটে, কিন্তু আমি আৰ প্রলোভনে পড়ব না। স্তীলোকেৱ লোভ বড় বেশী তাৰ মানি, কিন্তু যা-কিছু লোভেৱ জিনিস ঘণাইচ্ছা কৱেই ত্যাগ কৰচি, তখন আৰ আমাৰ ভয় নেই। হঠাৎ যদি ঘোকেৱ ওপৰ ছাড়তাম, তা হ'লে হয়ত সাবধান হবাৰ আবশ্যক ছিল, কিন্তু এতদিনেৱ মধ্যে একটা দিনও ত আমাকে অহুতাপ কৱতে হয়নি। আমি যে বেশ স্বৰ্ণে আছি।

তখাপি দেবদাস মাথা নাড়িল; কহিল, স্তীলোকেৱ মন বড় ঠক্কল—বড় অবিশ্বাসী।

ଏବାର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଏକେବାରେ ଝାହେ ଆସିଯା ବସିଲା । ହାତ ଧରିଯା କହିଲ,
ଦେବଦାସ !

ଦେବଦାସ ତାହାର ମୁଖପାନେ ଚାହିଲ, ଏଥିନ ଆର ବଲିତେ ପାରିଲ ନା, ଆମାକେ
ଅର୍ପଣ କ'ରୋ ନା ।

ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଜେହ ବିଶ୍ଵାସିତ ଚଙ୍ଗେ, ଦୟଃ କଷିପିତ କଠେ ତାହାର ହାତ ହୁଟି ନିଜେର
କୋଲେର ଉପବ ଟୀଲିଯା ଲଈଯା କହିଲ, ଆଉ ଶେଷ ଦିନ, ଆଉ ଆବ ବାଗ କ'ରୋ ନା ।
ଏକଟା କଥା ତୋମାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାର ବଡ ସାଧ ହୁଁ ।—ବଲିଯା ଦେ କଣକାଳ ଛିର
ଦୃଷ୍ଟିତେ ଦେବଦାସେର ମୁଖେର ପାନେ ଚାହିଯା ଥାକିଯା କହିଲ, ପାର୍ବତୀ ତୋମାକେ କି ବଡ଼
ବୈଶୀ ଆଘାତ କରେଚେ ?

ଦେବଦାସ ଅଛୁଟି କରିଲ, ବଲିଲ, ଏ-କଥା କେନ ?

ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ବିଚଳିତ ହଇଲ ନା । ଶାନ୍ତ ଦୂଢ଼ରେ ବଲିଲ, ଆମାର କାଜ ଆହେ ।
ତୋମାକେ ସତ୍ତ୍ଵ ବଲଛି, ତୁମି ଦୁଃଖ ପେଲେ ଆୟାରୁଓ ବଡ଼ ବାଜେ । ତା ଛାଡ଼ି ଆମି
ବୋଧ ହୁଁ ଅନେକ କଥାଇ ଜାନି । ମାରେ ମାରେ ନେଶାର ବୋରେ ତୋମାର ମୁଖ ଥେକେ
ଅନେକ କଥାଇ ଶୁଣେଚି ; କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆୟାବ ବିଦ୍ୱାସ ହୁଁ ନା ଯେ, ପାର୍ବତୀ ତୋମାକେ
ଠକିଯେଚେ ; ବରଞ୍ଚ ମନେ ହୁଁ, ତୁମି ନିଜେଇ ନିଜେକେ ଠକିଯେଚେ । ଦେବଦାସ, ଆମି
ତୋମାର ଚେଯେ ବସିଲେ ବଡ଼, ଏ ସଂସାରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖେଛି । ଆୟାବ କି ମନେ
ହୁଁ ଜାନ । ନିଶ୍ଚ ମନେ ହୁଁ, ତୋମାରଇ, ଭୁଲ ହେଯେଚେ । ମନେ ହୁଁ, ଚକଳ ଏବଂ
ଅନ୍ଧରଚିତ୍ତ ବଲେ ଜୀଲୋକେର ଯତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମି, ତତ୍ତ୍ଵାନି ଅଧ୍ୟାତ୍ମିର ତାରା ଯୋଗ୍ୟ ନୟ ।
ଅଧ୍ୟାତ୍ମି କରିତେ ତୋମରା, ସ୍ଵର୍ଗୀୟ କରିତେ ତୋମରା । ତୋମାଦେର ଯା ବଲବାର—
ଅନାଗ୍ରାସ ବଲ ; କିନ୍ତୁ ତାରା ତା ପାରେ ନା । ନିଜେବ ମନେର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିତେ
ପାରେ ନା ; ପାରିଲେ ତା ସବାଇ ବୋରେ ନା । କେନ ନା, ବଡ଼ ଅନ୍ପଟି ହୁଁ—ତୋମାଦେର
ମୁଖେର କାହେ ଚାପା ପଡ଼େ ଯାଏ । ତାର ପରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିଟାଇ ଲୋକେର ମୁଖେ ମୁଖେ
କ୍ଷଟ୍ଟତର ହେଁ ଓଠେ ।

ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଏକଟୁ ଥାମିଯା କଟ୍ଟବ ଆରୁଓ ଏକଟୁ ପରିଷାର କରିଯା ବଲିତେ ଲାଗିଲ,
ଏ ଜୀବନେ ଭାଲବାସାର ବ୍ୟବସା ଅନେକଦିନ କରେଚି କିନ୍ତୁ ଏକଟିବାର ଆତ
ଭାଲବେଶେଚି । ସେ ଭାଲବାସାର ଅନେକ ମୂଳ୍ୟ । ଅନେକ ଶିଖେଚି ଜାନ ତ,
ଭାଲବାସା ଏକ, ଆର କ୍ଲପେର ମୋହ ଆର ; ଏ-ହୁଁବୁଡ଼ ଗୋଲ ବାଧେ, ଆର ପୁକ୍କରେଇ
ବୈଶୀ ଗୋଲ ବାଧ୍ୟ । କ୍ଲପେର ମୋହଟା ତୋମାଦେର ଚେଯେ ଆମାଦେର ନାକି ଅନେକ
କମ, ତାଇ ଏକ ଦତ୍ତେଇ ଆମରା ତୋମାଦେର ମତ ଉତ୍ସବ ହେଁ ଡେଟିନେ । ତୋମରା ଏମେ

যখন ভালবাসা আনাও,—কত কথায়, কত তাবে যখন প্রকাশ কর, আমরা চুপ ক'রে থাকি। অনেক সময় তোমাদের মনে ক্লেশ দিতে লজ্জা করে, দৃঢ়ে হয়, সঙ্গেচে বাধে। মুখ দেখতেও যখন ঘুণা বোধ হয়, তখনও হয়ত লজ্জায় বলতে পারিনে—আমি তোমাকে ভালবাসতে পারব না। তারপরে একটা বাহির প্রণয়ের অভিনয় চলে একদিন, যখন তা শেষ হয়ে যায়, পুরুষমাঝে বেগে অস্ত্রীর হয়ে বলে, কি বিখ্যাসবাত্ক। সবাই সেই কথা শোনে, সেই কথাই বোঝে। আমরা তখনও চুপ ক'রে থাকি। মনে কত ক্লেশ হয়, কিন্তু কে তা দেখতে যায়?

দেবদাস কোন কথা কহিল না। সে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মুখপানে চাহিয়া ধাকিয়া বলিল, হয়ত একটা মমতা অন্নায়; দ্বিলোক মনে করে এই বুঁৰি ভালবাসা।। শাস্ত ধীরভাবে সংসারের কাঞ্জকর্ষ করে, দৃঢ়ের সময়ে প্রাণপনে মাহায করে, তোমরা কত স্বত্যাক্ষি কর,—মুখে মুখে তার কত ধন্ত ধন্ত! কিন্তু হয়ত তখনো তার ভালবাসার বর্ণপরিচয় হয় না। তার পরে যদি কোন অস্তু মুহূর্তে তাহার বুকের ভিতরটা অসহ বেদনায় ছফ্ট করে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়, তখন—বলিয়া সে দেবদাসের মুখের পানে তৌর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তখন তোমরা চীৎকার করে বলে উঠো—কলঙ্কিনা! ছিঃ—ছিঃ!

অক্ষয় দেবদাস চক্রমূখীর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, চক্রমূখী, ও কি!

চক্রমূখী ধীরে ধীরে হাত সরাহ্না দিয়া কহিল, ভয় নেই দেবদাস, আমি তোমার পার্বতী কথা বলচিনে।—বলিয়া সে মৌন হইল।

দেবদাসও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ধাকিয়া অগ্রমনক্ষেত্র মত কহিল, কিন্তু কর্তব্য আছে ত? ধর্ষাধর্ষ আছে ত?

চক্রমূখী বলিল, তা ত আছেই। আর আছে বলেই, দেবদাস, যে যশোর্ধ ভালবাসে, সে সহ করে থাকে। শুনু অস্তরে ভালবেসেও যে কত মুখ, কত তৃপ্তি—যে টের পায়, সে নিরীক্ষ সংসারের মাঝে দৃঢ়-অশাস্তি আনতে চায় না। কিন্তু কি বলছিলাম দেবদাস,—আমি নিষ্পত্তি আনি, পার্বতী তোমাকে একবিন্দু ঠকায়নি, জুমি আপনাকেই ঠকিয়েচে। আজ এ-কথা বেকাবার তোমার সাথ্য নেই, আমি আনি; কিন্তু যদি কখনও সে-সময় আসে, তখন হয়ত দেখতে পাবে আমি সজ্জি কথা বলেছিলাম।

দেবদাসের দুই চক্র জলে ভরিয়া উঠিল। আজ কেনে করিয়া তাহার ঘেন-

মনে হইতে লাগিল, চক্রমুখীর কথাই সত্য। এই চোখের জল চক্রমুখী দেখিতে পাইল, কিন্তু মুছাইবার চেষ্টা করিল না। মনে মনে বলিতে লাগিল, তোমাকে আমি অনেকবার অনেক ব্রকমে দেখেছি, আমি তোমার মন জানি। বেশ বুঝেছি, সাধারণ পুরুষের মত তুমি সেধে ভালবাসা জানাতে পারবে না। তবে ক্রপের কথা—ক্রপ কে না ভালবাসে? কিন্তু তাই বলেই যে তোমার অত্থানি তেজ ক্রপের পায়ে আচ্ছবিসর্জন করে ফেলবে, সে-কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। পার্বতী হয়ত খুব ক্রপবতী; কিন্তু তবু মনে হয়, সে-ই তোমাকে আগে ভাল-বেসেছিল, আগে নে-কথা জানিয়েছিল।

মনে মনে বলিতে বলিতে সহসা তাহার মূখ দিয়া অশুটে বাহির হইয়া পড়িল, নিজেকে দিয়েই বুঝেছি, সে তোমাকে কত ভালবাসে।

দেবদাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিল, কি বললে?

চক্রমুখী কহিল, কিছু না। বলছিলাম যে, সে তোমার ক্রপে ভোলেনি। তোমার ক্রপ আছে বটে, কিন্তু তাতে ভুল হয় না। এই তীব্র ক্রপ সকলের চোখেও পড়ে না; কিন্তু যার চোখে পড়ে, সে আর ফিরতে পারে না,—বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃখ্যাম ফেলিয়া বলিল, তুমি যে কি আকর্ষণ, তা যে কখন তোমাকে ভালবেসেছে সে জানে। এই স্বর্গ থেকে শাধ করে ফিরে যাবে, এমন মেয়ে মাহুশ কি পৃথিবীতে আছে?

আবার কিছুক্ষণ নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া সে যত যত বলিতে লাগিল,—এ ক্রপ ত চোখে পড়ে না! বুকের একেবারে মাঝখানটিতে এর গভীর ছায়া পড়ে। তার পরে দিন শেষ ৬'লে আগুনের নক্ষে চিতায় ছাই হয়ে যায়!

দেবদাস বিশ্বল-দৃষ্টিতে চক্রমুখীর পানে চাহিয়া কহিল, আজ এসব তুমি কি বলচ?

চক্রমুখী যত্থ হাসিয়া বলিল, এমন বিপদ আর নেই দেবদাস, যাকে ভালবাসি না, সে যদি জোর করে ভালবাসার কথা শোনায়! কিন্তু আমি শুধু পার্বতীর অস্ত ওকালতি করছিলাম—নিজের অন্ত নয়।

দেবদাস উঠিতে উচ্ছত হইয়া বলিল, এবার আমি যাই।

আব একটু বসো। কখনো তোমাকে সজ্ঞানে পাইনি, কখনো এমন করে হাত দুটি ধরে কথা বলতে পাইনি—এ কি ত্রুপি! বলিয়াই হঠাৎ হাসিয়া উঠিল।

দেবদাস আকর্ষণ্য হইয়া কহিল, হাসিলে যে ?

ও কিছু নয়, শুধু একটা পুরানো কথা মনে পড়ে গেল। সে আজ দশ বছরের
কথা—তখন আমি ভালবেসে ঘর ছেড়ে চলে আস্তি। তখন মনে হত, কত না
ভালবাসি, বুঝি প্রাণটা ও দৃতি পারি। তার পর একদিন তুচ্ছ একটা গয়না
নিয়ে দুঁজনের এমনি ঝগড়া হয়ে গেল যে, আর কথনো কেউ কারো মুখ দেখলাম
না। মনকে সাজ্জনা দিলাম, সে আমাকে মোটেই ভালবাসত না,—না হ'লে
একটা গয়না দেয় না !

আর একবার চন্দ্রমূর্তী নিজের মনে হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই শাস্তি গন্তীর
মুখে মৃহু মৃহু কহিল, ছাই গয়না ! তখন কি জ্ঞানতাম, একটু সামাজি মাথা-ধৰা
সারাবার জগ্নেও অকাতরে এই প্রাণটা পর্যস্ত দেওয়া যায়। তখন না, বুরুতাম
সীতা-দময়স্তীর ব্যথা, না বিশ্বাস করতাম জগাই-মাধাইয়ের কথা। আচ্ছা দেবদাস,
এ জগতে সকলই সন্তুষ, না ?

দেবদাস কিছুই বলিতে পারিল না ; হতবুদ্ধির মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া
কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমি যাই—

তাম কি, আরো একটু বসো। আমি তোমাকে আর ভুলিয়ে রাখতে
চাইনে—সেদিন আমার কেটে গেছে। এখন তুমিও আমাকে যতখানি
ঘৃণা করো, আমিও ততখানি ঘৃণা করি ; কিন্তু দেবদাস, একটা বিয়ে কর না
কেন ?

এতক্ষণে দেবদাসের যেন নিঃখাস পড়িল ; একটু হাসিয়া কহিল, উচিত বটে,
কিন্তু প্রবৃত্তি হয় না ।

না হ'লেও কর। ছেলে-মেয়েদের মুখ দেখলেও অনেক শাস্তি পাবে। তা
ছাড়া, আমারও একটা উপায় হয়। তোমার সংসারে দোসীর মত থেকেও বছলে
দিন কাটাতে পারব ।

দেবদাস সহান্তে কহিল, আচ্ছা, তখন তোমাকে ডেকে আনব ।

চন্দ্রমূর্তী তাহার হাসি যেন দেখিতেই পাইল না ; কহিল, দেবদাস, আর একটা
কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে ।

কি ?

তুমি এতক্ষণ আমার মনে কথা কইলে কেন ?

কোন দোষ হয়েছে কি ?

দেবদাস—৩

তা জানিনে। কিঞ্চিৎ নতুন বটে ! মদ খেয়ে জ্ঞান না হারালে, কখন ত পূর্বে
আমার মুখ দেখতে না।

দেবদাস সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া বিষণ্ণ মুখে কহিল, এখন মদ ছুঁতে নেই--
আমার পিতার মৃত্যু হয়েচে।

চন্দ্রমুখী বহুক্ষণ করণ চক্ষে চাহিয়া ধাকিয়া কহিল. এব পথে আব
খাবে কি ?

বলতে পারিনে।

চন্দ্রমুখী তাহার হাত দুটি আব একটু টানিয়া লইয়া অঙ্গ-ব্যাকুল-স্বরে
কহিল, যদি পার, ছেড়ে দিয়ো,—অসময়ে এমন সোনার প্রাণ নষ্ট
ক'রো না।

দেবদাস মহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল আমি চলাম। যেখানে যাও
সংবাদ দিয়ে—আব যদি কখনো কিছু প্রয়োজন হয়, আমাকে লজ্জ
ক'রো না।

চন্দ্রমুখী প্রণাম কবিয়া পদধূলি লইয়া বলিল, আশীর্বাদ কব, ঘেন স্বর্থী হই।
আব একটা ভিক্ষা—ঈর্ষের না করন, কিঞ্চিৎ যদি কখনও দাসীব প্রয়োজন হয়,
আমাকে স্ববন্ধ ক'রো।

অ'চ্ছা।—বলিয়া দেবদাস চলিয়া গেল। চন্দ্রমুখী যুক্ত-কবে কাঁদিয়া বলিল.
ভগবান ! আব একবাব যেন দেখা হয়।

চৌক

বৎসর ছই হইল, পার্বতী মহেন্দ্রের বিবাহ দিয়া অনেকট। নিশ্চিন্ত হইয়াছে।
অলদবালা বৃক্ষিমতী ও কশ্পপটু। পার্বতীর পরিবর্তে সংসারের অনেক কাঙ
সে-ই কবে। পার্বতী এখন অজ্ঞ দিকে মন দিয়াছে। আজ্ঞ পাঁচ বৎসর হইল
তাহার বিবাহ হইয়াছে, কিঞ্চিৎ সন্তান হয় নাই। নিজের ছেলেপুলে নাই বলিয়া
পরের ছেলেমেয়ের উপর তাহার বড় টান। গরীব-হৃষীর কথা সুন্দেশ থাক,
বাহাদুর কোন সংস্থান আছে, তাহাদিগের পুত্র-কন্তুরও অধিকাংশ ব্যবহার সে-ই

বহন করে। ইহা ভিন্ন ঠাকুরবাড়ীর কাঁজ করিয়া সাধু-সম্মানীদের সেবা করিয়া, অন্ত-খণ্ডের পরিচর্যা করিয়া তাহার দিন কাটিতেছে। শ্বামীকে প্রযুক্তি দিয়া পার্বতী আর একটা অতিথিশালা নির্মাণ করাইয়াছে। সেখানে নিরাশয়, অসহায় লোক ইচ্ছামত থাকিতে পারে—জিন্দুর-সংসার হইতেই তুহার খাওয়া মিলে। আর একটা কাঁজ পার্বতী বড় গোপনে করে, শ্বামীকেও তাহা জানিতে দেয় না। দরিদ্র ভদ্র-পরিবারে লুকাইয়া অর্ঘ্যসাহায্য করে। এটি তুহার নিষেব খরচ। শ্বামীর নিকট হইতে প্রতি মাসে যাহা পায়, সমস্তই ইহাতে ব্যয় করে। কিন্তু যেমন করিয়া যাহাই ব্যয় হউক, সদৰ কাছারির নায়েব-গোমস্তার তাহা জানিতে বাকি থাকে না। নিষেবের মধ্যে তাহারা বলাবলি করিতে থাকে—
দাসীরা লুকাইয়া শুনিয়া আসে যে, সংসারে ব্যয় আজকাল ভবলের বেশী বাড়িয়া গিয়াছে; তহবিল শৃঙ্গ—কিছুই জমা হইতেছে না। সংসারে বাজে খরচ বৃদ্ধি পাইলে দাস-দাসীর যেন তাহা মন্ত্রাঞ্চিক হয়। তাহাদের কাছে জলদ এসব কথা শুনিতে পায়। একদিন রাতে সে শ্বামীকে কহিল, তুমি কি এ বাড়ীর কেউ নও?

মহেন্দ্র বলিল, কেন বল দেখি?

শ্বামী বলিল, দাস-দাসীরা দেখিতে পায়, তুমি পাও না? কর্ত্তার নৃতন-গিঙ্গী-অন্ত প্রাণ—তিনি ত আর কিছু বুঝবেন না; কিন্তু তোমার বলা উচিত।

মহেন্দ্র কথাটা বুঝিল না, কিন্তু উৎসুক হইয়া উঠিস ; জিজ্ঞাসা করিল, কিসের কথা?

জলদবালা গভীর হইয়া শ্বামীকে মন্ত্রণা দিতে লাগিল—নতুন মা'র ছেলেমেরে নাই, তাঁর কেন সংসারে টান হবে, সব যে উড়িয়ে দিলেন, দেখতে পাও না!

মহেন্দ্র ঝুঁকিত করিয়া কহিল, কি করে?

জলদ কহিল, তোমার চোখ থাকলে দেখতে পেতে। আজকাল সংসারের বিশুণ খরচ—সদাব্রত দান-খয়রাত, অতিথি-ফকির। আচ্ছা, তিনি যেন পরলোকের কাজ করছেন; কিন্তু তোমারও ছেলেমেষে হবে? তখন তারা খাবে কি? নিষেব অনিষ্ট বিলিয়ে দিয়ে কি শেষে ভিক্ষে করবে নাকি?

মহেন্দ্র শয়ার উপরে উঠিয়া বসিয়া কহিল, তুমি কুর কথা বলচ, মা'র কথা!

জলদ কহিল, আমাৰ পোড়া কথাল যে, এসব আমাৰ মুখ ফুটে বলতে
হয়।

মহেন্দ্ৰ কহিল, তাই তুমি মা'ৰ নামে নালিশ কৰতে এমেছ ?

জলদ রাগ কৱিয়া বলিল, আমাৰ নালিশ-মকন্দমায় মৰকাৰ নেই। শুধু
তেরোৱ থৰটা জানিয়ে দিলুম, নইলে শেষে আমাকেই দোষ দিতে।

মহেন্দ্ৰ অনেকক্ষণ চুপ কৱিয়া বসিয়া থাকিয়া কহিল, তোমাৰ বাপেৰ
বাড়ীতে রোজ ইঁড়ি চড়ে না, তুমি জমিদারেৰ বাড়ীৰ ধৰচেৰ ব্যাপাৰ কি
বোৰ ?

এবাবু জলদও রাগিয়া উঠিল, বলিল, তোমাৰ মা'ৰ বাপেৰ বাড়ীতেই বা ক'টা
অতিথিশালা আছে শুনি ?

মহেন্দ্ৰ আৱ তৰ্কাতৰ্কি না কৱিয়া পড়িয়া রহিল। সকালে উঠিয়া পাৰ্বতীৰ
কাছে আসিয়া কহিল, কি বিয়ে দিলে মা, একে নিয়ে সংসাৰ কৱা ঘায় না।
আমি কলকাতায় চললুম।

পাৰ্বতী অবাক হইয়া কহিল, কেন বাবা ?

তোমাৰে নামে ক'টু কথা বলে—আমি ওকে ত্যাগ কৱলুম।

পাৰ্বতী কিছুদিন হইতেই বড়বৌঝেৰ আচৰণ লক্ষ্য কৱিয়া আসিতেছিল ;
কিছ সে ভাৰ চাপা দিয়া হাসিয়া বলিল, ছিঃ বাবা, সে যে আমাৰ বড় ভাল
মেয়ে। তাৰ পৱ সে জলদকে নিষ্ঠতে ডাকিয়া কহিল, বৌমা, বগড়া হয়েছে
বুঝি ?

সকাল হইতেই জলদ শ্বাসীৱ-কলিকাতা-যাবাৰ আয়োজন কৱিয়া মনে মনে
তয় পাইয়াছিল ; শাশড়ীৰ কথায় কানিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাৰই দোষ, মা ;
কিছ ঐ দাসীৱাই থৰচপত্ৰেৰ কথা নিয়ে বলাবলি কৱে।

পাৰ্বতী তখন সমস্ত শুনিল। নিজে লজ্জিত হইয়া বধুৰ চোখ মুছাইয়া দিয়া
কহিল, বৌমা, তুমি ঠিক বলেচ। কিছ আমি মা, তেৱেন সংসাৰী নই, তাই
ধৰচেৰ দিকটা আমাৰ আৰণ ছিল না।

তাহাৰ পৱ মহেন্দ্ৰকে ডাকিয়া কহিল, বাবা, বিনা-দোষে রাগ ক'রো না—
তুমি শ্বাসী, তোমাৰ মঙ্গল-চিঞ্চোৱ কাছে ঝৌৰ আৰ সব ভূচ্ছ হৃষ্যা উচিত।
বৌমা তোমাৰ লক্ষ্যটৈ।

কিছ সেইদিন হইতে পাৰ্বতী হাত গুটাইয়া আনিল। অতিথিশালাৰ,

ঠাকুরবাড়ীর আর তেমন সেবা হইল ন্ত ; অনাধি, অঙ্ক, ফকির অনেকে ফিরিয়া থাইতে লাগিল ! কর্তা শুনিয়া পার্বতীকে ডাকিয়া কহিলেন, কনেবো, লক্ষ্মীর-ভাণ্ডার কি ফুরাল না কি ?

পার্বতী সহস্রে উভয় দিল, শুধু দিলেই চলবে কেন ? দিনকঞ্চক জমা করাও ত চাই—দেখ না, গৱাচ কত বেড়ে গেছে !

তা যাক ! আমার ক'দিন ? দিন-কতক সৎকর্ষ করে পরকালের দিকটা দেখা উচিত !

পার্বতী হাসিয়া কহিল, এ যে বড় স্বার্থপরের মত কথা গো ! নিজেরটাই দেখবে, আর ছেলেমেয়েরা কি ভেসে যাবে ! দিনকতক আবার চৃপ করে থাকো, তার পর আবার সব হবে । কাজ মাঝুমের ত আর ফুরিয়ে যায় না !*

কাজেই চৌধুরী মহাশয় নিরস্ত হইলেন ।

পার্বতীর এখন কাজ কয়িয়াছে, তাই ভাবনাটা কিছু বাড়িয়াছে । কিন্তু সমস্ত ভাবনারই একটা ধরন আছে । যাহার আশা আছে, সে একবকম করিয়া ভাবে ; আর যাহার আশা নাই, সে অন্য রকম ভাবে । পূর্বোক্ত ভাবনার মধ্যে সজীবতা আছে, স্থথ আছে, তৃপ্তি আছে, তৃথ আছে, উৎকণ্ঠা আছে, তাই মাঝুমকে আন্ত করিয়া আনে—শ্বেশীক্ষণ ভাবিতে পারে না । কিন্তু আশাহীনের স্থথ নাই, তৃথ নাই, অথচ তৃপ্তি আছে । চোখ দিয়া জলও পড়ে, গভীরতা আছে —কিন্তু নিতা নৃতন করিয়া মর্শভেদ করে না । হাঙ্কা মেঘের মত যথাতথা ভাসিয়া চলে । যেখানে বাতাস লাগে না, সেখানে দাঁড়ায় ; আর যেখানে লাগে সেখান হইতে সরিয়া যায় । তন্ময় মন উদ্বেগহীন চিন্তায় একটা সার্থকিতা লাভ করে । পার্বতীর আজকাল ঠিক তাহাই হইয়াছে । পূজা-আহিক্ক'করিতে বসিয়া, অস্ত্রিন, উদ্দেশ্যহীন হতাপ মনটা চাট করিয়া একবার তালসোনাপুরের বীশবাড়, আমবাগান, পাঠশালা-ঘর, বাঁধের পাড় প্রভৃতি ঘূরিয়া আসে । আবার হয়ত এমন কোন স্থানে লুকাইয়া পড়ে যে, পার্বতী নিজেকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না । আগে হয়ত ঠোটের কোথে হাসি আসিয়াছিল, এখন হয়ত একফোটা চোখের জল-টপ, করিয়া, কোরার জলের সঙ্গে মিশাইয়া যায় । *ত্বু দিন কাটে, কাজ করিয়া, মিট কথাবার্তা কহিয়া, পরোপকার সেবা শুঁশ্বা

করিয়াও কাটে, আবার সব ভুলিয়া ধানমন্ডা যোগিনীর শতও কাটে। কেহ কহে, লক্ষ্মী-স্বকৃপা অমূল্য! কেহ কহে, অস্তমনক্ষা উদাসিনী! কিন্তু কাল সকাল হইতে তাহার অন্য একরকমের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যেন কিছু তীব্র, কিছু কঠোর। সেই পরিপূর্ণ ধৰ্মধর্মে, জ্ঞানার গঙ্গায় যেন হঠাৎ কোথা হইতে ঝঁটার টান ধরিয়াছে। বাড়ীর কেহ কার্বণ্য জানে না, শুধু আমরা জানি। মনোরমা কাল গ্রাম হইতে একগানা পত্র লিখিয়াছে; যাহা লিখিয়াছে, তাহা এইক্ষণ্প—

পার্বতী অনেকদিন হইতে দু'জনের কেহ কাথাকেও পত্র লিখি নাই; সেজন্ত দোষটা উভয়তঃ হইয়াছে। আমার ইচ্ছা একটা মিটমাট হইয়া যায়। দু'জনেই দোষ শীকার করিয়া অভিযানটা কর করি। কিন্তু আমি বড়, তাই আমিই মানভিক্ষা চাহিয়া লইলাম। ভৱসা করি শীঘ্র উন্নত দিবে। আজ প্রায় একমাস হইল এখানে আসিয়াছি। আমরা গৃহস্থবরের মেয়েরা শারীরিক ভাল-মন্দটা তেমন বুঝি না। মরিলে বলি, গঙ্গায় গিয়াছে; আর বাঁচিয়া থাকিলে বলি, ভাল আছে। আমিও তাই ভাল আছি। কিন্তু এ ত গেল নিজের কথা। বাজে কথা। কাঙ্গের কথা ও এমন যে কিছু আছে তাও নয়; তবে একটা সংবাদ দিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কাল হইতে ভাবিতেছি দিব কিনা। নিলে তোমার ক্ষেপ হইবে, না দিলেও আমি বাঁচি না,—যেন মারীচের দশা হইয়াছে। দেবদাসের কথা শুনিয়া তোমার ত দুখ হবেই, কিন্তু আমিও যে তোমার কথা মনে করিয়া না কান্দিয়া থাকিতে পারি না। ভগবান বক্ষ করিয়াছেন, না হইলে যে তুমি অভিযানিনৌ, তার হাতে পড়িলে এতদিনে হয় অলে ডুবিতে, ন। হয় বিষ থাইতে। আর তার কথা আজ শুনিলেও শুনিবে, দু'দিন পরে হইলেও শুনিবে। কেন-না যে-কথা সংসারমুক্ত লোক জানে তার আর চাপাচাপি কি?

আজ প্রায় ছয়-সাত দিন হইল সে এখানে আসিয়াছে। তুমি ত জ্ঞান, অমিদার-গৃহিণী কাশীবাসী হইয়াছেন, আর দেবদাস কলিকাতাবাসী হইয়াছে। বাড়ী আসিয়াছে শুধু দাদার সহিত কলহ করিতে, আর টাকা লইতে। শুনিলাম। এমন সে যথে যথে আসে; যতদিন টাকার ষোগাড় না হয়, ততদিন থাকে,— টাকা পাইলেই চলিয়া যাব।

তাহার পিতা মরিয়াছেন আজ আড়াই বছর হইল। শুনিয়া আশ্রম্য হইবে

এইটুকু সময়ের মধ্যে সে নাকি তাহাৰ অৰ্পেক বিষয় উড়াইয়া দিয়াছে। দ্বিজনাস নাকি বড় হিসাবী লোক, তাই কোন-মতে পৈতৃক সম্পত্তি নিজে বাধিয়াছে, না হইলে এতদিনে পাঁচজনে লুটিয়া লইত। মুদ ও বেঙ্গায় সর্বস্বাস্ত হইতেছে, কে তাহাকে বক্ষ কৱিবে? এক পারে ঘষ! আৱ তাৰও বৌধ হয় বেশী দেৱী নাই। সৰ্ববক্ষা—যে বিবাহ কৱে নাই।

আহা, দুঃখও হয়। সে সোনাৰ বৰ্ণ নাই, সে কৃপ নাই, সে শ্ৰী নাই—এ মেন আৱ কেহ! রক্ষ চুলগুলো বাতাসে উড়িতেছে, চোখ কোটৰে চুকিয়াছে, নাক যেন খাড়াৰ মত উচ্ছত হইয়া উঠিয়াছে। কি কৃৎসিত যে হইয়াছে, তোমাকে আৱ তা কি বলিব! দেখিলে ঘণ্টা হয়, ভয় কৱে। সমস্ত দিন নদীৰ ধাৰে, ধীধেৰ পাড়ে বন্দুক-হাতে পাথী মাৰিয়া বেড়ায়। আৱ রোঞ্জে মাথা ঘূৰিয়া উঠিলৈ ধীধেৰ পাড়ে সেই কুলগাছটাৰ তলায় মুখ নীচু কৱিয়া বসিয়া থাকে। সন্ধ্যাব পৰ বাড়ী গিয়া মদ খায়—ৱাতে ঘূৰায় কি ঘূৰিয়া বেড়ায়, ভগবান আনেন।

সেদিন সন্ধ্যাব শময় নদীতে জল আনিতে গিয়াছিলাম; দেখি, দেবদাস বন্দুক-হাতে ধীৰে-ধীৰে শুক্ষমথে চলিয়া যাইতেছে। আমাকে চিনিতে পাৰিয়া কাছে আসিয়া দাঢ়াইল,—আমি ত ভয়ে মৰি! ঘাটে জনপ্রাণী নাই—আমি সেদিন আৱ আমাতে ছিলাম ন। ঠাকুৰ বক্ষ কৱিয়াছেন যে, কোনকৃপ যাতলামি কি বদমায়েসী কৱে নাই। নিবীহ তজ্জলোকটিৰ মত শাস্তভাবে বলিস, মনো, ভাল আছে। ত দিদি!

আমি আৱ কৱি কি, ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হঁ।

তখন সে একটা দীৰ্ঘনিঃশ্বাস ফেনিয়া বলিল, স্থৰে থাক মোন্ তোদেৱ দেখলে বড় আহ্লাদ হয়। তাৰ পৰ আস্তে-আস্তে চলিয়া গেল। আমি উঠিত পড়ি—প্রাণপনে ছুটিয়া পলাইলাম। মাগো! ভাগ্যে হাত-টাতে কিছু ধূৰিয়া ফেলে নাই। থাক তাৰ কথা—সে-সব দুৰ্বৃত্তদেৱ কথা লিখিতে গেলে চিঠিতে কুলায় না।

বড় কষ্ট দিলাম কি বোন? আজিও তাকে যদি না তুলিয়া থাক ত কষ্ট হইবেই; কিষ্ট উপাৰ কি? আৱ সেজন্ত রাঙ্গা পায়ে যদি অপৰাধ হইয়া থাকে ত নিজঙ্গে তোমার বেঁচোকাঞ্চী মনোদিদিকে ক্ষমা কৱিও।

কাল পত্ৰ আসিয়াছিলঁ। আজ সে মহেন্দ্ৰকে ডাকিয়া কহিল, হটে পাঁকী আৱ বুজিশুন কাহাৰ চাই, আমি এখনি তালসোনাপুৰে থাব।

মহেন্দ্র আশ্চর্যে হইয়া ওঁশ বরিল, পাঞ্জী বেহোরা আনিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু দুটো
কেন মা ?

পার্বতী কহিল, তুমি সঙ্গে যাবে, বাব ! পথে ষদি মরি, মুখে আগুন
দেবার জন্য বড়ছেলেকে প্রয়োজুন ।

মহেন্দ্র আর কিছু কহিল না । পাঞ্জী আশিলে দুইজনে প্রস্থান করিল ।

চৌধুরীমশায় শুনিতে পাইয়া ব্যক্ত হইয়া দাস দাসীকে ডিজাসা করিলেন,
কেহই কিছু কারণ বলিতে পারিল না । তখন তিনি বৃক্ষ খরচ করিয়া, ‘আরও
পাঁচ ছ’জন দরওয়ান দাস-দাসী পাঠাইয়া দিলেন ।

একজন সিপাহী ডিজাসা করিল, ‘পথে দেখা হ’লে পাঞ্জী ফিরিয়ে আনতে
হবে কি ?

তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, না, তাতে কাজ নেই । তোমরা সঙ্গে
যেয়ো—যেন কোন বিপদ-আপদ না ঘটে ।

সেইদিন সক্ষ্যার পর পাঞ্জী দুইটি তালসোনাপুর পৌছিল, কিন্তু দেবদাস গ্রামে
নাই । সেদিন দিপ্তিহরে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে ।

পার্বতী কপালে করাব্বাত করিয়া বলিল, অদৃষ্ট ! মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ
করিল ।

মনো বলিল, পাঞ্জ কি দেবদাসকে দেখতে এসেছিলে ?

পার্বতী বলিল, না, সঙ্গে করে নিয়ে ধাবার জন্যে এসেছিলাম । এখানে তার
আগনার লোক ত কেউ নেই ।

মনোরমা আবাক হইল । কহিল, বলিস কি ? লজ্জা কৰুত না ?

লজ্জা আবার কাকে ? নিজের জিনিষ নিজে নিয়ে ধাব—তাতে
লজ্জা কি ?

ছিঃ ছিঃ—ওকি কথা ? একটা সম্পর্ক পর্যন্ত নেই—অমন কথা মুখে
এনো না ।

পার্বতী হান-হাসি হাসিয়া কহিল, মনোদিদি, জ্ঞান হওয়া-পর্যন্ত ষে কথা
বুকের মাঝে বাসা ক’রে আছে, এক-আধবার তা মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ে ।
তুমি বোন্তাই এ-কথা শুবলে ।

‘পরদিন প্রাতঃকালে পার্বতী পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া পুনর্মান,
পাঞ্জীতে উঠিল ।

পরের

আজ দুই বৎসর হইতে অশ্ববুবি গ্রামে চন্দমুখী ঘর বাঁধিয়াছে। ছোট নদীর তীরে একটা উচু জাহাগায় তাহার বৰুৱারে দু'খানি মাটির ঘর ; পাশে একটা চালা, তাহাতে কালো রঙের একটা পরিপূর্ণ গাঁভী বাধা থাকে। ঘর দুইটির একটিতে রান্না, ডাঙ্ডার ; অপরটিতে সে শোয়। উঠান পরিষ্কার-পরিচ্ছম, রমা বাগদীর মেয়ে রোজ নিকাইয়া দিয়া থায়। চতুর্দিকে ভেরেওর বেড়া, মানথানে একটা কুলগাছ, আর একপাশে তুলসীর ঝাড়। সম্মথে নদীর ঘাট—লোক লাগাইয়া, খেজুর গাছ কাটিয়া সিঁড়ি তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। সে স্তুর এ-ঘাট আর কেহ ব্যবহার করে না। বর্ধার সময় দুকুল পুরিয়া চন্দমুখীর ঘাটীর নীচে পর্যন্ত জল আসে। গ্রামের লোক ব্যগ্র হইয়া কোদাল লইয়া ছুটিয়া আসে। নীচে মাটি ফেলিয়া উচু করিয়া দিয়া থায়। এ গ্রামে ভজনোকের বাস নাই। চাষা, গোসালা, বাগদী, দু'বৰ কলু, আর গ্রামের শেষে ঘর দুই মুঠীর বাস। চন্দমুখী এ-গ্রামে আসিয়া দেবদাসকে সংবাদ দেয় ; উত্তরে সে আরও কিছু টাকা পাঠাইয়া দেয়। এই টাকা চন্দমুখী গ্রামের লোককে ধার দেয় ! আপদে-বিপদে সবাই তাহার কাছে ছুটিয়া আসে—টাকা লইয়া বাড়ী যায়। চন্দমুখী স্থৰ লর না—তাহার পরিবর্তে কলাটা, মুলাটা ক্ষেত্রে শাক-চৰ্জী তাহার। ইচ্ছা করিয়া দিয়া থায় ; আসলের জন্যও কখনো পীড়াপীড়ি করে না। ষে দিতে পারে না, সে দেয় না।

চন্দমুখী হাসিয়া বলে, আর তোকে কখনো দেব না !

সে নয়ভাবে বলে, মা-ঠাকুরুণ, আশীর্বাদ কর, এবার যেন ভাল ফসল হয়।

চন্দমুখী আশীর্বাদ করে। আবার হয়ত ভাল ফসল হয় না, খৃজনার তাগাদা পড়ে—আবার আসিয়া হাত পাতিয়া দাঢ়ায়—চন্দমুখী আবার দেয়। অনে মনে হাসিয়া বলে, তিনি বাঁচিয়া থাকুন, আমার টাকার তাবনা কি !

কিন্ত তিনি কোথায় ? প্রায় ছয় মাস হইল, সে কোন সংবাদ পায় নাই। চিঠি লিখে জ্বাব আসে না, রেজেক্ট করিয়া দিলে ফিরিয়া আসে। একবৰ গয়লাকে চন্দমুখী নিজের ঘাটীর কাছে বসাইয়াছে ; তাহার পুত্রের বিবাহে সাড়ে দশগঙ্গা টাকা পথ দিয়াছে ; একজোড়া লাঙল কিনিয়া দিয়াছে। তাহাঁর সপুত্রিবাবে চন্দমুখীর আশ্রিত ও নিতান্ত অহুগত। একদিন সকালবেলা চন্দমুখী

ତୈବ ଗୁର୍ଜାକେ ଡାକିଯୀ କହିଲ, ତୈବ, ତାମିମାନାପୁର ଏଥାନ ଥେକେ କତ୍ଥି
ଜାନୋ ।

ତୈବ ଚିଢ଼ା କରିଯା ବଲିଲ, ହଟୋ ମାଠ ପାର ହ'ଲେଇ କାଛାରି ।

ଚନ୍ଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କବିଲ, ମେଥାନେ ବୁଝି ଜମିଦାବ ଧାକେନ ?

ତୈବ କହିଲ, ଇହ, ତିନି ମୁଲୁକେବ ଜମିଦାବ । ଏ ଗାଁ ଓ ତାର । ଆଉ ତିନ
ଷଷ୍ଠୀ ହ'ଲ ତିନି ସର୍ବ ଗିବାଛେନ, ସତ ପ୍ରଜା ଏକ ମାମ ଧ'ବେ ମେଥାନେ ହୁଚି-ମଣ୍ଡା
ଥେପେହିଲ । ଏଥିନ ତାବ ଦୁଇ ଛେଳେ ଆଛେ, ମନ୍ତ୍ର ବଡ଼ଲୋକ—ବାଙ୍ଗା ।

ଚନ୍ଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି କହିଲ, ତୈବ, ଆମାକେ ମେଥାନେ ନିଯେ ସେତେ ପାର ?

ତୈବ ବଲିଲ, କେନ ପାବବୋ ନା ମା, ସେବିନ ଇଛେ ଚଳ ।

ଚନ୍ଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସୁକ ହଇଯା ବଲିଲ, ତବେ ଚଳ ନା କେନ ତୈବ, ଆମବା ଆଁଙ୍ଗଇ
ବାହି ।

ତୈବ ବିଶ୍ଵିତ ହଇଯା କହିଲ, ଆଁଙ୍ଗଇ ? ତ ବ ପର ଚନ୍ଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତିର ମୂର୍ଖେବ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରିଯା ବଲିଲ, ତା ହ'ଲେ ମା ତୁମି ଶୀଘ୍ରଗିବ ବାବା କ'ବେ ନାଓ, ଆୟିଓ ହଟୋ ମୁଢ଼ି
ଦେଖେ ନିଇ ।

ଚନ୍ଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ବଲିଲ, ଆମି ଆବ ବାବା କବ ନା ତୈବ, ତୁମି ମୁଢ଼ି ଦେଖେ ନାଓ ।

ତୈବବୀ ବାଡ଼ି ଗିଯା କିଛୁ ମୁଢ଼ି ଓ ଗୁଡ଼ ଚାନ୍ଦବେ ଦୀଧିଯା କାଥେ ଫେଲିଲ ।
ଏକଗାଢା ଲାଟ୍ଟ ହାତେ ଲଇଥି କ୍ଷାକାଳ ପବେ ଫିଲିଯା ଆସିଯା ଦିନିମ, ତବେ ଚଳ;
କିନ୍ତୁ ତୁମି କିଛୁ ଥାବେ ନା ମା ।

ଚନ୍ଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ବଲିଲ, ନା ତୈବ, ଆମାବ ଏଥନୋ ପୁଞ୍ଜା-ଆହିକ ହୟନି; ସଦି ସମ୍ବନ୍ଧ
ପାଇ ତ ମେଥାନେ ଗିଯେ ଓମବ କବ ।

ତୈବ ଆଗେ ଆଗେ ପଥ ଦେଖାଇଯା ଚଲିଲ । ପିଛନେ ଚନ୍ଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ବହ କଷେ ଆମେବ
ଉପର ଦିଯା ଚଲିତେ ଲାଗିଲ । ଅନଭ୍ୟନ୍ତ କୋମଲ ପା-ଦୁଁଟି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହଇଯା ବଜାକୁ
ହଇଲ, ବୌଜେ ସମ୍ମ ମୂର୍ଖ ଆରକୁ ହଇଯା ଉଠିଲ, ଆନାହାର କିଛୁଇ ହୟ ନାଇ, ତବୁ ଚନ୍ଦ୍ର-
ମୂର୍ତ୍ତିର ମାଠେବ ପର ମାଠ ପାର ହଇଯା ଚଲିତେ ଲାଗିଲ । ମାଠେର କୃକେବା ଆର୍କର୍ଯ୍ୟ
ହଇଯା ଚାହିଯା ରହିଲ ।

ଚନ୍ଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ପରିଧାନେ ଏକଥାନା ଲାଗପେଡ଼େ କାପଡ଼, ହାତେ ଦୁ'ଗାଢା ବାଜା ମାର୍ବାର
କୃପାଲେର ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧ-ବୋମଟା; ସମ୍ମ ଦେହେ ଏକ-ଥାନା ଘୋଟା ବିଚାନାର
ଚାନ୍ଦବେ ବାବୁଟ । ମୂର୍ଖଦେଵେର ଅନ୍ତ ଥାଇତେ ସଥନ ଆବ ଅଧିକ ବିଜନ ନାଇ, ସେଇ
ମହାରେ ହଇବନେ ଥାଏ ଆସିଯା ଉପରିତ ହଇଲ । ଚନ୍ଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଇଥି ହାସିଯା କହିଲ,

ତୈରବ, ତୋଷାର ଦୁଃଖ ମାଠ ଏତକଣେ କି ଶେଷ ହଜୁ ?

ତୈରବ ପରିହାସଟା ବୁଝିତେ ନା ପାବିଷ୍ଠା ସରଲଭାବେ ବଲିଜ, ମାଠାକ୍ରମ, ଏହିବାର ଏମେଚି ; କିନ୍ତୁ ତୋଷାଦେର ଏହି ଶୁଣୀ ଶ୍ଵେତେ ଅଂଜ କି ଆର ଫିରେ ଥେତେ ପାରବେ ?

ଚଞ୍ଚମୁଖୀ ମନେ ମନେ ବଲିଜ, ଆଜ୍ଞ କେନ, କାଳଓ ବୋଧ କବି ଏ ପଥ ଇଟିତେ ପାରବ ନା ।

ପ୍ରକାଙ୍ଗେ କହିଲ, ତୈରବ, ଗାଡ଼ୀ ପାଂସା ସାଥ ନା ?

ତୈରବ ବଲିଜ ସାଥ ବୈକି ମା, ଗର୍ଭର ଗାଡ଼ୀ ଟିକ କବବ ?

ଗାଡ଼ୀ ଟିକ କବତେ ମାଦେଶ କରିଯା ଚଞ୍ଚମୁଖୀ ଅଭିନାଦାର ବାଟି ପ୍ରବେଶ କବିଜ ।

ତୈରବ ଗାଡ଼ୀର ବଦୋବଟେ ଅଗ୍ର ଦିକେ ଗେତ୍ର । ଅନ୍ଦରେ ଉପରେର ବାରାନ୍ଦାୟ ବଡ଼ବୌ (ଆଜକାଳ ଅଭିନାଦାର-ଗୃହିଣୀ) ବସିଯା ଛିଲେନ । ଉତ୍ତରେ ଉତ୍ତରକେ ନିବୀକ୍ଷନ କରିଲ ।

ଚଞ୍ଚମୁଖୀ ନମଙ୍କାର କରିଲ । ବଡ଼ବଧୁ ଦେହେ ଅଳଙ୍କାର ଧରେ ନା, ଚୋଥର କୋଣ ଦିଯା ଅହଙ୍କାର ଫାଟିଯା ପଡ଼ିତେଛେ । ଟୋଟ ଦୁ'ଟା ଓ ଦୋତଣ୍ଡା ପାନ ଓ ମିସିତେ ପ୍ରାସ କାଳୋ ହଇଯା ଗିଯାଇଛେ । ଏକଦିକେବ ଗାଲ ଉଚୁ, ବୋଧ ହୟନ, ଦୋକୃତା ଆବ ପାନେ ଭରା ଆଛେ । ଏମନ ଟାନ୍ କବିଯା ଚୂଳ ବଁଧା ସେ ଥୋନାଟା ମାଧ୍ୟବ ଡଗାର ଉଠିଯାଇଛେ । ଦୁ'କାଳେଛୋଟ ବଢ଼ ବିଶ୍ୱାସିତ ମାକ୍ରି । ନାକେବ ଏକଦିକେର ନାକ-ଛାବି, ଅପରଦିକେ ମଞ୍ଚ ଫୁଟୋ—ବୋଧହୟ ଶାନ୍ତିଭୀବ ଆମଲେ ତାହାତେ ନଥ ପରା ହଇଠି ।

ଚଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଖିଲ, ବଡ଼ବୌରେର ସେଣ ମୋଟା-ମାଟା ବାଜା-ବମ୍ବା ଦେହ, ବର୍ଣ୍ଣବେଣ ଶ୍ରାମ, ବେଶ ତାମା ଚୋଥ, ଗୋଟିଏ ଧରନେ କାଳା-ପେନ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ, ଗାୟେ ଏକଟା ଦ୍ୱାମୀ ଜାମ୍ବା—ମେହିଯା ଚଞ୍ଚମୁଖୀର ସ୍ବାନ୍ତ୍ରା ବୋଧ ହଇନ । ଆବ ବଡ଼ବୌ ଦେଖିଲେନ, ଚଞ୍ଚମୁଖୀର ସମସ ହଇଲେନ, ଶରୀବେ କ୍ରମ ଧରେ ନା । ଦୁଃଖନେଇ ବୋଧକରି ସମସ୍ତମୌଦୀ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ବୌ ମନେ ମନେ ତାହା ସ୍ବୀକାର କରିଲେନ ନା । ଏ ଗ୍ରାମେ ପାଇଁତୌ ତିର ଅତିଥାନି କ୍ରମ ତିନି ଆର ଦେଖେନ ନାହିଁ । ଆଶର୍ଯ୍ୟ ହଇଯା ଅଞ୍ଜଳି କରିଲେନ ତୁମି କେ ଗୋ ?

ଚଞ୍ଚମୁଖୀ କହିଲ, ଆପନାରଇ ଏକକମ ପ୍ରତ୍ଯା । କିନ୍ତୁ ଖାତନା ବାକୀ ପଡ଼ିଯାଇଛେ, ତାଇ ହିତେ ଆସିଯାଇଛି ।

ବଡ଼ବୌ ମନେ ମନେ ଖୁବି ହଇଯା ବଲିଲେନ, ତା ଏଥାନେ କେନ, ? କାହାରୀବାଡ଼ୀ ଥାଏ ନା ।

ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ମୃଦୁ ହାସିଯା କହିଲ, ମା, ଆମରା ଦୁଃଖୀ ମାହସ, ସବ ଥାଙ୍ଗନା ତ ଦିଲେ ପାରିଲେ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମନାର ମଡ ଦୟା ; ତାଇ ଆମନାର କାହେଇ ଏସେଟି, ସମ୍ମ ଦୟା କ'ରେ କିଛୁ ମାପ କବେ ଦେନ ।

ଏକପ କଥା ବଡ଼ବୋ ଜୀବନେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଷ୍ଠନିଲେନ

ତୋର ଦୟା ଆଜ, ଥାଙ୍ଗନାମାପ କରତେ ପାରେନ—କାଜେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଏବେବାରେ ପ୍ରିୟପାତ୍ରୀ ହଇଯା ପଡ଼ିଲ । ବଡ଼ବୋ କହିଲେନ, ତା ବାଢା, ଦିନେର ମଧ୍ୟେ ଏମନ ବତ ଟାକା ଆମାକେ ଛେଡେ ଦିଲେ ହୟ, କତ ଲୋକ ଆମାକେ ଏସେ ଧରେ ; ଆମି ନା ବଲତେ ପାରି ନା, ଏକନ୍ତ କର୍ତ୍ତା ଆମାର ଉପର କତ ବାଗ କରେନ । ତା ତୋମାର କତ ଟାକା ବାକୀ ପଡ଼େଚେ ?

ବେଶୀ ନୟ ମା, ମୋଟେ ଦୁ'ଟାକା ; କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର କାହେ ତାଇ ସେନ ପାହାଡ଼ ; ସମସ୍ତ ଦିନ ଆଜ ପଥ ଚ'ଲେ ଏସେଟି ।

ବଡ଼ବୋ କହିଲେନ, ଆହା ; ତା, ତୋମରା ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଆମାଦେର ଦୟା କରାଇ ଉଚିତ । ଓ ବିଳ୍ଳ, ଏକେ ବାଇରେ ନିଯେ ଯା, ଦେଉୟାନମଶାଇକେ ଆମାର ନାମ କ'ରେ ବ'ଲେ ଦେ, ସେନ ଦୁ'ଟାକା ମାପ କରା ହୟ । ତା ବାଢା, ତୋମାବ ବାଜି କୋଥାଯା ?

ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ବଲିଲ, ଆପନାରଇ ବାଜନ୍ତେ—ଓହି ଅଶ୍ଵବୁରୀ ଗାୟେ । ଅ'ଛା ମା, କର୍ତ୍ତାରା ଏଥନ ଦୁ'ମୁଖିକ, ନା ?

ବଡ଼ବୋ ବଲିଲେନ, ପୋଡ଼ା କପାଳ । ଛୋଟ ସରିକ ଆବ କି ଆହେ ? ଦୁ'ଦିନ ପରେ ଆମାରଇ ସବ ହବେ ।

ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଉଦ୍‌ଘାଟ ହଇଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, କେନ ମା ? ଛୋଟବାବୁର ବୁଝି ଖୁବ ଧାର-
କଙ୍କା ?

ବଡ଼ବୋ ଜୈବ ହାସିଯା ବଲିଲେନ, ଆମାର କାହେ ସବ ବୀଧା । ଠାକୁରପୋ ଏକେବାରେ ବୁଝେ ଗେଛେ । କଲିକାତାଯ ଯନ୍ତ୍ର, ବେଣ୍ଟା, ଏହି ନିଯେଇ ଆହେ ? କତ ଟାକା ଉଡ଼ିପ୍ରେ ଦିଲେ ତାର କି ଆଦି-ଅନ୍ତ ଆହେ ?

ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀର ମୁଖ ଶୁକାଇଲ, ଏକଟୁ ଥାମିଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ହୀ ମା, ଛୋଟବାବୁ କି ତା ହ'ଲେ ବାଡ଼ି ଓ ଆମେନ ନା ?

ବଡ଼ବୋ ବଲିଲେନ, ଆମସେ ନା କେନ ? ସଥନ ଟାକାର ଦୂରକାର ହୟ, ଆମେ । ଧାର କରେ, କିମୟ ବୀଧା ଦେଇ—ଚ'ଲେ ଥାଏ । ଏହି ମାସ-ଦୁଇ ହଲ ଏସେ ଥାର ହାଜାର ଟାକା ନିଯେ ଗେଛେ ; ବୀଚାର ଆକାରର ନେଇ, ଗା-ମୟ ଫୁଛିତ ରୋଗ ଜଗେଛେ—

ଛି:—ଛି:—

ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଶିହରିଯା ଉଠିଲ—ମଲିନ ମୁଖେ ଜ୍ଞାନସା କରିଲ, ତିନି କଳକାତାର
କୋଥାଯ ଥାକେନ ?

ବଡ଼ବୋ କପାଳେ ଏକଟା କରାବାତ କାରିଯା ହାସମୁଖେ କାହଲେନ, ପୋଡ଼ା ଦଂଶ ।
ତା କି କେଉ ଜାନେ ? କୋଥାଯ କୋନ୍ ହୋଟେଲେ ଥାଏ—ବାର-ତାର ବାଁଢ଼ୀତେ ପଡ଼େ
ଥାକେ—ମେହି ଜାନେ ଆର ତାର ମଦ ଜାନେ !

ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ସହସା ଉଠିଯା ଦାଡ଼ାଇଯା ବଲିଲ, ଆମି—ଯାଇ—

ବଡ଼ବୋ ଏକଟୁ ଆଶର୍ଚ ହଇଯା କହିଲେନ, ଯାବେ ? ଓରେ ଓ ବିଦୁ—

ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ବାଧା ଦିଯା ବଲିଲ, ଥାକୁ ମା, ଆମି ଆପନିହି କାହାରୌତେ ଯେତେ ପାରବ,
—ବଲିଯା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲିଯା ଗେଲ । ବାଟିର ବାହିର ହଇଯା ଦେଖିଲି, ଭୈରବ
ଅପେକ୍ଷ, କରିଯା ଆଛେ, ଗୋ-ଶକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ମେ ରାତେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ବାଟି ଫିରିଯା
ଆମିଲ । ସକାଳ-ବେଳା ଭୈରବକେ ଆବାର ଡାକିଯା କହିଲ, ଭୈରବ, ଆମି ଆଜ
କଲିକାତାଯ ସାବ । ତୁମି ତ ଯେତେ ପାରବେ ନା, ତାଇ ତୋମାର ଛେଲେକେ ମୁକ୍ତ ନେବ,
କି ବଳ ?

ତୋମାର ଇଚ୍ଛ ; କିନ୍ତୁ କଲିକାତାଯ କେନ ମା, ବିଶେଷ କୋନ କାଜ ଆଛେ କି ?

ଇହା ଭୈରବ, ବିଶେଷ କାଜ ଆଛେ ।

ଆବାର କବେ ଆସବେ ମା ?

ମେ-କଥା ବଲତେ ପାରିନେ, ଭୈରବ । ହୃଦୟ ଶୀଘ୍ର ଫିରେ ଆସବ, ହରତ ବା ଦେବୀ
ହବେ । ଆର, ସଦି ନା ଆମି, ଏବେ ଘର-ବାଡୀ ତୋମାର ରହିଲ ।

ଅଥ୍.ମ ଭୈରବ ଅବାକୁ ହଇଯା ଗେଲ । ତାହାର ପର ତାହାର ଦୁ'ଚୋଥ ଜଲେ ଭରିଯା
ଗେଲ ; କହିଲ, ଓ କି କଥା ମା ? ତୁମି ନା ଏଲେ ଏ ଗାଁଯେର ଲୋକ ଥେ କେଉ ବୀଚିବେ
ନା !

ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ସଜ୍ଜିତଙ୍କେ ମୃଦୁ ହାସିଯା ବଲିଲ, ମେ କି ଭୈରବ, ଆମି ଦୁ'ବରହ ହ'ଲ
ଏଥାନେ ଏସେଚି । ତାର ପୁରେ' ତୋମରା କି ବୈଚେ ଛିଲେ ନା ?

ଇହାର ଉତ୍ତର ମୁର୍ଦ୍ଦୁ ଭୈରବ ଦିତେ ପାରିଲ ନା ; କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଅନ୍ତରେ ସମ୍ପଦିତ ବୁଝିଲ
ଭୈରବେର ଛେଲେ କେବଳା ଶ୍ଵରୁ ମୁକ୍ତ ନେବେ । ଗାଁଡୀତେ ଆବଶ୍ୟକ ଡ୍ୱାରି ବୋବାଇ
କରିଯା ଉଠିବାର ମୟୋ-ପୁରୁଷ ମବାଇ ଦେଖିତେ ଆମିଲ, ଦେଖିଯା କାହିତେହେଲେ
ଲାଗିଲ । ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀର ନିଜେର ଚୋଥେ ଅଜ ଧରେ ନା ! ଛାଇ କଲିକାତା ! ଦେବଧାରେ

জন্ম না হইলে, কলিকাতার রাণীগিরি পাইবার কৃত্য চক্রমুখী এত ভালবাসা তৃচ্ছ
করিয়া থাইতে পারিত না।

পরদিন সে ক্ষেত্রমণির বাটাতে, আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পূর্বের
বাসাতে শূখন অত্য লোক আসিয়াছে। ক্ষেত্রমণি অবাক হইয়া গেল,—যিনি
থে! কোথায় ছিলে এতদিন?

চক্রমুখী সত্য কথা গোপন করিয়া বলিল, এলাহাবাদে ছিলাম?

ক্ষেত্রমণি ভাল করিয়া নজর দিয়া তাহার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল,
তোমার গহনাগাটি কি হ'ল দিবি?

চক্রমুখী হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, সব আছে।

সেইদিন মূলীব সহিত দেখা করিয়া কহিল, দয়াল, কত টাকা আমি
পাব?

দয়াল বিপদে পাড়ল—তা বাছা, প্রায় ষাট-সত্তর টাকা। আজ না হোক
তুমি পরে দেব।

তোমাকে কিছুই দিতে হবে না যদি আমার কিছু কাজ ক'রে দাও।

কি কাজ?

দু'দিন ধাকতে হবে এই মাত্র। আমাদের পাড়ায় একটা বাড়ী ভাড়া করবে
—বুঝলে?

দয়াল হাসিয়া বলিল, বুঝেচি বাছা।

ভাল বাড়ী। বেশ ভাল বিছানা, বালিশ, চান্দর আলো, ছবি, ছটে চেয়ার,
একটা টেবিল—বুঝলে?

দয়াল মাথা নাড়িল।

আর্পি, চিক্কী, রং-করা দু'জোড়া কাপড়, গায়ের আয়া—আর ভাল গিন্টির
গহনা কোথায় পাওয়া যাব জান?

দয়াল মুঢ়ী ঠিকানা বলিয়া দিল।

চক্রমুখী কহিল, তবে তাও একশেট ভাল দেখে কিনতে হবে—আমি সঙ্গে
গিয়ে পছন্দ ক'রে নেব। তারপর হাসিয়া কহিল, আমাদের বা চাই, জানো ত
সব,—একজন বিও টিক করতে হবে।

দয়াল কহিল, কবে চাই বাছা।

বত শীঘ্ৰ হয়। দুন্তন দিনের মধ্যেই হ'লেই ভাল। বালঃ। চৰ্মুখী তাহাৰ
হাতে একশত টাকাৰ নোট দিয়া কহিল, ভাল জিনিয় নিয়ো। সতা
ক'বো না।

তৃতীয় দিবসে সে নৃত্য বাটাতে চলিয়া গেল। সমস্ত দিন ধৰিয়া কেবলবামকে
লইয়া মনের মত কৱিয়া ঘৰ সাজাইল এবং সৈক্ষ্যার পূৰ্বে, আপনি সাজিতে
বমিল। সাবান দিয়া মুখ ধুইয়া তাহাতে পাউডাৰ দিল, আলতা গুলিয়া পারে
দিল, পান থাইয়া কৰ্ত রঞ্জিত কৱিল। তাহাৰ পৰ সকাৰে গহনা পৰ্বিয়া তামা
আটিয়া বং-কৰা কাপড় পৱিল, বছদিন পৱে চুল বাঁধিয়া আবাৰ কপালে টিপ
পৱিল। আয়নাৰ মুখ দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিল, পোড়া অন্দৰে আৱণ কি
আছে।

পাঢ়াগাঁয়ের ছেলে কেবলবাম সহসা এই অভিনব সাজসজ্জা পোষাক-পৱিজ্ঞান
বেখিয়া ভীত হইয়া কহিল, দিদি, এ কি!

চৰ্মুখী হাসিয়া বলিল, কেবল, আজ আমাৰ বৰ আসবে।

কেবলবাম বিশ্বাসে চাহিয়া বহিল।

সজ্যাব পৰ ক্ষেত্ৰমণি বেড়াইতে আসিল—দিদি, এ আবাৰ কি ?

চৰ্মুখী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, এসব চাই ত আবাৰ !

ক্ষেত্ৰমণি কিছুক্ষণ চাহিয়া ধাকিয়া কহিল, দিদিৰ ষত বয়স বাড়চে, কপণ
তত বাড়চে।

সে চলিয়া গেলে চৰ্মুখী বছদিন পূৰ্বেৰ মত আবাৰ জ্ঞানালাৰ পাৰ্শ্বে উপবেশন
কৱিল। নিৰ্নিমেষ-চক্ষে রাস্তাৰ পানে চাহিয়া রহিল। এই তাহাৰ কাজ ;
এই কৱিতে সে আসিয়াছে—মতদিন এখনে ধাকিবে ততদিন ইহাই
কৱিবে।

নৃতন লোক কেহ হৃত আসিতে চায়, আৱে ঠেলাঠেলি কৱে, কেবলবাম
মুখছৰ মত ভিতৰ হইতে কহে, এখনে নয়।

পুৱাতন পৱিচিত কেহ বা আসিয়া উপস্থিত হয়। চৰ্মুখী বসাইয়া হাসিয়া
কথা কহে; কথায় কথায় দেবদাসেৰ কথা জিজ্ঞাসা কৱে। তাহাৰা বলিতে
পারে না—অমনি বিদ্যালক্ষণ্যা দেৱ। রাজি অধিক হইলে নিজে ব্রাহ্মি হইয়া
' পড়ে। পাঢ়াৰ পাঢ়াৰ আৱে আৱে শুৱিয়া বেড়ায়। অলক্ষ্যে আৱে আৱে

କାନ ପାତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତ ଶୁଣିତେ ଚାମ—ନାନା ଲୋକେ ନାନା କଥା ବଲେ,
ଯାହା ଶୁଣିତେ ଚାମ, ତାହା କିନ୍ତୁ ଶୋନା ଯାଏ ନା—କେହ ବା ମୁଁ ଚାକିଆ ହଠାତ୍
ମୁଁଥେର କାହେ ଆସିଆ ଉପସିତ ହୟ—ଶ୍ରୀ କରିବାର ଜଣ ହାତ ବାଡ଼ାମୁ...
ଶଖ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚଞ୍ଚମୁଖୀ ସରିଆ ଯାଏ । ତୁପୁଣ ବେଳୀ ପୁଣାତନ ପରିଚିତ ସଙ୍ଗନୀଦେର
ବାଡ଼ୀ ବେଡ଼ାହିଁତେ ଯାଏ । କଥାଯ କଥାଯ ପ୍ରଥମ କରେ,...କେହ ଦେବଦାସକେ ଜ୍ଞାନ ?

‘ତାହାରା ଜିଜ୍ଞାସା କରେ,...କେ ଦେବଦାସ ?’

ଚଞ୍ଚମୁଖୀ ଉତ୍ସୁକ ହଇଯା ପରିଚୟ ଦିତେ ଥାକେ...ଗୌବର୍ଣ୍ଣ, ମାଥାମ କୋକଡ଼ା ଚଳ,
କପାଲେର ବୀ ଦିକେ ଏକଟା କାଟା ଦାଗ, ବଡ଼ଲୋକ...ଅଜ୍ଞନ ଟାକା ଥରଚ କରେ, କେଉ
ଚେନ କି ?

କେହଇ ସନ୍ଧାନ ଦିତେ ପାରେ ନା । ହତାଶ, ବିଷଖମୁଖେ ଚଞ୍ଚମୁଖୀ ବାଡ଼ୀ ଫିରିଆ
ଯାଏ । ଗଭୀର ରାତ୍ରି ପର୍ବତ ଜାଗିଆ ରାତ୍ରାର ପାନେ ଚାହିୟା ଥାକେ ଘୂମ ପାଇଲେ ବିରତ
ହୟ ; ମନେ ମନେ କହେ, ଏ କି ତୋମାର ଘୂମାଇବାର ସମୟ ?

କ୍ରମେ ଏକମାସ ଅତୀତ ହଇଲ, କେବଳରାମଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତ ହଇଯା ଉଠିଲ । ଚଞ୍ଚମୁଖୀର
ନିଜେରେ ସନ୍ଦେହ ହଇତେ ଲାଗିଲ, ବୁଝି ସେ ଏଥାନେ ନାହିଁ ।

କଲିକାତା ଆସିବାର ପର ଦେଡମାସ ଗତ ହଇଯାଛେ । ଆଉ ରାତ୍ରେ ତାହାବ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ
ପ୍ରସମ୍ପ ହଇଲ । ରାତ୍ରି ତଥନ ଏଗାବଟୀ...ହତାଶ-ମନେ ବାଡ଼, ଫିରିତେଛିଲ ;
ଦେଖିତେ ପାଇଲ ପଥେର ଧାରେ ଏକଟା ଦ୍ୱାରେର ସମୁଖେ ଏକଜନ ଆପନାର ମନେ କି
ବଲିତେଛେ । ଚଞ୍ଚମୁଖୀର ବୁକେବ ମଧ୍ୟେ ଧରାନ କରିଆ ଉଠିଲ । ଏ କଠିନର ସେ
ପରିଚିତ !

ଚଞ୍ଚମୁଖୀର ଆର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଡାକିଲ...ଦେବଦାସ ।

ଦେବଦାସ ସେଇଭାବେ ବଲିଲ, ଟାଙ୍କ ।

ଏଥାନେ ପ'ଡେ କେନ, ସରେ ସାବେ ?

ନା, ସେଣ ଆଛି—

ଏକଟୁ ମହ ଥାବେ ?

‘ଥା ?’ ବଲିଯା ସେ ଏକେବାରେ ଚଞ୍ଚମୁଖୀର ଗଲା ଅଡ଼ାଇଯା ଧରିଲ । କିଛିକିମ୍ବ
ମୁଁଥାନେ ଚାହିୟା ବଲିଲ, ବାଃ ଏ ସେ ଥାମା ଜିନିବ ଦେବଦାସ !

ଚଞ୍ଚମୁଖୀର କାନ୍ଦାର ହାଲି ବିଶିଳ ; କହିଲ, ହୀ, ସେଣ ଜିନିବ ; ଏଥନ ଆପାତତ
ଆମାର କୋଣେ କର ଦିଲେ ଏକଟୁ ଏଗିଯେ ଚଳ, ଏକଟା ଗାଡ଼ୀ ଚାଇ ତ ?

ତୀ ଚାଇ ବୈକି ? ପଥେ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଦେବଦାସ ଅଡ଼ିତକଟେ କହିଲ, ସ୍ଵର୍ଗରି ଆମାକେ ତୁମି ଚେନ ?

ଚନ୍ଦ୍ରମୂଳୀ କହିଲ, ଚିନି ।

ଚନ୍ଦ୍ରମୂଳୀ ନୀରବେ ତାହାର ହାତ ଧରିଯା ଟାନିଯା ଆନିଯା ଏକେବାରେ ବିଚାନ୍ୟ ଶୋଗାଇଯା କହିଲ, ସ୍ମୋଓ ।

ଦେବଦାସର ସଥନ ଘୂମ ଭାଙ୍ଗିଲ, ତଥନ ବେଳା ହଇଯାଛିଲ । ସବେ କେହ ଛିଲ ନା ।

ଚନ୍ଦ୍ରମୂଳୀ ସ୍ନାନ କରିଯା ନୀଚେ ରାତ୍ରାର ଉତ୍ତୋଗେ ଗିଯାଛେ । ଦେବଦାସ ଚାହିୟା ଦେଖିଲ, ଏ ସବେ କଥନେ ମେ ଆସେ ନାହିଁ, ଏକଟି ଜିନିଷ ଓ ଚିନିତେ ପାରିଲ ନା । ତାହାର ଗତ ରାତ୍ରେର କୋନେ କଥାଇ ମନେ ପଡ଼ିଲ ନା ; ଶୁଣୁ ମୁରଣ ହଇଲ, କାହାର ଏକଟା ଆନ୍ତରିକ ମେବା । କେ ଯେନ ବଡ଼ ସ୍ଵେଚ୍ଛା କରିଯା ଟାନିଯା ଆନିଯା ଘୂମ ପାଡ଼ାଇଯା ଦିଯାଛିଲ । ଏହି ସମୟେ ଚନ୍ଦ୍ରମୂଳୀ ସବେ ପ୍ରବେଶ କରିଲ । ରାତ୍ରେର ସାଙ୍ଗ-ସଜ୍ଜାର ମେ ଅନେକଗାନି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଯାଛିଲ । ଗାୟେ ଗହନାଗୁଲି ଛିଲ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ପରମେ ରଙ୍ଗିନ କାପଡ, କପାଳେ ଟିପ, ମୁଖେ ପାନେର ଦାଗ—ଏ ସକଳ ଛିଲ ନା । ନିତାନ୍ତଇ ଏକଥାନି ସାଦାମିଧା କାପଡ଼ ପରିଯା ସବେ ଢୁକିଯାଛିଲ । ଦେବଦାସ ମୁଖପାନେ ଚାହିୟା ହାସିଯା ଉଠିଲ, କୋଥା ଥେକେ କାଳ ଆମାକେ ଡାକାତି କ'ରେ ଆନଲେ ?

ଚନ୍ଦ୍ରମୂଳୀ ବଲିଲ, ଡାକାତି କରିନି—ପଥ ଥେକେ ଶୁଣୁ ବୁଝିଯେ ଏନେଛିଲାମ ।

ଦେବଦାସ ହଠାତ୍ ଗଞ୍ଜୀର ହଇଯା ଉଠିଲ, ବଲିଲ, ତା ଯେନ ହ'ଲ, କିନ୍ତୁ ତୋମାର ଏମୟ କି ? କବେ ଏଲେ ? ଗାୟେ ସେ ଗହନା ଧରେ ନା !

ଚନ୍ଦ୍ରମୂଳୀ ବଲିଲ, ଦେଡରାସ ହ'ଲ ।

ଦେବଦାସ ମନେ ସେମ କି ହିସାବ କରିଲ ! ପରେ କହିଲ, ଆମାଦେର ବାଡ଼ୀ ସଥନ ଗିଯେଛିଲେ, ତାରପରେଇ ଏମେହ ?

ଚନ୍ଦ୍ରମୂଳୀ ବିଶିଷ୍ଟ ହଇଯା କହିଲ, ତୋମାଦେର ବାଡ଼ୀ ଗିଯେଛିଲାମ ! କି 'କ'ରେ ଆନଲେ ?

ଦେବଦାସ କହିଲ, ତୁମି ଯାବାର ପରେଇ ଆମି ବାଡ଼ୀ ଗିଯେଛିଲାମ । ଏକଜନ ଦାସୀ—ସେ ତୋମାକେ ବୌଠାକରୁଗେର କାହେ ନିଯେ ଗିଯେଛିଲ, ତାର କାହେଇ ଶୁନତେ ପାଇ—କାଳ ଅଶ୍ଵରୁରି ଗୀ ଥେକେ ଏକଜନ ଶ୍ରୀଲୋକ ଏମେହିଲ, ମେ ଭାବୀ ସ୍ଵର୍ଗରୀ । ଆର କି ବୁଝାତେ ବାକୀ ଥାକେ ?

ଚନ୍ଦ୍ରମୂଳୀ ବଲିଲ, କାଳ ତୋ ଆମାକେ ତୁମି ଚିନିତେ ପାରଲେ ନା ।

ଦେବଦାସ ହାସିଯା ଉଠିଲ; ବଲିଲ, ଏକେବାରେ ଚିନିତେ ପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଯହାଟି ଦେବଦାସ—୨

চিনেছিলুম। 'অনেকবাৰ যনে' হয়েছিল, আমাৰ চন্দ্ৰমূৰ্তী ছাড়া এত ষষ্ঠ
কা'ৰ ?

আনলে চন্দ্ৰমূৰ্তীৰ কান্দিতে সাধ হইল।

হৃপুৰ-বেলা স্থান কৱিবাৰ সময় চন্দ্ৰমূৰ্তী দোখল, দেবদাসেৰ পেটে একখণ্ড
ফানেল বৈধা আছে। তয় পাইয়া বলিল, ও কি ফানেল বৈধেচ কেন?

দেবদাস বলিল, পেটে একটু ব্যথা বোধ কৱি—তুমি অমন কৰচ কেন?

চন্দ্ৰমূৰ্তী কহিল, লিভাৰেৰ ব্যথা হয়নি ত?

দেবদাস কহিল, চন্দ্ৰমূৰ্তী বোধ হয় তাই হয়েছে। সেই দিন ডাক্তাব আসিয়া
বহুক্ষণ পৰীক্ষা কৱিয়া ঠিক এই আশঙ্কাই কৱিয়া গেলেন। ঔৰধ দিলেৰ এক
জানাইলেন যে, যথেষ্ট সাবধানে না থাকিলে বিষয় অনিষ্ট হইতে পাৰে। অৰ্থ
উভয়েই বুঝিল। বাসায় সংবাদ দিয়া ধৰ্মদাসকে আনা হইল; চিকিৎসাৰ
জঙ্গ টাকা আনা হইল। দু'দিন অমনি গেল, তৃতীয় দিনে তাহাৰ জৱ
দেখা দিল।

দেবদাস চন্দ্ৰমূৰ্তীকে ডাকিয়া কহিল, খুব সময়ে এসেছিলে, না হ'লে হয়ত আৱ
দেখতেই পেতে না। চোখ মুছিয়া চন্দ্ৰমূৰ্তী প্ৰাণপণে সেবা কৱিতে লাগিল।
মুক্ত-কৱে প্ৰাৰ্থনা কৱিল, ভগবান, অসময়ে এতখানি কাঞ্জে লাগিব, এ আশা
ৰপণেও কৱি নাই; কিন্তু দেবদাসকে ভাল কৱিয়া দাও।

প্ৰায় মাসাধিক কাল দেবদাস শয়ায় পড়িয়া বহিল; তাহাৰ পৱ ধীৰে ধীৰে
আৱোগ্য হইতে লাগিল,—অস্থ তেমন গুৰুতৰ হইতে পাৱিল না।

এই সময়ে একদিন দেবদাস কহিল, চন্দ্ৰমূৰ্তী, তোমাৰ নাথটা মন্তবড়, সৰ্বদা
ডাকতে অহবিধা হয়—একটু ছোট কৱে নিতে চাই।

চন্দ্ৰমূৰ্তী বলিল, বেশ ত।

দেবদাস কহিল, তবে আজ খেকে তোমাকে বৌ ব'লে ডাকব।

চন্দ্ৰমূৰ্তী হাসিয়া উঠিল! কহিল, তা ষেন ডাকলে, কিন্তু একটা মানে থাকা
ত চাই।

সব কথাৰ কি মানে থাকে? আমাৰ সাধ!

দেবদাস অনেকক্ষণ চুপ কৱিয়া থাকিয়া, 'হঠাৎ গঙ্গীৰভাৱে প্ৰশ় কৱিয়া
বলিল, আজ্ঞা বৌ, তুমি আমাৰ কে যে, এত প্ৰাণপণে সেবা কৰচ?

চন্দ्रমুখী স্নেহজড়িত-কঠে কহিল, তুমি আমার সর্বস্ব—তা কি আজও বুঝতে পারিনি ?

দেবদাস মৃদুকঠে বলিতে লাগিল, তোমাদের হ'জনের' কত অমিল, আবার কত মিল । একজন অভিমানী উদ্বিত, আর একজন কত শাস্ত, কত সংযত ! সে কিছুই সইতে পারে না আর তোমার কত সহ ! তাঁর কত যশ, কত শুনাম, আর তোমার কত কলঙ্ক ! সবাই তাকে ভালবাসে, আর কেউ তোমাকে ভালবাসে না । তবে আমি ভালবাসি, বাসি বৈকি ?—বলিয়া 'একটা' দীর্ঘশাস ফেরিয়া পুনরায় কহিল, পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা' তোমার কি বিচার করবেন জানিনে ; কিন্তু মৃত্যুর পরে যদি আবার মিলন হয়, আমি কখনো তোমা হ'তে দূরে থাকিতে পারিব না ।

চন্দ্রমুখী নৌরবে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল । মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল, ভগবান, কোন কালে, কোন জয়ে যদি এই পাপিষ্ঠার প্রায়শ্চিত্ত হয়, আমাকে যেন এই পুরস্কার দিয়ো !

মাস-হই অতিবাহিত হইয়াছে । দেবদাস আরোগ্যলাভ করিয়াছে কিন্তু শরীর সারে নাই । বায়ু পরিবর্তন আবশ্যক । কাল পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবে, সঙ্গে শুধু ধৰ্মদাস যাইবে ।

চন্দ্রমুখী ধরিয়া বসিয়াছিল, তোমার একজন দাসীরও ত প্রয়োজন, আমাকে সঙ্গে যেতে দাও ।

দেবদাস বলিল, ছিঃ তা হয় না । আর যাই করি, এতবড় নির্বজ্জ হ'তে পারব না ।

চন্দ্রমুখী একেবারে মৌন হইয়া গেল । সে অবুঝ নয়, তাই 'সহজেই' বুঝিল । আর যাহাই হোক, এ জগতে তাহার সশ্রান নাই । তাহার সংস্পর্শে দেবদাস শুধু পাইবে, সেবা পাইবে, কিন্তু কখনো সশ্রান পাইবে না । চোখ মুছিয়া কহিল, আবার কবে দেখা পাব ?

দেবদাস কহিল, বলতে পারিনে, তবে বেঁচে থাকতে তোমাকে কোনদিন ভুলব না, তোমাকে দেখবার তৎপৰ আমার কখনো মিটিবে না ।

প্রণাম করিয়া চন্দ্রমুখী মুরিয়া ঢাঢ়াইল । চুপি চুপি বলিল, এই আমার ঘৃণেষ্ট ! এর বেশী আশা করিন্নে ।

যাবাৰ সময় দেবদাস আৱাও তৃঁহাজ্বাৰ 'টাকা চন্দ্ৰমুখীৰ হাতে দিয়া কহিল,
যোথে দাও। মাহুষেৰ শৰীৱে ত বিশ্বাস নেই। শেষে তুমি কি অকুলে ভাসবে ?

চন্দ্ৰমুখী ইহাও বুঝিল, তাই হাত পাতিয়া অৰ্থ গ্ৰহণ কৱিল। চোখ মুছিয়া
জিজ্ঞাসা কৱিল, তুমি একটি কথা আৰ্মাকে ব'লে যাও—

দেবদাস মূখ্যানে চাহিয়া বলিল, কি ?

চন্দ্ৰমুখী কহিল, বড়ৱোঠাকুশ বলেছিলেন, তোমাৰ শৰীৱে খাৱাপ রোগ
অঞ্চেচে—এ কি সত্য ?

প্ৰথম শুনিয়া দেবদাস দৃঢ়িত হইয়া কহিল, বড়বো সব পাৰেন ; তা হ'লে
তুমি কি জানতে না ? আমাৰ কোনু কথা তোমাৰ জানা নেই ? এ-বিষয়ে
তুমি যে পাৰ্বতীৱও বেশী ।

চন্দ্ৰমুখী চোখ মুছিয়া কহিল, বাঁচলুম ; কিন্তু তবুও থৰ সাবধানে থেকো।
তোমাৰ শৰীৱ একে মৰ, তাৰ ওপৰ দেখো, কোনদিন যেন ভুল ক'ৱে বোসো
না।

প্ৰত্যান্তৰে দেবদাস শুধু হাসিল, কথা কহিল না।

চন্দ্ৰমুখী কহিল, আৱ একটা ভিক্ষে—দেহ এতটুকু খাৱাপ হ'লৈই আমাকে
খবৰ দেবে বল ?

দেবদাস তাহাৰ মূখ্যানে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, দেব বৈকি বো ?

আৱ একবাৰ প্ৰণাম কৱিয়া চন্দ্ৰমুখী কান্দিয়া কক্ষান্তৰে পলাইয়া গেল।

ষ্ণোল

কলিকাতা ত্যাগ কৱিয়া কিছুদিন ষথন দেবদাস এলাহাবাদে বাস কৱিতেছিল,
তখন হঠাৎ একদিন সে 'চন্দ্ৰমুখীকে চিৰ্টি লিখিয়াছিল : বৌ, মনে কয়েছিলাম,
আৱ কথনো ভালবাসব না। একে ত ভালবেসে শুধু-হাতে ফিরে আসাটাই বড়
যাতনা ; তাৰ পৰে আবাৰ নতুন ক'ৱে ভালবাসতে যা ওবাৰ মত বিড়ম্বনা
সংসাৱে আৱ নেই।

প্ৰত্যান্তৰে চন্দ্ৰমুখী কি লিখিয়াছিল তাহাতে আবশ্যক নাই ; কিন্তু এই
সময়টাৱ দেবদাসেৰ 'কেবলই মনে হইত, সে একবাৰ এলে হয় না !

ପରକଷେ ସଭୟେ ଭାବିତ—ନା, ନା, କାଜ ନେଇ.—କୋନ ଦିନ ପାର୍ବତୀ ସହି ଜୀବନତେ ପାବେ । ଏମନି କବିଯା ଏକବାର ପାର୍ବତୀ, ଏକବାର ଚନ୍ଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ତାହାର ଦୁଦୟ-ବାଙ୍ଗେ ବାସ କବିତେଛିଲ । କଗନ ୩ ବା ଦୁ'ଜନେବ ମୁଖି ପାଶପାଶି ତାହାର ଦୁଦୟ-ପଟେ ଭାସିଯା ଉଠିତ—ଯେନ ଉତ୍ତ୍ୟେବ କୃତ ତାବ ।

ମନେବ ମାଝେ ଦୁ'ଜନେଇ ପାଶପାଶି ବିବାହ କବିତ । କୋନ ଦିନ ବା ଅଞ୍ଚଳ ଅକ୍ଷ୍ୟାବ ମନେ ହଇତ ତାହାବ ଦୁ'ଜନେଇ ଯେନ ଘୁମାଇଯା ପଡ଼ିଯାଛେ । ଏହି ସମୟଟାଯ ମନଟା ତାହାବ ଏମନି ଅଶ୍ଵାବଶ୍ଵତ୍ତ ହଇଯା ପଡ଼ିତ ଯେ, ଶୁଣୁ ଏକଟା ନିର୍ଜିବ ଅତ୍ସ୍ଥିତ ତାହାବ ମନେ ମଧ୍ୟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିରନିବ ମତ ଘୁରିଯା ବେଡ଼ାଇତ । ତାହାବ ପରେ ଦେବଦାସ ଲାହୋବେ ଚଲିଯା ଗେଲ । ଏଥାନେ ଚୁଣିଲାଲ କାଜ କରିତେଛିଲ, ସଜ୍ଜାନ ପାଇଯା ଦେଖା କବିତେ ଆସିଲ । ବହୁଦିନ ପବେ ଦୁଇ ବକୁ ଉତ୍ୟକେ ଦେଖିଯା ଲଜ୍ଜିତ ହଇଲ ଶୁଦ୍ଧି ହଇଲ । ଆବାବ ଦେବଦାସ ଶ୍ଵରା ଶ୍ରୀପର୍ଶ କବିଲ । ଚନ୍ଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତିକେ ମନେ ପଡ଼େ, ମେ ନିଷେଧ କରିଯା ଦିଯାଛିଲ । ମନେ ହ୍ୟ, ତାର କତ ବୁଦ୍ଧି ! ମେ କତ ଶାସ୍ତ, ଧୀବ ; ଆବ ତାବ କତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ? ପାର୍ବତୀ ଏଥି ଘୁମାଇଯା ପଡ଼ିଯାଛିଲ—ଶୁଣୁ ନିର୍ମାଣୋମୁଖ ଦୌପଶିଥାବ ମତ କଥନେ କଥନେ ଜଲିଯା ଜଲିଯା ଉଠିତ । କିନ୍ତୁ ଏଥାନକାବ ଜଳବାୟୁ ତାହାବ ମହିଳ ନା । ମାଝେ ମାଝେ ଅର୍ଥ ହ୍ୟ, ପେଟେର କାଛେ ଆବାବ ଯେନ ବ୍ୟଥା ବୋଧ ହ୍ୟ । ଧର୍ମଦାସ ଏକଦିନ କୌଦ-କୌଦ ହଇଯା କହିଲ, ଦେବଦାସ, ତୋମାର ଶରୀବ ଆବାବ ଥିବାପ ହଜେ—ଆବ କୋଥାଓ ଚଲ ।

ଦେବଦାସ ଅଗ୍ରମନକ୍ଷତାବେ ଜ୍ଵାବ ଦିଲ, ଚଲ, ଯାଇ ।

ଦେବଦାସ ପ୍ରାୟ ବାସାତେ ମଦ ଥାଯ ନା ? ଚୁଣିଲାଲ ଆସିଲେ କୋନ ଦିନ ଥାଏ, କୋନଦିନ ବାହିବ ହଇଯା ଯାଏ । ରାତ୍ରିଶେଷେ ବାଟି ଫିବିଯା ଆମେ, କୋନ ରାତି ବା ଏକେବାବେଇ ଆମେ ନା । ଆଜ ଦୁଇଦିନ ହଇତେ ହଠାତ୍ ତାହାବ ଦେଖା ନାଇ । କୌଦିଯା ଧର୍ମଦାସ ଅର୍ଜନ ଶ୍ରୀପର୍ଶ କରିଲ ନା । ତୃତୀୟ ଦିନେ ଦେବଦାସ ଜ୍ଵା ଲାଇଲ ବୁଟା ଫିବିଯା ଆସିଲ । ଶ୍ଵରା ଲାଇଲ, ଆବ ଉଠିତେ ପାରିଲ ନା । ତିନ-ଚାରିଦିନ ଡାକ୍ତାର ଆସିଯା ଚିକିତ୍ସା କରିତେ ଲାଗିଲ ।

ଧର୍ମଦାସ କହିଲ, ଦେବଦାସ କାଶୀତେ ମାକେ ଧବର ଦିଇ—

ଦେବଦାସ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ବାଧା ଦିଯା କହିଯା ଉଠିଲ, ଛି: ଛି:—ମାକେ କି ଏ ମୁଖ ଦେଖାତେ ପାରି ?

ଧର୍ମଦାସ ପ୍ରତିଯାଦ କରିଲ, ରୋଗ-ଶୋକ ମକ୍ଷମେବଇ ଆହେ; କିନ୍ତୁ ଶାଇ ବ'ଲେ

কি এতৰড় বিংশের দিনে শাবে ছুরান্নে' যায় ? তোমার বোন কাঞ্জা নাই।
দেবদাস, কাশীতে চল ।

দেবদাস মুখ দিয়াইয়া বহিল, না ধৰ্মদাস, এ সময়ে তাঁর কাছে যেতে পারব
না। ভাল হই, তাঁর পরে ।

ধৰ্মদাস, এবৰার মনে বহিল চক্ষুবীর উচ্ছেথ করে ; বিষ্ট নিজে তাথাকে
এত শুণা করিত যে তাহার মুখ মনে পড়িবামাত্র চূপ করিয়া রহিল ।

দেবদাসের নিজেরও অনেবাৰ এ-কথা মনে হইল ; বিষ্ট কোন কথা বলিতে
ইচ্ছা বৰিত না। ছত্ৰাং বেহই আসিল না ; তাঁর পরে অনেক দিনে ধীৱে
ধীৱে সে আৱোগ্য হইতে লাগিল। একদিন সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, চল
ধৰ্মদাস, এইবাৰ আৱ কোথাও যাই ।

আৱ কোথাও গিয়ে কাঞ্জ নেই ভাই, হয় বাড়ী চল, না-হয় মাঘেৱ
কাছে চল ।

জিনিষপত্ৰ বাঁধিয়া চুণিলালেৰ নিকট বিদায় লইয়া দেবদাস আবাৰ
এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল—শৰীৰ অনেকটা ভাল। কিছুদিন থাকিবাৰ
পৰ একদিন দেবদাস কহিল, ধৰ্ম, বোন নৃত্য জায়গায় গেলে হয় না। কথনো
বোঝাই যাইনি, যাবে ?

আগ্ৰহ দেখিয়া অনিছামকেও ধৰ্মদাস মত দ্বিল ! সময়টা জ্যৈষ্ঠ মাস। বোঝাই
শহুৰ তেহম গৱম নয়। এখানে আসিয়া দেবদাস অনেকটা সারিয়া উঠিল ।

ধৰ্মদাস জিজ্ঞাসা কৰিল, এখন বাড়ী গেলে হয় না ?

দেবদাস কহিল, না, বেশ আছি। আমি এখানেই আৱ কিছুদিন থাকব ।

* * *

এক বৎসৰ অতিৰাহিত হইয়া গিয়াছে। ভাঙ্মাসেৰ সকালবেলা, একদিন
দেবদাস ধৰ্মদামেৰ কাঁধে ডৰ দিয়া বোঝাই হাসপাতাল হইতে বাহিৱ হইয়া
বাড়ীতে আসিয়া বহিল। ধৰ্মদাস বহিল, দেবদাস, আমি বলি, মাঘেৱ কাছে
যাবোঝা ভাল ।

দেবদাসেৰ ছ'চন্দ্ৰ জলে ডৰিয়া গেল—আজ কয়দিন হইতে মাকে তাহাৰ
কেবল মনে পড়িতেছিল। হাসপাতালে গড়িয়া, ঘথন তংৰ এই বথাই
চাবিয়াছে। এই সামাৰে, তাহাৰ সবই আছে, অখচ কেহই নাই। তাহাৰ মা-

আছেন, বড় ভাই আছেন, তগিনীও অধিক পার্কতী আছে—চন্দ্রমূখীও আছে। তাহার সবাই আছে, কিন্তু সে আর কাহারও নাই। ধর্মদাস কাদিতেছিল; কহিল, তা হলে দাদা, মায়ের কাছে যা ওয়াই হিল?

দেবদাস মুখ ফিরাইয়া অঞ্চল মুছিল; বলিল, না ধর্মদাস মাকে এ মুখ দেখাতে ইচ্ছা হয় না—আমার এখনো বোধ করি সে সময় আসেনি।

বৃক্ষ ধর্মদাস হাউ হাউ কবিয়া কাদিয়া কহিল, দাদা এখনো যে মা বেঁচে আছেন।

কথাটায় কতগানি যে প্রকাশ কবিল, তাহা অন্তবে উভয়েই অশ্রুব করিল। দেবদাসের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে। সমস্ত পেট প্রীতি-লিভাবে পরিপূর্ণ; তাহার উপর জর, কাশ। রঙ গাঢ় কুকুর্বর্ণ, দেহ অস্থিচর্মসার। চোখ একেবারে চুকিয়া গিয়াছে, শুধু একটা অস্বাভাবিক উজ্জলতায় চকচক করিতেছে। মাথার চুল বক্ষ ও খঙ্গু—চেষ্টা করিলে দোধ হয় গুণিতে পারা যায়। হাতের আঙ্গুল-গুলোর পানে চাহিলে ঘৃণা বোধ হয়—একে শীর্ণ, তাহাতে আবার কুৎসিত ব্যধির দাগে ছষ্ট। ছেশনে আসিয়া ধর্মদাস জিজাসা করিল, কোথাকার টিকিট কিনব দেবদা?

দেবদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল চল বাড়ী যাই! তার পর সব হবে।

গাড়ীর সময় হইলে তাহারা হঁগুলীর টিকিট কিনিয়া চাপিয়া বসিল।

ধর্মদাস দেবদাসের নিকটেই রহিল। সক্ষার পূর্বে দেবদাসের চোখ জালা করিয়া আবার জর আসিল। ধর্মদাসকে ডাকিয়া কহিল ধর্মদাস, আজ মনে হচ্ছে, বাড়ী পেঁচানও হয়ত কঠিন হবে।

ধর্মদাস সত্যে কহিল, কেন দাদা?

দেবদাস হাসিবার চেষ্টা করিয়া শুধু বলিল, আবার যে জর হ'ল ধর্মদাস।

কাশীর পথ যখন পার হইয়া গেল, দেবদাস তখন জরে অবচেতন। পাটনার কাছাকাছি আসিয়া তাহার ছঁশ হইল, কহিল, তাই ত ধর্মদাস, মায়ের কাছে যাওয়া সত্যিই আব ঘটল না।

ধর্মদাস কহিল, চল দাদা, আমদা পাটনায় নেবে গিয়ে ডাঙ্কার দেখাই—

উভয়ে দেবদাস বলিল, সু থাক, আমরা বাড়ী যাই চল।

গাড়ী যখন পাঞ্জুয়া ছেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তোর হইতেছে ॥

সাগৰাত্তি বৃষ্টি হইয়াছিল, এগন থামিয়াছে। 'দেবদাস উঠিয়া দাঢ়াইল। নৌচে ধৰ্মদাস নিপ্তি। ধৌরে ধৌরে একবার তাহার ললাট শৰ্প করিল, লজ্জায় তাহাকে জাগাইতে পারিল না। তার পর দ্বাৰ খলিয়া আস্তে আস্তে বাহিৰ হইয়া পড়িল। গাড়ী স্বপ্ন ধৰ্মদাসকে লইয়া গেল। কাপিতে কাপিতে দেবদাস ষ্টেশনেৰ বাহিৰে আসিল। একজন ঘোড়াৰ গাড়ীৰ গাড়োয়ানকে ডাকিয়া কহিল, বাপু, পাতোপোতায় যেতে পাৱবে ?

মে একবার মুখপানে চাহিল, একবার এদিক-ওদিক চাহিল ; তাহার পথ কহিল, না বাবু, বাস্তা ভাল নয়—ঘোড়াৰ গাড়ী এই বৰ্ষায় ওখানে যেতে পাৱবে না !

দেবদাস উদ্বিষ্ট হইয়া প্ৰশ্ন করিল, পাক্ষী পাওয়া যায় ?

গাড়োয়ান বলিল, না ।

আশঙ্কায় দেবদাস বসিয়া পড়িল, তবে কি যাওয়া হবে না ? তাহার মুখেৰ উপরেই তাহার অস্তিম অবস্থা গাঢ় মুদ্রিত ছিল, অস্তেও তাহা পড়িতে পাৰিত।

গাড়োয়ান কহিল, বাবু, একটা গফন গাড়ী ঠিক ক'বে দেব ?

দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল, কতক্ষণে পৌছবে ?

গাড়োয়ান বলিল, পথ ভাল নয়, বোধ হয় দিন-ভুই লেগে যাবে।

দেবদাস মনে মনে হিসাব কৰিতে লাগিল, দু'দিন বাচব ত ? কিন্তু পাৰ্বতীৰ কাছে যাইতেই হইবে। তাহার অনেক দিনেৰ অনেক মিথ্যা কথ্যা, অনেক মিথ্যা আচৰণ আৱণ হইল। কিন্তু শেষ দিনেৰ এ প্ৰতিশ্ৰূতি সত্য কৰিতেই হইবে। ঘেৰন কৰিয়া হোক, একবার তাহাকে শেষ দেখা দিতেই হইবে। কিন্তু এ জোবনেৰ যেয়াদ যে আৱ বেশী বাকী নাই ! সেই যে বড় ভয়েৱ
কথা !

দেবদাস গফন গাড়ীতে যখন উঠিয়া বসিল, তখন জননীৰ কথা মনে কৰিয়া তাৰ চোখ ফাটিয়া জুন আশিয়া পড়িল। আৱ একখানি বেহকোম্বল মুখ আজৰ জোবনেৰ শেষক্ষণে নিৱতিশয় পৰিত্ব হইয়া দেখা দিল—সেমুখ চৰ্মমূৰ্যীৰ। যাহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়া সে চিমদিন ঘুণা কৰিয়াছে, আজ তাহাকেই অননীয় পাশে

সগোববে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহার চোখ দিয়া ঝুরুরু করিয়া জন করিয়া পড়িতে লাগিল। এ জীবনে আর দেখা ইইবে না, হয়ত বহুদিন পর্যন্ত সে থবরটা ও পাইবে না। তবুও পার্শ্বতীর কাছে যাইতে ইইবে। দেবদাস শপথ করিয়াছিল, আব একবার সে দেখা দিবেই। আজ এ প্রতিজ্ঞা তাহাকে পূর্ণ করিতেই ইইবে। পথ ভাল নয়। বর্ষার জন্ম কোথাও পথের মাঝে জমিয়া আছে, কোথাও বা পথ ভাসিয়া গিয়াছে। কাদায় সমস্ত রাস্তা পরিপূর্ণ। গরুর গাড়ী হটের হটের করিয়া চলিল। কোথাও নামিয়া চাকা টেলিতে হইল, কোথাও গক ছটোকে নির্দিয়কাপ প্রহার কর্তৃতে হইল—যেমন করিয়াই হোক, এ ঘোল কোশ পথ অতিভ্যব করিতেই ইইবে। হ হ করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল, আজও তাহার সঙ্কার শ্রেণি প্রবল জন্ম দেয়া দিল। সে সভয়ে প্রশংস করিল, গাড়োয়ান, আর কত পথ ?

গাড়োয়ান জবাব দিল, এখনো আট-দশ কোশ আছে বাবু।

শিগ্‌গিং নিয়ে চল বাপু, তোকে অনেক টাকা বকশিস্ দেব। পকেটে এক শ' টাকার নোট ছিল তাই দেখাইয়া কহিল, এক শ' টাকা দেব, নিয়ে চল।

তাহার পর কেমন করিয়া কোথা দিয়া যে সমস্ত বাত্রি গেল দেবদাস জানিতেও পারিল না। অসাড় অচেতন ; সকালে সজ্জান হইয়া কহিল, ওরে, আর কত পথ ? এ কি ফুরাবে না !

গাড়োয়ান কহিল, আরও ছয় কোশ।

দেবদাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, একটু শিগ্‌গির চল বাপু। আর যে সময় নেই।

গাড়োয়ান বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ন্তুন উৎসাহে গক ঠেঙাইয়া গান্ধি-গালাজু করিয়া চলিল। প্রাণপণে গাড়ী চালাইতেছে, ভিতরে দেবদাস ছাইকাট করিতেছে। কেবল মনে হইতেছে, দেখা হবে ত। পৌছব ত ? ছপুর-বেনা গাড়ী ধামাইয়া গাড়োয়ান গাঁকে খাবার দিয়া, নিজে আহার করিয়া আবুর উঠিয়া বসিল। কহিল, বাবু, তুমি খাবে না কিছু ?

.. ନା ବାପୁ, ତବେ ସଡ଼ ତେଷ୍ଟା ପେଯେଛେ ଏକଟୁ ଜଳ 'ଦିତେ ପାର ?

ସେ ପଥିଗାର୍ଥରୁ ପୁଷ୍ଟିରୀ ହିତେ ଜଳ ଆନିଯା ଦିଲ । ଆଜ ସନ୍ଧାର ପର ଅରେର ମଞ୍ଚେ ଦେବଦାସେର ନାକେର ଭିତର ହିତେ ସଡ଼ମଡ଼ କରିଯା ହୋଟା ହୋଟା ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିତେ ଲାଗିଲ । ସେ ଗ୍ରାଂପଣେ ନାକ ଚାପିଯା ଧରିଲ । ତାହାର ପୁର ବୋଧ ହିଲ ଦାତେର ପାଶ ଦିଯା ରଙ୍ଗ ବାହିର ହିତେଛେ, ନିଃଖାସ-ପ୍ରଖାସେଇ ଘେନ ଟାନ ଧରିଯାଛେ । ହିପାଇତେ ହିପାଇତେ କହିଲ, ଆର କତ ?

ଗାଡ଼ୋଯାନ କହିଲ, ଆସ କୋଶ ଦୁଇ ; ରାତି ଦଶଟା ନାଗାଦ ପୌଛବ ।

ଦେବଦାସ ବହକଟେ ମୁଖ ତୁଲିଯା ପଥେର ପାନେ ଚାହିଯା କହିଲ, ଭଗବାନ !

ଗାଡ଼ୋଯାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲ, ବାବୁ ଅମନ କରଛେନ କେନ ?

ଦେବଦାସ ଏ-କଥାର ଜବାବ ଦିତେଓ 'ପାରିଲ ନା । ଗାଢ଼ି ଚଲିତେ ଲାଗିଲ, କିନ୍ତୁ ଦଶଟାର ସମୟ ନା ପୌଛାଇଯା ପ୍ରାୟ ରାତି ବାରୋଟାବ ଗାଡ଼ି ହାତୀପୋତାର ଜମିଦାର-ବାବୁର ବାଟୀର ମୟୁଥେ ବୀଧାନ ଅଶ୍ଵତଳାୟ ଆସିଯା ଉପର୍ଗ୍ରହିତ ହିଲ ।

ଗାଡ଼ୋଯାନ ଡାକିଯା କହିଲ, ବାବୁ, ନେମେ ଏମେ ।

କୋନ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ! ଆବାର ଡାକିଲ, ତବୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ । ତଥନ ମେଇ ଭୟ ପାଇଯା ପ୍ରଦୀପ ମୁଖେର କାହେ ଆନିଲ, ବାବୁ ଘୁମାଲେ କି ?

ଦେବଦାସ ଚାହିଯା ଆହେ : ଠୋଟ ନାଡ଼ିଯା କି ବଲିଲ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ହିଲ ନା । ଗାଡ଼ୋଯାନ ଆବାର ଡାକିଲ, ଓ ବାବୁ !

ଦେବଦାସ ହାତ ତୁଲିତେ ଚାହିଲ, କିନ୍ତୁ ହାତ ଉଠିଲ ନା ; ଶୁଦ୍ଧ ତାହାର ଚୋଥେର କୋଣ ବାହିଯା ଦୁଇଫୋଟା ଜଳ ଗଡ଼ାଇଯା ପଡ଼ିଲ । ଗାଡ଼ୋଯାନ ତଥନ ବୁନ୍ଦି ଥାଟାଇଯା ଅଶ୍ଵତଳାୟ ବୀଧାନୋ ବେନିଟାର ଉପର ଥିଲ ପାତିଯା ଶୟା ରଚନା କରିଲ ; ତାହାର ପର ବହ କଟେ ଦେବଦାସକେ ତୁଲିଯା ଆନିଯା ତାହାର ଉପର ଶୟନ କରାଇଯା ଦିଲ । ବାହିରେ ଆର କେହ ନାହିଁ, ଜମିଦାରବାଟା ନିଷ୍ଠକ, ନିର୍ଦ୍ରିତ ? ଦେବଦାସ ବହ କ୍ଲେଶେ ପକେଟ ହିତେ ଏକଶ' ଟାକାର ନୋଟଟା ବାହିର କରିଯା ଦିଲ । ଲାଟନେର ଆଲୋକେ ଗାଡ଼ୋଯାନ ଦେଖିଲ, ବାବୁ ତାହାର ପାନେ ଚାହିଯା ଆହେ, କିନ୍ତୁ କଥା କହିତେ ପାରିବେଳେ ନା । ସେ ଅବସ୍ଥାଟା ଅନୁମାନ କରିଯା ନୋଟ ଲାଇଯା ଚାଦରେ ବୀଧାନ ରାଖିଲ । ଶାଲ ଦିଯା ଦେବଦାସେର ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବତ ; ମୟୁଥେ ଲାଟନ ଜଲିଯାଇଛେ, ତୁଳନ ବକ୍ତ୍ଵ ପାଇସିର କାହେ ବସିଯା ଭାବିତେଛେ ।

তোর হইল। সকালবেলা জমিদারগাটী হইতে লোক বাহির হইল,—এক আশ্চর্ষ দৃশ্য! গাছতলায় একজন লোক মিথিতেছে! ভদ্রলোক। গায়ে শাল, পায় চকচকে জুতো, হাতে আংটি। একে একে অনেক লোক জুমা হইল। জমে ভুবনবাবুর কানে এ-কথা গেল, তিনি ডাঙ্কাৰ আনিতু বলিয়া নিজে উপস্থিত হইলেন। দেবদাস সকলের পানে চাহিয়া দেখিল কিঞ্চ তাহার কঠরোধ হইয়াছিল—একটা কথাও বলিতে পারিল না শুধু চোখ দিয়া জল শড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গাড়োয়ান যতদুব জানে বলিল, কিঞ্চ তাহাতে স্ববিধা কিছুই হইল না। ডাঙ্কাৰ আসিয়া কহিল, খাস উঠেচে, এখনি যববে।

সকালই কহিল, আহা!

উপরে বসিয়া পার্বতীও এ কাহিনী শনিয়া বলিল, আহা!

কে একজন দয়া কবিয়া মুখে একফেঁটা জল দিয়া গেল। দেবদাস তাহার পানে কঞ্চ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর চক্ষু মুদিল। আবারও কিছুক্ষণ দাঁচিয়া ছিল, তাখার পরে সব ফুরাইল। এখন কে দাহ কৱিবে, কে ছুঁইবে, কি জাত ইত্যাদি লইয়া তর্ক উঠিল। ভুবনবাবু নিকটস্থ পুলিশ-টেশনে সংবাদ দিলেন। ইন্স্পেক্টর আসিয়া অস্ত কৰিতে লাগিল। পৌরাণিতারে যত্ন। নাকে-মুখে রক্তের দাগ। পকেট হইতে দ্রুখানা পত্র বাহির হইল। একখানা তালমোনাপুরের বিজ্ঞাস মুখ্যে বোঝাইয়ের দেবদাসকে লিখিতেছে— টাকা পাঠান এখন সম্ভব নয়। আৱ একটা কাশীৰ হৰিমতি দেবী উক্ত দেবদাস মুখ্যেকে লিখিতেছে—কেমন আছ?

বাঁ-হাতে উকি দিয়া ইংৰাজী অক্ষরে নামেৰ আঢ়কৰ লেখা আছে। ইন্স্পেক্টৰবাবু অস্ত কৰিয়া কহিলেন, হা, লোকটা দেবদাস বটে।

হাতে নীল-পাথর-দেওয়া একটা আংটি—দাম আন্দৰ দুই শ', জামা-কাপড় ইত্যাদি সমস্তই লিখিয়া লইলেন। চৌধুরীমহাশয় ও মহেন্দ্রনাথ উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। তালমোনাপুর নাম উনিয়া মহেন্দ্র কহিল, ছোটবাবাৰ বাপেৰ বাড়ীৰ লোক, তিনি দেখলে—

চৌধুরীমহাশয় তাড়া দিলেন, সে কি এখানে মুড়া সন্তুষ্ট কৰতে আসিবে নাকি?

ଦାରୋଗାବାବୁ ସଥାପ୍ତେ କହିଲେନ, ପାଗଳ ଆଏ କି ।

ଆମ୍ବନେର ମୁତ୍ତଦେହ ହଇଲେଓ ପାଡ଼ାଗୀଯେ କେହ ଶ୍ରୀର୍ଷ କରିତେ ଚାହିଲ ନା ; କାଜେଇ ଚଣ୍ଠାଳ, ଆନିଯା ବାଧିଯା ଲହିଯା ଗେଲ । ତାର ପର କୋନ୍ତକୁ ଶୁଭ୍ରିଣୀ ତଟେ ଅର୍କଦଙ୍କ କରିଯା ଫେଲିଯା ଦିଲ, କାକ-ଶୂନ୍ତ ଉପରେ ଆସିଯା ବମ୍ବିଲ, ଶ୍ରୀଗାଲ-କୁକୁର ଶବଦେହ ଲହିଯା କଲାହ କରିତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଇଲ । ତବୁଓ ସେ କେହ ଶୁନିଲ, ମେଇ କହିଲ, ଆହା ! ଦାସୀ-ଚାକରର ବଲାବଲି କ୍ଷରିତେ ଲାଗିଲ, ଆହା, ଭଦ୍ରଲୋକ, ବଡ଼ଲୋକ ! ଦୁ'ଶ ଟାକା ଦାମେର ଶାଳ, ଦେଡ ଶ' ଟାକା ଦାମେର ଆଂଟି ! ମେ-ମର ଏଥିନ ଦାରୋଗାର ଜ୍ଞାନ ଆଛେ ; ପତ ଦୁ'ଖାନାଓ ତିନି ବାଧିଯାଛେନ ।

ଧ୍ୱରଟା ସକାଲେଇ ପାର୍ବତୀର କାନେ ଗିଯାଛିଲ ବଟେ ; କିନ୍ତୁ କୋନ ବିଷୟେଇ ଆଜକାଳ ମେ ମନୋନିବେଶ କରିତେ ପାରିତ ନା ବାଲଯା ବ୍ୟାପାରଟା ଠିକ ବୁଝିତେ ପାବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସକଳର ସଥନ ଐ କୁଥ୍ ତଥନ ପାର୍ବତୀର ବିଶେଷ କରିଯା ଶୁନିତେ ପାଇଯା ସଙ୍କ୍ୟାର ପୂର୍ବେ ଏକଜନ ଦାସୀକେ ଡାକିଯା କହିଲ, କି ହେଁବେ ଲା ? କେ ମରେଚେ ?

ଦାସୀ କହିଲ, ଆହା. କେଉ ତା ଜାନେ ନା ମା । ପୂର୍ବଜୟେଷ୍ଠ ମାଟି କେନା ଛିଲ ତାଇ ମରତେ ଏମେହିଲ । ଶୀତେ ହିମେ ମେଇ ବାତି ଥେବେ ପଡ଼େ ଛିଲ, ଆଜ ବେଳା ନ'ଟାର ସମୟ ମରେଚେ ।

ପାର୍ବତୀ ଦୀର୍ଘନିଃଖାସ ଫେଲିଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଅ, ଆହା, କେ ତା କିଛୁ ଜାନା ଗେଲ ନା ?

ଦାସୀ ବଲିଲ, ମହେନବାବୁ ମର ଜାନେନ, ଆମି ଅତ ଜାନିଲେ ମା ।

ମହେନ୍ଦ୍ରକେ ଡାକିଯା ଆନା ହଇଲେ ମେ କହିଲ, ତୋମାଦେର ଦେଶର ଦେବଦାସ ମୁଖ୍ୟେ ?

ପାର୍ବତୀ ମହେନେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟେ ମରିଯା ଆସିଯା, ତୌର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, କେ, ଦେବଦା ? କେମନ କରେ ଜାନଲେ ?

ପକେଟେ ଦୁ'ଖାନି ଚିଠି ଛିଲ, ଏକଥାନି ବିଜଦାସ ମୁଖ୍ୟେ ଲିଖେଚେନ—

‘ ପାର୍ବତୀ ବୃଧା ଦିଯା କହିଲ, ହ୍ୟା, ତୌର ବଡ଼ଦା ।

ଆର ଏକଥାନା କାଶୀର ହରିମତୀ ଦେବୀ ଲିଖେଚେନ—

ইয়া, তিনি মা।

হাতের উপর উষ্ণি দিয়ে নাম লেঁ। ছিল—০

পার্বতী কহিল, ইয়া, কলকাতায় শ্রথমে গিয়ে লিখিয়েছিলেন।'

একটা নৌল রঙের আংটি—

দৈনাব সময় জ্যোঠামশাই দিয়েছিল। আমি যাই—, বলিতে বলিতে পার্বতী ছুটিয়া নামিয়া পড়িল।

মহেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, ও মা, কোথা যাও ?

দেবদাসার কাছে।

সে তো আর নেই—ভোমে নিয়ে গেছে।

ওগো, মা গো ! বলিয়া কাদিতে কাদিতে পার্বতী ছুটিল। মহেন্দ্র ছুটিয়া সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া বলিল, তুমি কি পাগল হ'লে মা ? কোথা যাবে ?

পার্বতী মহেন্দ্রের পানে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া কহিল, মহেন, আমাকে কি সত্য পাগল পেলে ? পথ ছাড় !

তাহার চক্ষের পানে চাহিয়া, মহেন্দ্র পথ ছাড়িয়া নিঃশব্দে পিছনে পিছনে চলিল। পার্বতী বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তখনও নায়েব গোমন্তা কাজ করিতেছিল, তাহারা চাহিয়া দেখিল। চৌধুরীমহাশয় চশমার উপর দিয়া কহিলেন, যাম কে ?

মহেন্দ্র বলিল, ছোটমা।

সে কি ! কোথায় যায় ?

মহেন্দ্র বলিল, দেবদাসকে দেখতে।

ভূবন চৌধুরী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তোরা কি সব কেপে গেলি, ধৱ—ধৱ—ধর—ধরে আনো ওকে ! পাগল হঞ্জে ! ও মহেন, ও কনেবো !

তাহার পর দাসী-চাকর মিলিয়া ধৱাধরি করিয়া পার্বতীর 'মুর্ছিত দেহ টানিয়া আনিয়া বাটির ভিতর লইয়া গেল। পরদিন তাহার মুছ'ভদ্র হইল,

କିନ୍ତୁ ମେ କୋନ କଥା କହିଲ ନା । ଏକଙ୍ଗ ଦାସୀକେ ଡାକିଗା ଶୁଣୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ,
ବାତିତେ ଏମେଛିଲେନ, ନା ? ସମ୍ମତ ବାତି ।

ତାହାର ପର ପାର୍ବତୀ ଚୂପ କରିଯାଇ ରହିଲ ।

• ଏଥିନ ଏତଦିନେ ପାର୍ବତୀର କି ହିସାବେ, କେମନ ଆଛେ, ଜାନି ନା । ମଧ୍ୟାମାତ୍ର
ଲହିତେଓ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା । ଶୁଣୁ ଦେବଦାସେର ଅନ୍ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୁଏ । ତୋମରା ଯେ-କେହ ଏ
କାହିନୀ ପଡ଼ିବେ, ହୃଦୟ ଆମାଦେର ମତ ଦୁଃଖ ପାଇବେ । ତୁ ଯଦି କଥନେ
ଦେବଦାସେର ମତ ଏମନ ହତତାଗ୍ରୟ, ଅସଂଘର୍ଷୀ ପାପିଷ୍ଠେର ଶାହିତ ପରିଚୟ ସଟେ, ତାହାର
ଅନ୍ତ ଏକଟୁ ଆର୍ଥନା କରିବେ । ଆର୍ଥନା କରିବେ, ଆର ଯାହାଇ ହୋକ, ଯେଣ
ତାହାର ମତ ଏମନ କରିଯାଇ କାହାରେ ମୁହଁ ନା ସଟେ । ମବଳେ କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେ-
ସମୟ ଯେନ ଏକଟି ମେହ-କର୍ମଶର୍ମ ତାହାର ଲଲାଟେ ପୌଛେ—ଯେନ ଏକଟି କର୍ମାର୍ଜି
ସ୍ଵେଚ୍ଛା ମୂଳ୍ୟ ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ଏ ଜୀବନେର ଅନ୍ତ ହୁଏ । ମରିବାର ସମୟ ଯେନ କାହାରେ ଓ
ଏକ ଫୋଟୋ ଚୋଥେର ଜଳ ଦେଖିଯା ମେ ମରିତେ ପାରେ ।

ସମାପ୍ତ